দ্বিতীয় ভাগ

গিরীশ গ্রন্থাবলী

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত
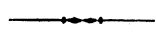
প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(বসুমতী আফিস)

কলিকাতা ;

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

সূচিপত্র।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

(পৌরাণিক নাটক)

(১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র।

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, কীচক, বিরাটরাজ, উত্তর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, সুশর্ম্মা, কীচকের ভ্রাতাগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, গোপদ্বয়, দূত, রক্ষক ও সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ।

দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা, উত্তরা, কিরণ-কিঙ্করীগণ, নারীগণ, হাড়িনী ও পরিচারিকা।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—০—

রাজসভা।

বিরাটরাজ ও সভাসদগণ।

বিরা। দেখ কিবা সুন্দর মূরতি,
দিবাকর-জ্যোতি,
মন্দগতি গজপতি জিনি!
রাজ-চক্রবর্ত্তী সম
কে আসে এ পুরুষ-প্রধান!
পরিচ্ছদ ব্রাহ্মণ সমান,
ক্ষত্রিয় লক্ষণে পূর্ণ হেরি বরবপু,—
আহা! শান্ত মূর্ত্তি—
ললাটে ধর্ম্মের বাস।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। আশীর্ব্বাদ করি তোমা মৎস্যের ঈশ্বর।
বিরা। বিপ্রবর প্রণাম চরণে;
পুরুষ-উত্তম!
কিবা কার্য্যে মম রাজ্যে হইলে অধিষ্ঠান,—
মতিমান্, আদেশ দাসেরে।
যুধি। হ'ব নৃপ, তবাশ্রয়ে করেছি বাসনা;
পালিত পাণ্ডবরাজ্যে, পাণ্ডব সভায়—
আছিলাম যুধিষ্ঠির-সখা,
এক আত্মা প্রণয়-বন্ধনে;
দ্যূতে মম নৈপুণ্য বিশেষ;
শক্রর ছলনে,
বনাশ্রমে গেল মহীপাল;
হে ভূপাল,
তদবধি নিরাশ্রয় আমি।
শুনিলাম লোকমুখে মহিমা তোমার
ধার্ম্মিকপ্রবর খ্যাত,
তোমা সনে শাস্ত্র-আলাপনে
বঞ্চিব এ বাঞ্ছা চিতে;
কঙ্ক নাম দিল যুধিষ্ঠির।
বিরা। বিজ্ঞ তুমি বিপ্রবর,
বুঝিলাম কথার আভাষে,
তব সহবাসে
ধর্ম্মোন্নতি হইবে আমার;
কৃপা করি আসিয়াছ মোর পুরে,
মম সহ রহ দেব, রাজ-সেবালয়ে।
যুধি। সেবায় নাহিক অধিকার—
ব্রহ্মচারী আমি
হবিষ্য—ভক্ষণ, আসন—ধরণীতল।
বিরা। পুণ্যবলে পাইলাম পণ্ডিত সুজনে।
কেবা যুবা, প্রফুল্ল পর্ব্বতকায়,
শাল-তরু নিন্দি ভুজদ্বয়,
কোন্ দেবের তনয়—
হইল উদয় শাসিতে ধরণীতল!
বালার্ক-কিরণ, উজ্জ্বল বরণ,
গজপতি—কম্পে ক্ষিতি পদভরে,
বেশ বিপ্রসম,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ হেরি কিন্তু সমুদয়!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয় জয় বিরাটভূপতি।
জাতিতে ব্রাহ্মণ,
বল্লভ আমার নাম।
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার,
মম প্রতি বড় প্রীতি আছিল রাজার।
দক্ষ আমি রন্ধন-কার্য্যেতে,
মল্লযুদ্ধে জিনি মল্লগণে

তুষিতাম নৃপে সদা ;
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার
পরাজিত শত শত মম বাহুবলে ;—
কুতূহলে ছিলাম পাণ্ডববাসে ;
বনবাসে গমন রাজার—
মো সবার ভাগ্য-দোষে ;—
বৃত্তি-আশে এসেছি সভায়।

বিরা। হে ব্রাহ্মণ,
রন্ধনশালার ভার অর্পিব তোমায়।
তোমা হ'তে সকলি সম্ভব,—
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা ছার গণি,
বজ্রপাণি না আঁটে তোমারে ;
আজি হ'তে রন্ধন-আগার তব ভার,
সূপকার-শ্রেষ্ঠ তুমি মম।
ল'য়ে যাও পাচকশালায়।

[রক্ষকের সহিত ভীমের প্রস্থান।

দেখ—দেখ কে যুবতী মত্ত করী-গতি,
শ্যামকান্তি ভুবনমোহন,
নারীর লক্ষণ নাহি হেরি অবয়বে,—
যেন বহ্নি ভস্ম-মাঝে!
বৃন্দাবনে শ্যাম-বিদেশিনী,
মানিনী রাধার দায়!
জ্ঞান হয় দেবের কুমার,
বীর ধীর প্রকাশে বদন চারু ;—
উচ্চ আশ বিকাশ প্রশস্ত ভালে,
আসে সভাতলে,
নাহি জানি কিবা অভিলাষে!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জু। হীনমতি নপুংসক জাতি,
নাম বৃহন্নলা ;
গীত-নাট্যে যাপি কাল,
যুধিষ্ঠির-অন্নে দেহ,—
ঘটিল জঞ্জাল, বনে মহীপাল
শত্রুছলে করিল গমন ;
আছিলাম দ্রৌপদীর নটী,—
পতিসহ গেলা বনে সতী,—
বসতি ঘুচিল মোর ;
মিনতি ধরণী-পতি, র'ব তবাশ্রয়ে।

বিরা। ক্লীব বলি নাহি হয় অনুমান,
বীর্য্যবান্ দেবের সন্তান হেরি!
নৃত্যগীত কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
না সাজে তোমার,
লয় মনে, ঘোর রণে ধনুক টঙ্কারে,
রথের ঘর্ঘরে একতান প্রাণ তব ;
নৃত্য-গীত-সুনিপুণ তুমি—
অসম্ভব নাহি মানি ;
আছে কুমারী আমার,
রহ পুরে শিখাইতে সংগীত তাহারে।
ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে।

[রক্ষকের সহিত অর্জ্জুনের প্রস্থান।

হের যুবা—
রতি-হারা রতিপতি ধরাতলে যেন!
কশা-করে, বিবশা রমণী হেরি যারে!
বেশধারী সম লয় মনে!
বুঝিব এক্ষণে কিবা প্রয়োজনে,
আসিছে সুন্দর ঠাম।

(নকুলের প্রবেশ)

নকু। অশ্ববিদ্যা-বিশারদ, শুন মহীপাল,
গ্রন্থিক নামেতে খ্যাত পাণ্ডব আশ্রয়ে ;
অশ্বশালা অশ্বপূর্ণ তব,
অশ্বের রক্ষণভার যাচি নরপতি।

বিরা। শক্তি তব সসাগরা পৃথিবী শাসিতে,
আজি হ'তে অশ্বশালা তব অধিকারে।
যাও ল'য়ে দেখাও তুরঙ্গাগার।

[রক্ষকের সহিত নকুলের প্রস্থান।

গোপ সম অনুমান করি পরিচ্ছদে,
ছদ্মবেশী কিন্তু মনে লয়,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণপূর্ণ দেহ—
যেন কোথা দেখেছি উহারে!
নরে হেন রূপ ধরে
কভু নাহি ছিল জ্ঞান,—
এও কি আছিল রাজা যুধিষ্ঠির-বাসে!

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ। যুধিষ্ঠির নৃপতির গোপতন্ত্রী-পাল ;
দুগ্ধবতী হয় গাভী পরশে আমার,—
কপালে অঙ্গার, রাজা গেল বনবাসে ;
সে অবধি বৃত্তি নাহি পাই,
যোগ্য রাজা খুঁজিয়ে বেড়াই,—
আছে অগণন গোধন তোমার,
দেহ ভার রক্ষিতে সকল।

গুরুর কৃপায়
জ্যোতিষ-গণনে বিচক্ষণ আমি অতি;
রাজকার্য্য প্রার্থনা আমার।
বিরা। আজি হ'তে গোধন-রক্ষণ তব ভার,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হেরি হয় জ্ঞান;
যাও ল'য়ে দেখাও গো-গৃহ।

[রক্ষকের সহিত সহদেবের প্রস্থান।

কহ কঙ্ক মতিমান্,
পাণ্ডবভবনে ছিলে কি হে পঞ্চজনে?
যুধি। মহারাজ,
শাস্ত্রালাপে রহিতাম রাজার নিকটে,
যুধিষ্ঠির-পালিত আছিল বহুজন,
নাহি জানি সবাকারে।
বিরা। হ'ল আসি বিশ্রাম-সময়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

সুদেষ্ণা ও উত্তরা।

উত্ত। মা গো,
কৃষ্ণলীলা শিখাইল শিক্ষক নূতন।
কি কব গো কি মধুর স্বর,
সঙ্গীত-লহর ধায় যেন হরি-পদে!
সুধা-প্রস্রবণ
উথলে মা, হরি-লীলা-গানে!
মৃদু গম্ভীর নিক্কণে,—
বাদ্য তাহে সহকারী,—
মা গো, কহিতে না পারি
কত গুণ ধরে মম আচার্য্য নূতন,
এখনি গাহিবে পুনঃ শুন মা দাঁড়ায়ে।

(নেপথ্যে গীত)

কানেড়া—আড়াঠেকা।

নবঘন মথনমান রাধাগুণগান,
বনহার-ভূষণ মুরলী করে।
অলকা শোভিত অঙ্গে, অঙ্গ মত্ত রাসরঙ্গে,
মোহন ত্রিভুবন গোপী-মন হরে॥
বসন হরণ গোধন চারণ গিরিধারে,
আধ বাঁকা শিখীপাখা শিখরোপরে
কালিয়দর্পহারী, বিভু বঙ্কিম বনবিহারী
চরণে নতজনে শমন ডরে॥

সুদে। কি মধুর গান—
যেন ব্রজধামে বাঁশরী বাজায় কানু!
উত্ত। দেখ মা জননি, মরাল গামিনী
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে!
মলিন বসন, মলিন বদন,
বিনোদ-বিধুরা, শৈবাল-অঙ্গিনী—
কমলিনী যেন জলে!
রক্তোৎপল কর চরণ অধর,
এলোকেশী নিরুপমা বামা,
কেশরাশি চুম্বিছে চরণ রাঙ্গা—
যেন কাদম্বিনী দামিনী চুমিছে!
কি আশে আসিছে,
পূরাও মা বাসনা ইহার।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদে। পুনঃ কি মদন-হারা—
পতিশোকে ত্রিদিব ত্যজিয়া,
ভ্রম বামা ধরা-মাঝে!
কিম্বা কোন অসুরে নাশিতে,
তিলোত্তমা পুনঃ কি সৃজিল ধাতা?
কনক-গঠিতা যেন বিমলিনী।
প্রফুল্ল লতিকা তমালে ত্যজিয়ে
ধূলি ধূসরিত যেন!
পঞ্চশর খরতর
নয়নে তোমার হেরি,
মায়ানারী, দেহ মোরে পরিচয়?
দ্রৌপ। সুহাসিনি,
বীণা জিনি বচন তোমার;
দুখিনী নাহিক মম সম,
হীন জাতি, সৈরিন্ধ্রী আমার নাম,
আছিলাম দ্রৌপদীর সহচরী,
মম প্রতি প্রীতি আছিল তাঁহার বহু,—
পতি সনে বনে গেল সতী,
সে অবধি আশ্রয়-বিহীনা।
রব তব পুরে, সেবিব তোমারে
আসিয়াছি করি আশা;
অনাথার স্থান দেহ রাণি!
সুদে। রাণী আমি, তুমি সহচরী—

কভু না সম্ভবে বালা!
মাধুরী নিরখি,
নারী হ'য়ে ফিরাতে নারি গো আঁখি!
কেমনে রাখি গো পুরে,
হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা,
সাধে কেন বিবাদ কিনিব!

দ্রৌপ। মম রীতি নাহি জান রা রাণি!
গন্ধর্ব্ব-রমণী আছে পঞ্চ স্বামী,
শাপে মনস্তাপে ফিরে সবে।
কুলটা-আচার কদাচন নাহি মোর,
ধর্ম্মরাজ-গৃহে আছিলাম পুরবাসী।
পুরুষের নিকটে না যাব,
উচ্ছিষ্ট না ছোঁব,
না স্পর্শিব চরণ কখন,
অন্য প্রয়োজন যেবা হয়—
তখনি সাধিব;
রব তব পাশে আসিয়াছি আশে,
নিরাশ না কর' মোরে।

উত্ত। মাতা,
ফুল্ল-কুঞ্জবনে কোকিলা আনন্দে বসে,
বায়সের পুরীষ-পুরিত স্থান।
হের বিদ্যমান—
নব কুঞ্জ জিনি শ্যামকায়,
কদাকার মন-পাখী না বাসে কখন'।

সুদে। ভাগ্য মানি—
তোমা হেন পাইনু সঙ্গিনী,
চল দিব সুন্দর বসন-ভূষা।

দ্রৌপ। দেবি, রাখ এই মিনতি আমার,
যতদিন স্বামীগণে ভ্রমে মনস্তাপে—
রব এক-বাসে,
না বাঁধিব কেশপাশ,
ভূমিতলে রব দেহ ঢালি।

সুদে। সাধ্বী তুমি বুঝিনু বিশেষ।

উত্ত। কি নাম তোমার?
সৈরিন্ধ্রী,—
কৃষ্ণ-লীলা শুনিতে কি আছে সাধ?
এস মম শিক্ষকে দেখাব।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।

সুদে। সত্য যাহা সৈরিন্ধ্রী কহিল,—
পাঞ্চালীর যোগ্যা সহচরী।
এ-ও শুনি দ্রৌপদীর শিক্ষক আছিল।

(নেপথ্যে গীত)

বাগেশ্রী—ধামার।

শ্যাম বঙ্কিম বিপিন-বিহারী,
মুরলী-ধারী।
বারিদ-গঞ্জন, ব্রজবালা-রঞ্জন,
ভুবন-মোহন-কারী॥
নব রঙ্গিণী গোপিনী দুকুল-চোরা,
রাস-রসে বিভোরা রে—
বন-ফুল-মালী মুরারি॥

সুদে। আহা, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

উদ্যান।

দ্রৌপদী ও উত্তরা।

দ্রৌপদী। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছি এ গান,
বৃহন্নলা শিখাইত পাঞ্চালীরে।

উত্ত। শিখেছ কি?
পার মোরে শিখাইতে?
তিনবার শুনিলাম গীত—
না শিখিনু কথা তার!
হৃদি নাচে সে মধুর তানে,
শুনি মুগ্ধ-প্রায়,
প্রাণ নাহি ধায় তান লয় দেখিবারে—
লজ্জা পাব না শিখিলে গান,
জান যদি শিখাও আমায়।

দ্রৌপ। চিরদিন পর-উপাসনা,
কেমনে বল না সঙ্গীত শিখিব আমি?
কণ্ঠস্বর আনন্দ-লহর তব—
সঙ্গীত বিরাজে যেন!
অচিরে শিখিবে তান বালা।

উত্ত। মতি স্থির নহে ক্ষণ মম,
চারিদিকে ধায় মন।

দ্রৌপ। হে নৃপনন্দিনি,
তব সুধাময় বাণী
স্বভাব-শিক্ষিতা বিহঙ্গিনী সম সুমধুর!
এ মাধুরী শুনি, শিক্ষা ছার মানি—

অভিমান পাঞ্চালী করিত কত
বৃহন্নলা পরে।
উত্ত। হে সৈরিন্ধ্রি,
পাঞ্চালীর সনে কেমনে তুলনা কর,—
সখী যার অতুলনা মহীতলে।
দ্রৌপ। আমোদিনি,
তব সুধাবাণী মরুভূমে বারি সম।
উত্ত। বুঝিতে না পারি
কেবা মায়াধারী তোমা দোঁহে,
লোক—নপুংসক বৃহন্নলা,
নহে কম গুণবতি!
যোগ্যা নারী তুমি তার।
সঙ্গীতের আছে কি আকার!
ভাবি বার বার বৃহন্নলা গায় যবে,
উঠে যবে সে স্বর-লহরী,
হেরি যেন দেব-নারী উজ্জ্বল বিভায়
নৃত্য করে মধুরে মাতিয়া,—
পলে পলে বদন-মাধুরী
নব বিকসিত যেন!
ছুলে ছুলে মন্দাকিনী পূতবারি যথা,
কভু চলে সে স্বর-প্রবাহ,
বিদ্যাধরী কেলি করে তায়,
কভু উচ্চ তান, ভানু দীপ্যমান,
কিরণ ঠিকরে কত!
হেরি শক্তিধর শিখীপরে খেলে যেন,
কভু মেঘদলে সৌদামিনী খেলে—
বিষাদিনী এলাইত বেণী, তোমা সম
উন্মাদিনী কাঁদে যেন শূন্যে বসি!
সে রোদন-ধ্বনি
শত ধারে বহে গো হৃদয়ে;
ভুলিব না কভু,
দেখি যেন বিদ্যমান,
বাজে কাণে সে বিষাদ-ধ্বনি।
দ্রৌপ। প্রাণ মন বাসনা তোমার বালা,
সঙ্গীতে হয়েছে লয়;
উচ্চ ধ্যানে কল্পনা-নয়নে
হের বালা,
এ সুন্দর স্বর-বিনির্ম্মিত ছবি।
উত্ত। দুহিতা কি আছে গো তোমার?
দ্রৌপ। বঞ্চিতা সে ধনে আমি।
উত্ত। নপুংসক বৃহন্নলা—নাহি কন্যা তার,
থাকিলে দুহিতা—
সাজাইয়ে তারে মনমত,
সহচরী হইতাম তার।
আহা! কি পাপে গো হয় নপুংসক?
কোন' জন্মে বৃহন্নলা করিয়াছে পাপ
হেন মনে কভু নাহি লয়;
দেহ তার আনন্দ-আগার,
নিত্যানন্দ হৃদি-মাঝে;
কি পাপে না জানি
মনস্তাপ ঘটিল তাহায়!
দ্রৌপ। নিজ পত্নী-অপমান দাঁড়ায়ে যে দেখে;
ত্যজি অন্ধ জনে,
যাহার চরণে রমণী শরণ লয়,
তারে পরিহরি অন্য নারী যার সাধ—
নপুংসক সেই জন।
তীর্থ-পর্য্যটনে,
রমণী-দর্শনে পাসরে আপন জায়া,—
ব্যভিচারী তার হেন দশা।
অলস যে জন,
নিজ নারী না করে পোষণ,
পরবাসে কাঁদি বঞ্চে বামা,
ক্লীবত্ব তাহার ফল;—
শুনেছি এ কথা পাঞ্চালীর মুখে আমি।
উত্ত। কভু না মানিব,
বৃহন্নলা নপুংসক নহে হেন পাপে।
দ্রৌপ। বৃহন্নলা শুনেছে এ কথা,
চল কহি সম্মুখে তাহার।
[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

(দ্রৌপদী উপস্থিত,—কীচকের প্রবেশ)

কীচ। মলিন বসনে
কে রূপসী ভ্রম উপবনে—
চন্দ্রাননে! চাহ ফিরে, কহ কথা,
ত্যজি নন্দন-কানন,
ধরা-মাঝে ভ্রম কি কারণ?

প্রফুল্ল বদন, প্রফুল্ল কমল-কায়,
চল চল লাবণ্য সলিল,
হৃদি-হ্রদে বিকসিত যুগ্ম শতদল
যৌবন উজান বহে,
প্রাণ দহে মদনের শরে!
বিম্বাধরে ক্ষরে সুধা,
প্রাণ রাখ' সুধাদানে বিনোদিনী!
রাজ সেনাপতি, রাজার শ্যালক,
কীচক আমার নাম।

দ্রৌপ। মহাশয়, আছি তব ভগ্নীর আশ্রয়ে—
আশ্রিতা—দুহিতা সম।
আসিয়াছি কুসুম-চয়নে—রাজমহিষীর হেতু।

কীচ। নাহি জান মোরে চন্দ্রাননে,
মম ভুজবলে প্রবল বিরাট রাজা।
সিংহাসনে তোমারে বসাব,
চরণ সেবিব, শঙ্কা ত্যজ সুবদনি,
অতুল বৈভবে সুখে রবে কৃশোদরি।
বিধি নাহি সৃজিয়াছে তোরে
করিতে পরের সেবা ;
হৃদয়ের রাণি, এস হৃদে হৃদি-বিলাসিনি!

দ্রৌপ। হায় বিধি, এত লিখেছিলে ভালে!
কেশরী-কামিনী—
কুলাঙ্গার কহে হেন বাণী!

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। কোথা যাও, ধরি পায়—বাঁচাও আমায়।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদে। কহ ভ্রাতা, কি এ ভাব তব?

কীচ। শুন ভগ্নি, প্রাণ যায়—
লাজে কিবা করে মোর ;
কেবা কুহকিনী লুকায়ে রেখেছ ঘরে?
কুসুমের তরে এসেছিল উপবনে,
কামশরে হৃদয় বিদরে,
প্রাণ দিব তারে না পাইলে,—
কোন' ছলে পাঠাইয়ে দেহ তারে!

সুদে। এ কি ভ্রাতা আচার তোমার?
পতিব্রতা—কুলটা সে নয়,
আছে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
সৈরিন্ধ্রী সুশীলা অতি,
অন্য পুরুষেরে কভু নাহি হেরে বালা।
দশ মাস আছে মোর ঘরে,
অনাচার কখন দেখি নি।

কীচ। কি বুঝিবে কুলটার আচরণ?
চ'লে গেল খরশর হানি বুকে,
চ'লে গেল নিতম্ব দুলায়ে।
জানে দুষ্টা—পীড়িয়াছে মোরে মদনের শরে।
বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ,
বুঝিয়াছি আচরণে ;
যা চায় তা দিব, প্রাণ বিকাইব,
কহ তারে, চিরদিন বাঁধা রব।
নাহি ভাব ভগিনী আমার,
জানি ভাল দুষ্টার আচার,—
মন প্রাণ যার পানে ধায়,
তারে কভু ফিরিয়ে না চায়,
কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি—
উন্মাদ-করিতে তারে!
প্রাণ যায় কহিনু তোমায়,
না মিলে তাহায় হইবে সোদরঘাতী।

সুদে। ত্যজ ভ্রাতা, কুৎসিত লালসা তব,
আশ্রিত যে জন—
কুৎসিত বচন কেমনে তাহারে কব?
হেন রীতি তোমারে না সাজে,
সমাজে ঘৃণিত হবে।
বিশেষতঃ শুনেছি কাহিনী—
আছে পঞ্চস্বামী তার,
যে তাহারে কুনয়নে হেরে,
তখনি তাহার নাশ।
পরদারে পরমায়ু-ক্ষয়,
বংশহ্রাস, শাস্ত্রে হেন কয় ;
হীন-সহবাসে কি হেতু প্রয়াস তব?

কীচ। পঞ্চ স্বামী?
বেশ্যা-মধ্যে গণি তারে!
কি করে গন্ধর্ব্ব শত মোর?
কুস্থান হইতে কাঞ্চন লইতে বিধি,—
নারী—রত্ন! হীন কিবা?
শুন ভগ্নি, যদি চাহ ভ্রাতার কল্যাণ,
দেহ তারে,—
নহে দেহ ত্যজিব নিশ্চয়
কালকূট পানে কহি।

সুদে। শুন ভ্রাতা বচন আমার।

কীচ। জরজর উন্মত্ত অন্তর!
লজ্জা ত্যজি কহি বারবার,
বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর,
কর' ভগ্নি, যেবা লয় মনে তব।

সুদে। যাও গৃহে, উপায় করিব।
কীচ। সত্য কহি—
প্রাণ দিব মিথ্যা যদি কহ।
সুদে। যাও গৃহে, মিথ্যা নহে বাণী।

[কীচকের প্রস্থান।

অনাথিনী সৈরিন্ধ্রীরে দিয়েছি আশ্রয়—
কিন্তু ভ্রাতৃ-বধ হয়,
উপায় করিব কিবা?
পঞ্চস্বামী—এ কোন্ বিধান?
সত্য কি গন্ধর্ব্ব স্বামী?
ভাণ মাত্র,
হীন কার্য্য না করিবে।
গন্ধর্ব্ব-বনিতা—পরবাসে পরান্ন-পালিতা!—
কে সতী অসতী, পুরুষে কটাক্ষে চেনে।
সেনাপতি বিরলে পাইল—কটাক্ষ হানিল,
নহে কেন কীচক মাতিবে?
রমণী না ইঙ্গিত করিলে,
সাহসে কি পুরুষে বদন তোলে?
পাঁচ পতি ছয়ে কিবা ভয়!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। হে রাজমহিষি,
ধরি দেবি চরণে তোমার—
কিঙ্করী—দুহিতা সম,
দাসী আমি—মাতা জ্ঞান করি তোমা,
কুকথা কহিল ভ্রাতা তব।
সুদে। শুন লো সৈরিন্ধ্রি,
পশ্চাৎ শুনিব কথা;
পিপাসায় মরম-পীড়িতা,
আন সুধা ভ্রাতৃ-গৃহ হ'তে।
দ্রৌপ। ক্ষমা কর রাজরাণি,
হেন বাণী না কহ আমারে।
সুদে। পরভোজী, পরান্ন-পালিতা—
এত অহঙ্কার তোর?
'হেথা নাহি যাব' হেন কথা নাহি ব ,
কিঙ্করী—রহিবি আজ্ঞাকারী,
কার্য্যাকার্য্য বিচার কি তোর?
পঞ্চস্বামী, পুরুষে না হেরে কভু!
দ্রৌপ। শুন রাণি, করি যোড়পাণি,
দুরক্ষর বাণী কহিল তোমার ভ্রাতা।
কহি হিত কথা, গন্ধর্ব্ব-বনিতা—
ভ্রাতার অনিষ্ট হবে,
সবংশে মজিবে, গন্ধর্ব্বে করিলে রোষ।
ক্ষম দোষ, অসন্তোষ না হও মহিষি,
নিবার গো সহোদরে,
নহে গন্ধর্ব্ব কুপিলে অনিষ্ট হইবে বড়।
সুদে। যদ্যপি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর—
এ পুরে নাহিক আর স্থান;
চাহ যদি আশ্রয় আমার,
যাও ত্বরা সুধা-পাত্র ল'য়ে—
তৃষ্ণায় কাতরা আমি;
নহে গতি চিন্ত আপনার—
কিঙ্করী—ঈশ্বরী নহ তুমি।

[সুদেষ্ণার প্রস্থান।

দ্রৌপ। হে লোক-পালক—
দিবাকর আলোক-আকর!
নিত্য-জ্যোতি অনন্ত-নয়ন!
হে জবা-সঙ্কাশ রবি!
রুচিরাগ্নি, স্ফুলিঙ্গ-রুচির বহ্নি—
পবিত্র মিহির!
পতিতপাবন পূর্ণকায়!
কৃপায় নেহার অবলায়—
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মের জনক!
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু যাচে বালা—
বিহ্বলা আশ্রয়-হীনা,
দীনে দিননাথ, শ্রীচরণে দেহ স্থান!
ভগবান্,
ঘটিবে যা আছে তব মনে।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

সরোবর।

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করীগণ।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

কিরণ-অঙ্গিনী কিরণ-সঙ্গিনী,
খেল কিরণে মিলায়ে কিরণ-কায়,
মধু-মারুত ধায়,
মধু-কিরণে মিলায়ে যায়।

কিরণ-বালী, কিরণ-হাসি,
কিরণরাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে,—
কমলে কিরণে নাচ লো আর।
কমল-কামিনী-না পশে ফণিনী,
দিনমণি-মানা তার,
রবির কিঙ্করী, রাখি সতী-নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
স্থল-কমলিনী দেখ লো যায়।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। চ'লে যাই যথা দু'নয়ন,
পাপিষ্ঠ ক—বে কুবচন;
কিন্তু নাহি মম স্বামী-অনুমতি—
যুবতী, যাইব কোথা?

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

ধর্ম্মে হেলা কভু ক'র না বালা,
রাখ ধর্ম্মে মতি সতী ঘুচিবে জ্বালা।
দুখ ধর্ম্ম জানে, দুখ ধর্ম্ম শুনে,
করি মানা লো, ক'র না ধর্ম্মে হেলা—
খেলা নারী-আঁখি নাহি দেখিতে পায়।

দ্রৌপ। হায় পতিগণে ভুবন-বিজয়ী,
ছি! ছি! এ কি—
পাঞ্চাল-নন্দিনী পাণ্ডব-গৃহিণী
সৈরিন্ধ্রী, সুদেষ্ণা-দাসী!
দুঃশাসন ধরিল কুন্তলে,
দুর্য্যোধন উরু দেখাইয়া বলে,
সূতপুত্র কীচক কুভাষে মোরে,
পরের কিঙ্করী, পুনঃ প্রাণ ধরি,
যাব সেই পাপিষ্ঠের গৃহে!
নিদয় বিধাতা,
ধর্ম্মরাজ বিরাটের সভাসদ!—
যার পদ ত্রিলোক সেবিল
হায়, রাজা রাজ্যেশ্বর,
পরান্নে পালিত আজি!
সূপকার বীর বৃকোদর!
সুরাসুর ডরে যার ভুজবল,
পররৃত্তি তাহার আশ্রয়!
যার রথের ঘর্ঘরে ত্রিপুর ডরে,
সাগর বধির—গাণ্ডীব-নির্ঘোষে যার—
নারী-বেশে খেলে কন্যা লয়ে!
নকুলের বাণে সুমেরু না ধরে টান—
কশা করে ফিরে অশ্ব-পাশে!
দিগ্বিজয়ে লক্ষ রাজা জয়ী—
গোপাল গো-যষ্টি করে!
রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

চল চল লো চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী;
কিরণ-আকর সকলি নেহারে,
প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে;
সতী-পীড়নে যে জন ধায়।

[কিরণ-কিঙ্করীগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

কীচক।

কীচ। এখন' সুদেষ্ণা নাহি প্রেরিল তাহারে।
আহা, কিবা বিম্বাধর অলস বিভোর—
সুধাপানে মুগ্ধ হ'য়ে নয়নে চাহিয়ে,
এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধিব বাহু।
ওই মৃদু পদ-সঞ্চালন—
ছার ভৃত্যগণ!
সুদেষ্ণার মুখে ছাই;
কা'র কণ্ঠস্বর —
ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি—
কালি সব করিব নিধন।
নয়নে অনল সুধা—
জ্বলে, পরাণ জুড়ায়।
নিবিড় নিতম্ব ঢাকা কেশ-আচ্ছাদনে—
যমুনা উজান বিনা বায়ে দোলে যেন!
হৃদিহ্রদে যুগল কমল
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে!

কি-কি। (নেপথ্যে গীত)

চল চল লো, চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী,
(—ইত্যাদি।)

কীচ। ঝিম্ ঝিম্ শব্দ চারিদিকে।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। সুধা হেতু আসিয়াছি মহাশয়।
কীচ। সুধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে!
দ্রৌপ। দুরাচার, সংহারের করেছ উপায়।
কীচ। গৃহ মম, নহে উপবন,
কোথা পলাইবে কিঙ্করে ঠেলিয়ে পায়?
প্রাণ যায়,
নরহত্যা-দায় পড়িবি লো কৃশোদরি!
দ্রৌপ। রে পামর!
অনলে না কর করার্পণ,
শমনে না দেহ কোল।
কীচ। কি বল—কি বল,
পায়ে ধরি, রাখ প্রাণ।
দ্রৌপ। দুরাচার, অচিরে পাইবি প্রতিফল।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। কি—
সামান্যা বনিতা, অবহেলা কর মোরে!
অভিলাষ—রাজারে ভজিবে?
পদাঘাতে বধিব-জীবন।
[কীচকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

উপবনস্থিত পথ।

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করীগণ।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

কিরণ-কিঙ্করী সাজ ত্বরা ত্বরি,
বন-নলিনী-দলনে বারণ ধায়,
পশি শিরে শিরে, চল উঠি ধীরে,
মাথে শতদল উঠে নাচি চল;
কিরণ-কিঙ্করী ধর জ্যোতি,
নিভে যাবে ক্ষীণ জ্ঞান-বাতী,
যেন আতঙ্কে মাতঙ্গ পড়ে ধূলায়।

(দ্রৌপদী ও কীচকের প্রবেশ)

দ্রৌপ। রক্ষা কর—রক্ষা কর,
মরি বুঝি বর্ব্বরের হাতে।
কীচ। বার-বিলাসিনি,
কোথা পাবি পরিত্রাণ কীচকের হাতে,
সামান্যা বনিতা কর ভূপতির সাধ?
দ্রৌপ। অনাথিনী—রক্ষা কর কেহ,
বধিবে পাষণ্ড মোরে।
[দ্রৌপদী ও কীচকের প্রস্থান।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

স্মর দিননাথে, আছি সাথে সাথে,
করী পাড়িব কদলী যেমতি বায়।
করী তেজে চলে,
তেজ-বলে;
তেজ হরিব রাখিব বালা তোমায়।
দিনকর হের কৃপায় চায়;
শুন বায়সে কাকা রবে,
পাপী পড়িবে পুলকে গায় সবে,
রবি-করে নাবে রবি-সুত—
মদে অভিভূত,
সতী ছুঁতে মানা, মাতঙ্গ মানে না,
নর-নয়নে অতীত,শমন ব্যথিত,
আসে বদন মেলিয়ে গ্রাসিতে তায়।
কিরণ-কিঙ্করী চল ত্বরা-ত্বরি,
অনাথিনী চলে রাজসভায়।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজসভা।

বিরাট, যুধিষ্ঠির ও সভাসদগণ।

(দ্রৌপদী ও পশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ)

দ্রৌপ। রক্ষা কর মহারাজ!
অবলারে দেহ প্রাণদান।
কীচ। আরে বারনারী,
দেখি হেথা কে রাখে তোমায়
(পদাঘাতকরণ ও কীচকের মূর্চ্ছা।)

ভীম। ওহো!
বিরা। দেখ দেখ, সেনাপতি—
অকস্মাৎ কেন হেন দশা!
দ্রৌপ। কেশে ধ'রে প্রহারিল পায়—
হে ভূপতি,
সভামাঝে করিল দুর্গতি!
বিরা। স্থির তুমি হও গো সম্প্রতি।
কীচ। শিরায় শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়—
ওহো, কুরে খায় মস্তিষ্ক আমার!
বিরা। উঠ উঠ সেনাপতি,
ভুঞ্জি ক্ষিতি তব বাহুবলে;
কে তুমি, কি করেছ ইহার?
দ্রৌপ। ধর্ম্মাসনে বসিয়াছ—
ধর্ম্ম-অবতার নরনাথ!
বিরা। রাখ আড়ম্বর,
দণ্ড পাবে কীচক মরিলে।
দ্রৌপ। দীনবন্ধু, কোথা তুমি এ সময়—
অবলায় দেখ একবার;
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব আমার,
সূতপুত্র বাঞ্ছে তব নারী।
ভীম। হোঃ—ওঃ!
যুধি। নিজ কার্য্যে যাও হে বল্লভ।
[ভীমের প্রস্থান।
কীচ। হইলাম ভূতগ্রস্ত সম।
দ্রৌপ। হে মাধব, এ হেন দুর্গতি—
প্রাণ কেন রাখি!
সূর্য্যদেব, সাক্ষী তুমি—
অন্তরের জ্বালা জানাইব কারে আর!
অনাথিনী বালা,
তারে হেন জ্বালা দিলে ওহে দিননাথ!
এই কি হে ছিল তব মনে?
জগৎ-জনক,
অনল নিভিল আজ প্রবল অনলে!
দিন দিন না সহিব অপমান,
প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
কীচ। দুষ্টা, বারবিলাসিনি!
যুধি। মহাশয়, অনুচিত কহিতে উচিত নয়—
দুষ্টা নহে সৈরিন্ধ্রী কখন;
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব উহার,
যুধিষ্ঠির-সভায় প্রচার-কথা;
ছিল দ্রৌপদীর সহচরী;
দুষ্টা নারী এ নহে কখন।

দ্রৌপ। বহ শোণিত-প্রবাহ, বহ হৃদয়ে আমার,
ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত-ধারা,
ধরা-বলের অধীনা,
ধর্ম্ম, দুষ্টে ডরে,
সুবিচার রাজা নাহি করে!
বিরা। একপক্ষ শুনি কভু না হয় বিচার।
যুধি। সৈরিন্ধ্রি, জানিহ স্থির,
ধর্ম্ম কভু কারে নাহি ডরে,
কালে ধর্ম্মফল ফলে;
কাল পূর্ণ বিনা
অত্যাচার না পায় চরম সীমা;
অজ্ঞাতে গন্ধর্ব্ব-স্বামী নেহারে তোমায়,
গ্রহকোপে প্রকাশ না পায়;
যাবে দিন, কুদিন না রবে,
শান্ত হও, গৃহে যাও বালা,
কালোচিত কর আচরণ,
রাজা—ধার্ম্মিক সুজন, অহেতু না নিন্দ তাঁরে।
দ্রৌপ। সুজনের বাক্য নাহি ঠেলি।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান।
বিরা। কে এ নারী?
১ম সভা। মহিষীর সহচরী।
বিরা। বীরবর, আজিকার নহে কথা,
শরীর অসুস্থ তব;
কিঙ্করীরে পদাঘাতে কিবা কাজ?
কীচ। মহারাজ বুঝিয়াছি অভিপ্রায়,
উপদেশ লব—
হেন কর্ম্ম পুনঃ না করিব।
কহ কঙ্ক, পঞ্চস্বামী এর বর্ত্তমান—
কৃষ্ণ সখা আছে কি ইহার?
যুধি। কৃষ্ণ সখা অনাথার চিরদিন।
কীচ। শিখায় মাখন চুরি?
বিরা। বীরবর,
অকারণ কৃষ্ণ-নিন্দা কিবা প্রয়োজন,
চল, সভা ভঙ্গ হোক আজ।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

নাট্যশালা।
উত্তরা ও অর্জ্জুন।

উত্ত। কহ বৃহন্নলা, শুনি তব দুঃখ-কথা।
আহা!—

কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি,—
আছে কি গো সহোদর-সহোদরা?
অর্জ্জু। বৎসে, তব সঙ্গীতে আলস্য বড়।
উত্ত। তিরস্কার নাহি কর বৃহন্নলা,
অভ্যাস করেছি গান,
শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমারে হেরি,—
যেন তব কন্যা সনে খেলি,
প্রীতিভরে হের দাঁড়াইয়া দূরে।
অর্জ্জু। বৎসে, তুমি দুহিতা আমার।
উত্ত। কি কহিব, স্বপ্ন-সুতা তব
গায় কিবা সুললিত,
বিমোহিত শুনিতে শুনিতে,—
ছায়া আসি আবরিল,
ভয়ে ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন।
অর্জ্জু। বৎসে, তুমি মম সুতা,
আপন সঙ্গীতে শুনেছ মধুর ধ্বনি;
শুনাও নূতন তান—
পূর্ণ গীত বাৎসল্য-রসেতে!
উত্ত। কব কথা বৃহন্নলা, গীত না গাইব,
পশ্চাৎ শুনাব গান,
অভ্যাস করেছি কত;
ভাল বৃহন্নলা, আর কি দেখেছ,—
দেখেছ কি খাণ্ডব-দাহন?
কত বড় আছিল সে বন?
অর্জ্জু। বিশাল কানন,
মনোরম উপবন সম।
উত্ত। না—না, কহ তব বন-ভ্রমণের কথা।
অর্জ্জু। পাবে ব্যথা কুমারী আমার,
শুনিলে সে দুঃখ-কথা;
কমল-কলিকা সম
কোমল হৃদয়-কলি তোর,—
মম দুঃখ-কথা ভীষণ বারতা,—
বারিবে বিকাশ তার।
শুন মা আমার,
পাঠে মন করহ নিবেশ।
উত্ত। সৈরিন্ধ্রী দুঃখিনী,
চাই শুনিবারে মন-দুঃখ তার,—
সেও নাহি বলে কথা।
অর্জ্জু। পর-দুঃখে দুঃখিনী জননী তুমি,
সৈরিন্ধ্রী দুঃখিনী,
কেমনে করিলে অনুমান?
উত্ত। আহা, মলিনচীর মাত্র আবরণ,
বাত্যা জল না মানে তপন,—
শয়ন ধরণীতলে;
সুধাইলে কথা,
ছল ছল পদ্মপত্র-জল,
রুদ্ধ ভাষ, শ্বাসহীনা রহে স্থির!
সৈরিন্ধ্রী কখন' কাঁদে কি তোমার কাছে?
ঘরে যবে অভিমানে কাঁদি—
আসি ত্বরা নাট্যশালে,
কাঁদি তব অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ।
অর্জ্জুন। বালিকা—বালিকা,
কেন কর অভিমান?
উত্ত। নাট্যশালে, নাহি করি অভিমান
কভু তান শিখিতে নারিলে,
আঁখি করে ছল ছল,
গৃহে নাহি জানি কেন করি অভিমান।
অর্জ্জু। বৎসে, হলো তব শয়ন-সময়—
শুনাইয়ে গান যাও জননীর কাছে।
উত্ত। সাথে গাও, নহে যাব ভুলে।
অর্জ্জু। নাহি শঙ্কা, গাও ধীরে ধীরে,
ব'লে দিব নাহি যদি হয়;
গুরু আমি—কন্যা তুমি মম,
কেন মোরে কর ভয়?
উত্ত। না হইত ভয়,
শিখাইত যদি তব স্বপন-দুহিতা!
অর্জ্জু। যাও গৃহে রজনী বাড়িল।
উত্ত। বৃহন্নলা, একলা রহিবে?
অর্জ্জু। যাও গৃহে, যাইব শয়নে।
[উত্তরার প্রস্থান।
নিরমলা কমল-কলিকা!
বার বার দ্রৌপদীর অপমান
সম্মুখে আমার!
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশে,—
ভগবান্! কি অধিক আর?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল প্রজ্জ্বলিত তত
করিব সমর স্থলে,
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জ্বলিল!
দেখিব—দেখিব অক্ষয় তূণীরদ্বয়
কত শর করিবে প্রসব:
সব্যসাচি করে মোর,
বুঝিব—বুঝিব গাণ্ডীবের কত বল।

ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুসূদন—
সখার মিনতি শুন হে পাণ্ডব-সখা।
দীননাথ! কবে হবে দিন—
বীর-অভিমানী কর্ণেরে সমরে পাব
ওহো, ক্লীবত্ব আমার!
অরির শোণিতে জ্বালা কি নিভিবে কভু?
হে মাধব—রাধিকাবল্লভ,
দুর্ল্লভ পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রন্ধনশালা।

ভীম।

ভীম। কোথা তৃপ্তি—কীচকের একমাত্র প্রাণ!
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ!
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে।
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—
বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর!
দুর্য্যোধন, হুতাশন হুতাশন জ্বলে,
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর,
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ!
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
শোভিত নয়ন,
ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত;
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব;
ফাটে প্রাণ, যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসনে!
নপুংসক—গাণ্ডীবী ফাল্গুনি!
হায়, প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল যাহারে হেরি—
পরাশ্রিত অশ্বরক্ষ্ণ করে!
দেবাকার দেব-বীর্য্য সহদেব -
ত্যজি দিগ্বিজয়ী ধনু,
ধেনুপাল লয়ে ফেরে!
লক্ষ রাজা জিনি
আনিলাম লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ঘরে
চুলে ধ'রে কীচক প্রহারে পায়।
দেখিলাম বল্লভ ব্রাহ্মণ!
কুক্ষণে—কুক্ষণে
আরে দুঃশাসন, আরে দুর্য্যোধন,
আরে নরাধম সূত-সুত
বিরাট-শ্যালক,
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি!
কত দিন—কত দিন আর
কণ্টক-শয্যায় শোব?

(ভীমের শয়ন)

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তার—
ধিক্ দয়া;—
ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমা
এ মন-বেদনা,
তপাচারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে,
ভীম বিনা কারে জানাইব ব্যথা?
তিন দিন যদি ব'য়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান্, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাসরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন।
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে—
উঠ উঠ সুপকার!
ভীম। কহ সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান?
এ কি,—যাজ্ঞসেনী!
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে।
দ্রৌপ। কুলটায়—
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ,
সূত-পুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান।
ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, হুতাশনে ঘৃত নাহি ঢাল,
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি ধরি দেহ।
দ্রৌপ। মরিবে—মরণে প্রস্তুত আমি।

অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক্ অবসান—
অপমান গোপনে রহিবে ;
মুক্ত-ভাবে কহি,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রহুক কুশলে।
ভীম। কৃষ্ণা, অল্পদিন—রাজার নিষেধ !
দ্রৌপ। ধর্ম্ম হেতু রাজ্য বিসর্জ্জন।
সেই ধর্ম্মে শরীর অর্পণ—
নিষ্ঠাচার রাজার হইবে অভিমত।
ভীম। দ্রুপদ-নন্দিনি,
নৃপতির নিন্দা নাহি কর ;
আছে অল্পদিন,
পুনঃ
দেব-নাগ-নরে দেখিবে তোমারে—
রাজ-চক্রবর্ত্তী-বামে ;
শুন যাজ্ঞসেনি, কহি সত্য বাণী,
যেই দিন হইব প্রকাশ,
কীচকেরে সবংশে মারিব,—
শিরায় শিরায় উষ্ণ স্রোত ধায়,
হের কাঁপে কলেবর দেখি,—
কি করিব, রাজার নিষেধ ;
নহে মৎস্যরাজ্যে চিহ্ন না রহিত।
জ্বলি যে জ্বালায় কি কব তোমারে আর।
দ্রৌপ। জানিতাম সহিবারে নারীর সৃজন—
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি,
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
ভার্য্যা ত্যজি রাজ্য যদি হয়,
অজ্ঞাত সময়, বনিতার বলাৎকার !
ভার্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে !
ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ !
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা,
কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ।
ভীম। শুন রাজরাণি, দিন নাহি রবে,
নিজ হাতে বেঁধে দিব বেণী তোর ;
দুর্য্যোধন-শোণিত সহিত,
গদা দেখাইব আনি,
মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে ;
সূত-পুত্র কীচকেরে
তিল তিল করি দেহ তার,
মিশাইব ধূলি সনে, উড়িবে গগনে
আত্মীয়ে না পাবে তনু সৎকারের হেতু!
অনেক সয়েছ—ধৈর্য্য ধর চাহি মো সবারে,—
ফাটে বুক, কি করি সুন্দরি !

দ্রৌপ। সহিয়াছি—
রমণীর সহিতে উচিত যাহা,—
পরবাসে আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে ;
আমা হেতু কভু নাহি ভাবি দুঃখ,
স্বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী,—
পরগৃহ-নিবাসিনী পতি সনে
অপমান সভাতলে !
অপমান জয়দ্রথ-ছলে,—
তিল না গণিনু,
আঁখি-বারি অঞ্চলে মুছিনু
চলিলাম সিংহিনী সমান—
মৃগরাজ পাছে পাছে !
কিন্তু ভেকে কভু স্পর্শেনি করিণী,
গোপরাজ্যে রাজা,—
শ্যালক তাহার করে মোর অপমান !
শুন শেষোত্তর বৃকোদর,
সতী নারে অধিক সহিতে ;
শত পদাঘাত নাহি গণি—
প্রেম-বাণী কবে পুনঃ হাসি হাসি—
পাণ্ডব প্রেয়সী না রাখিব ছার প্রাণ।
হাসি হাসি বিরাটের দাসী
কবে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব বনিতা—
রাজসুতা— হেন অপমান কেন সব ?
ভীম। হা পাঞ্চালি, হেন দশা হইল তোমার !
পুনঃ যাব বনে,—
পাপাচারে বিনাশিব,
না—না, ধর্ম্মরাজে না লঙ্ঘিব,—
কি করিব রাজার নিষেধ।
দ্রৌপ। জনে জনে না লব বিদায়,
নিশা গতপ্রায়,
চরণে মেলানি মাগি,
জানা'য়ো রাজারে—
জানাইয়ো—জানাইয়ো স্বামীগণে,
সবার চরণে নমস্কার করে দাসী।
ভীম। শান্ত হও কৃষ্ণা গুণবতি,
যে হয় সে হয় কীচকে মারিব আমি ;
কিন্তু হইলে প্রকাশ, রাজা যাবে বনবাসে,
আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তারে ?
কিন্তু রাজ-মানা।
দ্রৌপ। ভাব কেন যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু ;
সভা-মাঝে হইত প্রকাশ—
বলবান্ কীচক বিনাশ

সামান্যে না হয় কভু ;
পার যদি গোপনে মারিতে,
কবে লোকে, গন্ধর্ব্বে বধেছে তারে।
ভীম। কিন্তু কিরূপে গোপনে বধি ?
দ্রৌপ। নিশা বিনা নাহিক সময়।
ভীম। কালি কি আসিবে তব আশে ?
দ্রৌপ। হা দগ্ধ হৃদয় !
পূর্ব্ব-অপমান নাহি গণি,
ডরি—
ভীম। পার তারে ল'য়ে যেতে শূন্য কোন স্থানে ?
দ্রৌপ। শূন্য স্থান—নাট্যশালা যামিনীতে।
ভীম। সুচরিত্রে, নাট্যশালা বধ্য-ভূমি তার ;
ছলে কি কৌশলে,
কোন মতে পার কি আনিতে কদাচারে ?
শুন সতি,
ইঙ্গিতে ভুলায়ে
নিশাকালে আন নাট্যশালে,
সেইমত
ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে।
দ্রৌপ। ভাল,
নৃত্য-গৃহে আনিতে আমার ভার।
ভীম। নিজ কর্ম্মে যাও সতি ;
প্রভাত নিকট,
যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর,
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মূর্চ্ছা যাবে লোকে ;
স্ফীত শিরা ললাটে হেরিবে,
উগ্রমূর্ত্তি ক্ষুদ্র মৎস্যদেশে কে সহিবে !
নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে যামিনীর ঝিল্লিরবে
মিশাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি,
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইবে তার,
না করিব রুধির পতন,
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,—
ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর প্রাণ।

[ভীমের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

কীচক।

কীচ। প্রভাত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জ্বলে—দেহ জ্বলে,
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়,
অগ্নি-শিখা করে, নিশির শিশিরে
শীতল না হয় জ্ঞান ;
উষ্ণ-শ্বাস বন্ধ নাহি বহে
ভুলাতে নারিনু
বলে তারে করিব গ্রহণ ;
নহে এ অনল না হবে শীতল,
নহে উষ্ণ আঁখি নিদ্রা কভু না জানিবে ;
শয্যা শূল সম,
জাগিয়ে যাপিনু রাতি—
এ গরল-বাতি আগে নিভাইব—
পরে পদাঘাতে করি দূর—
দিব অবজ্ঞার প্রতিফল।
মাদক-সেবায়
এ অনল করিব প্রবল,
যাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বলা ;
পুষ্প হেতু নিত্য সেই আসে উপবনে
ওই দাঁড়াইল, সরস চাহিল যেন,—
অঙ্গ-আবরণে বড় আড়ম্বর আজি,—
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায় !
বুঝিয়াছে, বুঝেছে আমায়,
ক্ষমতা বুঝেছে মম ;
পুষ্পাধার করে আসে ধীর ধীরে,—
দেখে নাই মোরে যেন ;
সম্ভাষিব প্রতীক্ষা করিছে,
বুঝি বল না হইবে প্রয়োজন,
বলে মধু হয় অপচয় ;
ধীরে যায়, চাহে ফিরে ফিরে,
ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ।
ভাল, ভাঙ্গি এ কৃত্রিম মান।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

কহ, রাজসভা দেখিলে কেমন ?
মৌন কেন, দেহ না উত্তর ?

দ্রৌপ। কি দিব উত্তর?
কীচ। রাজারে কি মনে ধরে তোর?
দ্রৌপ। কেশ-বেদনায়, চরণের ঘায়,
রাজসভা পলে পলে হেরি।
কীচ। ক্ষুদ্রমতি কিঙ্করী কি জানিবি আমায়,
ত্রিভুবনে কীচকের নাহি ভয়।
দ্রৌপ। পদাঘাত তরে পুন কি দাঁড়ায়ে আছ?
আসি পুষ্পপাত্র রাখি,
যত সাধ করিও প্রহার।
কীচ। রোষ হ'লে হই হতজ্ঞান,
উচ্চ কেহ আমা হ'তে
এ কথা শুনিলে স্থির না রহিতে পারি,
করেছিস্ রাজার প্রয়াস,
দেখাইনু রাজা কেবা আমা হ'তে!
রাজকার্য্যে বিলাসের না হয় সময়,
সেই হেতু নাহি বৈসি সিংহাসনে;
আছিস্ এ পুরে,
ক্রমে পারিবি জানিতে
কেবা আমি, ইন্দ্র কেবা মম তুলনায়!
দ্রৌপ। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছিনু যেন
মৎস্যরাজ দেছে কর যুধিষ্ঠিরে।
কীচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কর নয় কর নয়;
তবে কহি শুন,—
যাই যুদ্ধ হেতু, হেরি রণবেশ মোর
মুগ্ধ হ'য়ে সুন্দরী অনেক
ল'য়ে গেল গৃহে তার;
আর
সখ্যতা আছিল মম কুরুকুল সনে,
আসিয়াছে লোভে, কিঞ্চিৎ দিলাম ধন।
সখ্যতা কারণে,
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু যাইতে হইল,
বসাইল যুধিষ্ঠির দক্ষিণ আসনে।
মম কার্য্য ওই মত,
যারে বাড়াইব,
স্থান দিব আমার উপরে;
কিন্তু কোপে পড়িলে আমার,
নিস্তার কাহার' নাহি আর।
দ্রৌপ। ঠেকিয়া জেনেছি তাহা।
কীচ। হা হা! ও কথায় মনে নাহি দেহ স্থান।
কিন্তু আপনার যে করিল মোরে
তার—কি কহিব আর!
দ্রৌপ। হের ভয়, কথা কহ, পাছে কেহ দেখে?
কীচ। ভয় কিবা—
রাজরাণী, ত্রিভুবনে ভয় তোমা কারে,
কীচক রয়েছে তোর পাশে।
দ্রৌপ। ডরি পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীরে,
সন্দেহে বধিবে প্রাণ।
কীচ। কোটি গন্ধর্ব্বেরে কিবা ডর—
বাহুদ্বয় রক্ষক রূপসি,
হাস পুনঃ 'হাস' এ ঈষৎ হাসি।
দ্রৌপ। না না,
প্রণয়ের ভাষে না সম্ভাষ মোরে তুমি!
কীচ। শশিকলা,
শিখেছ বিস্তর ছলা।
দ্রৌপ। কেন মজাইবে মোরে?
কীচ। ভাল ভাল, মজাইয়া কহ ভাল কথা।
দ্রৌপ। যাও চলে,
নহে চলে যাই পুষ্পপাত্র ফেলি,
সতী আমি, রয়েছে গন্ধর্ব্ব স্বামী
লোকে জানে চিরদিন।
মরিব তখনি,
কলঙ্কিনী যদি কহে কেহ।
কীচ। নিশা সরসে কুসুমকুলে
সুধার নীহারে,
প্রণয়ীর প্রাণ
বিকাশে আঁধার বরিষণে!
দ্রৌপ। আহা কি সুন্দর কবিত্ব তোমার!
বাড়ে বেলা, পুরবাসী আসিবে এ স্থানে।
কীচ। সত্য
পুরবাসী-মেঘে
হৃদাকাশ আবরিবে ত্বরা।
দ্রৌপ। কালি গিয়েছে প্রহার,
আজি বুঝি দিন কবিতার?
কীচ। শুন কৃশোদরি,
আঁধারে বিহার না হবে প্রচার,
কেন ভাব এলোকেশী?
দ্রৌপ। নৃত্যশালা শূন্য রহে নিশি-আগমনে,
যত কথা তব শুনিব সে স্থানে।
কিন্তু যাব তোমারে প্রত্যয় করি
সতী আমি রেখ মনে।
কীচ। শুন—যাইব কেমনে,
রুদ্ধ নাহি রহে দ্বার?
দ্রৌপ। সে ভার আমার।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচ। চন্দ্রাননে, ভাণ কীচকের সনে ?
যবে গালি, জেনেছি তখনি।
রসে ডগমগ,
বহুদিন না ফুরাবে মধু !
বায়স কঠোর অতি ;
তবু না স্পর্শিনু,
অধীর ফাটিছে প্রাণ।
পরশনে হইতাম জ্ঞানহীন পুনঃ,
মুখ-সুধাপানে সবল হইব,
তবে পরশিব,
নহে ত্রাণে তার অগ্নির উত্তাপ !
[কীচকের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—*—

শয়ন-কক্ষ।

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। দিবাকর, পল বহে যুগ সম !
দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেণী,
হের আভরণ,
দ্রৌপদীর অপমান জীবিত থাকিতে !
তেজোময় রবি, উজ্জ্বল কিরণে
হের হে অন্তর মম,
হের, কি ধৈর্য্য-বন্ধনে উগ্রপ্রাণ রাখি স্থির,
হে মিহির, কত দিনে পাব পরিত্রাণ ?

(উত্তরার প্রবেশ)

কি উত্তরা, কেন কাঁদ মা আমার ?
উত্ত। সৈরিন্ধ্রীরে মাতুল মেরেছে পায়।
অর্জ্জু। হও চিরজীবী,
পর-দুঃখে দুঃখিনী জননী মম ,
আরে রে উত্তরা, আরে রে বালিকা মোর,
তুমি অভাগার নয়নের নিধি !
উত্ত। নাহি আর বল বৃহন্নলা,
কান্না আসে মোর ;
কহ মোরে, কোথা যাবে সৈরিন্ধ্রী পলায়ে,
যবে পুনঃ মাতুল মারিবে পায় ?
বৃহন্নলা, শুনিবে না মাতুল তোমার মানা ?
তুমি বুঝাইলে শান্ত তার হবে ক্রোধ,
সৈরিন্ধ্রীরে কব কি আসিতে হেথা ?

অর্জ্জু। ক্লীব আমি, মহাবীর মৎস্যের শ্যালক,
কেমনে বারিব তারে,
সৈরিন্ধ্রীরে কেমনে রাখিব ?
উত্ত। ভয় হয়, হেরিয়ে বদন তব,
দুঃখ নাহি কর বৃহন্নলা,
নাহি ত্যজ দীর্ঘশ্বাস,
সৈরিন্ধ্রীরে রাখিব লুকায়ে,
না পাবে সন্ধান তার মাতুল আমার।
অর্জ্জু। বৎসে, পাঠ তুমি নেবে কি এখন ?
উত্ত। না—না,
খেলার সময় এ তো ক'রেছ নিয়ম,
বৃহন্নলা, সৈরিন্ধ্রীরে ভালবাস
তবে কেন কভু নাহি কও কথা ?
অর্জ্জু। ভালবাসি তোমারে মা আমি।
সৈরিন্ধ্রীর সনে কি হেতু কহিব কথা ?
উত্ত। কিন্তু পাও ব্যথা সৈরিন্ধ্রীরে হেরে,
বুঝিয়াছি দেখিয়া বদন ;
সৈরিন্ধ্রীকে জান বৃহন্নলা ?
অর্জ্জু। বলিয়াছি বার বার
দ্রৌপদীর ছিল সহচরী।
উত্ত। না না, সৈরিন্ধ্রী সামান্যা নহে নারী।
অর্জ্জু। (স্বগত) আহা,
এ কমল ফুটিল এ মৎস্যদেশে !
উত্ত। শুন বৃহন্নলা,
হাস তুমি স্বপ্ন কথা শুনি,
কিন্তু কালির স্বপন হাসিবার নহে কভু।
অর্জ্জু। স্বপ্ন তব দিন দিন নব নব,
নিত্য কহি কৃষ্ণ বিনা নাহি কেহ মম,
নিত্য আসি সুধাও আমায়,
ভ্রাতা ভগ্নী জননী কি আছে কেহ ?
স্বপ্ন তোমার এ হেন অসার সুতা !
উত্ত। শুন বৃহন্নলা,
কাঁদিব এখনি না যদি স্বপন শুন।
যেন ভ্রমি উপবনে,
একে একে হেরিলাম
দেবের কুমার পঞ্চ জন,
উজ্জ্বল রতন-মণি-খচিত আসন,
পঞ্চজন বসিল তথায় ;
সৈরিন্ধ্রীর নাহি এই বেশ
দেবীর ভূষণ, দেবী যেন রূপে,
হাসি হাসি বসিল তাদের পাশে !
আসিলাম ডাকিতে তোমায়—

নাহি তুমি আর!
বেশ-ভূষা দীর্ঘ বেণী আছে প'ড়ে।
পুনঃ আইনু উপবনে,
বৃহন্নলা বলিয়া কাঁদিনু
শুনিলাম বৃহন্নলা নাই,
কাঁদিয়া লুটাই ভূমে!
পঞ্চজনে করি নমস্কার,
দাঁড়াইল দেবের কুমার,
দয়া করি তুলিল আমায় করে ধরি
কিন্তু সেই ছায়া,
স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে!
কহ বৃহন্নলা, কভু না যাইবে তুমি?

অর্জ্জু। তুমি মা আমার,
মা ছেড়ে সন্তান কভু যায়?

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদে। এ কি বৃহন্নলা,
দিবারাতি শিক্ষা নাহি প্রয়োজন,
দিন দিন শীর্ণা বালা মাকে না পাইয়া।

উত্ত। মাতা, কটু নাহি বল,
আপনি আইনু, বৃহন্নলা কি করিবে?
বৃহন্নলা, রাগিবে না তুমি?

সুদে। ভাল গুণ করিয়াছ বৃহন্নলা।

অর্জ্জু। রাজরাণি, উত্তরা জননী মোর,
মা কি রহে সন্তানে ত্যজিয়া?
বুঝ দেবি, আপনি এসেছ—
তিল নাহি হেরিয়া কুমারী।
যাও মা আমার,
এস পুনঃ পাঠের সময়।

[সুদেষ্ণা ও উত্তরার প্রস্থান।

কুললক্ষ্মী সুবচনী মা আমার,
দিব্যচক্ষু আছে কি বালার
দিন দিন স্বপ্ন সত্য তার!
ফলিবে কি এ স্বপন?
আহা, কুললক্ষ্মী মম—
মা আমার মধুরভাষিণী।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান।

কীচক।

কীচ। যদি ভালবাসে মোরে,
পাসরি পূর্ব্বের হেলা।
দিন নাহি যায়,
আজি সেই ভাব পুনঃ মম
পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায়!
মদনের হুতাশন!
বিশল্যকরণী মিলিবে যামিনীযোগে!
না না, রূপ তার না ভাবিব—
উন্মত্ত হইব!
রাঙা রাঙা চারিদিকে—
যেন রুধির উগারে!
এখন' না নিভে আলো—
হনুমান্ যামিনী আমার—
সে বাঁচাবে শক্তিশেলে।
ছার বায়স ডাকিল শিরে—
আঁচড়িল ভাবের জানকী মম।
এক চক্ষু-অন্ধ রাম-বাণে,
কীচক-রামের বাণে দু'নয়ন যাবে কালি!
এই যে আঁধার সাথে রজনী আইল।
এ কি ভূকম্পন?
না—না, সুধাপানে মস্তক টলিল;
বাড়ুক গরল, আছে স্নিগ্ধ নীর;
কথা নাহি কব, আঁধারে বসিব,
স্নিগ্ধ নীরে শীতল করিব তনু।
হুতাশন-স্রোত দেহে মোর!
যাই,
নাট্যশালা শূন্য এতক্ষণ;
বড় অভিমানী, বিলম্বে যদ্যপি রোষে?
হে সৈরিন্ধ্রি, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
বাঁধিয়াছ—বাঁধিয়াছ মোরে,
এলোকেশে আবেশ অধিক দেখি।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

—*—

নাট্যশালা।

দ্রৌপদী ও রমণীবেশী ভীম।

দ্রৌপ। স্থির হও, কেহ যদি শোনে—
শ্বাস তব ভুজঙ্গম সম।
ভীম। শুনি দ্রুপদ-নন্দিনি, মৃত্যু নারীজাতি;
দর্পণে দেখিব গিয়ে
ক্রুদ্ধ ভীম কিরূপ রমণী-বেশে!
কহ নাই রঙ্গভঙ্গ করি?
এখন' বিলম্ব কেন?
দ্রৌপ। ধর ধৈর্য্য; এক ভিক্ষা বীরবর,
আমি না পারিব প্রহারিতে পাষণ্ডের শিরে,
যেন আমা জ্ঞানে,
লয় তব তিন পদাঘাত,
একে একে শুনি আমি অন্তরালে থাকি।
বীরবর,
পূরায়েছ সকল বাসনা,
এ মিনতি কর' না অন্যথা।
ভীম। ভাল, সেইমত করিব বর্ব্বরে।
দ্রৌপ। ঐ বুঝি আসিছে বর্ব্বর,
মিনতি রাখিও মোর।
[দ্রৌপদীর প্রস্থান

(কীচকের প্রবেশ)

কীচ। কোথা বিশল্যকরণি,
দেখা দাও, খুঁজিয়া না পাই।
(ভীমের পদধ্বনিকরণ)
নাহি আভরণ, কেন পদধ্বনি?
রাখ পরিহাস, যাই কাছে—
কও কথা, খুঁজিয়া না পাই!
ভীম। চুপ্!
কীচ। ওহো—ওহো, কোথা তুমি?
(স্পর্শ করিয়া)
আহা—আহা, কি কোমল কায়!
ভীম। ছাড়, ব্যথা মম গায়,
প্রহারে জর্জ্জর আমি।
কীচ। ছিঃ প্রেয়সি, প্রেমের সে লাথি!
ভোলনি এখনও তুমি?
দেখি, পারি যদি ভোলাইতে গাঢ় আলিঙ্গনে;
আহা, ডগ মগ নধর লতিকা সম!
আহা, গণ্ডস্থল কি কোমল!
আরে, শ্মশ্রু মোর প্রবেশে
নাসিকা-দ্বারে!
ভীম। দেখ, চ'লে যাব হেতা হ'তে।
কীচ। কেন, কিবা অপরাধ
ডাকি যদি সবারে এখন?
ভীম। লজ্জা নাহি হবে তব?
কীচ। মোরে জানে পুরবাসিগণে;
সুন্দরী যে আছে যথা
আজি বা দুদিন পরে ভোগ্যা মোর!
কিন্তু শরদিন্দুনিভাননি,
আজি হ'তে তোর,
ভ্রমর তোমার আমি!
ভীম। এত যদি, মারিতে না উচিত চরণ।
কীচ। এই দেখ,
আছি আমি মস্তক পাতিয়া।
কর তুমি পদাঘাত।
ভীম। ছি ছি! হীন আমি কেমনে করিব?
কীচ। কর পদাঘাত, আছি মাথা পেতে,
না কর বিলম্ব মিছে;
যবে প্রণয় জন্মিল,
তুমি আমি এক-প্রাণ।
ভীম। ঐ খেদ এক প্রাণ!
কীচ। হ্যাঁ প্রেয়সি, এক প্রাণ;
কমল সমান কোমল চরণ তোর,
ভাব কি রূপসি, ব্যথা আমি পাব তায়?
কোমলাঙ্গি! কর হে প্রহার,
প্রেমালাপে বিলম্ব কি হেতু আর?
ভীম। (প্রথম পদাঘাত)
কীচ। যেন পুষ্প-বরিষণ।
ভীম। (দ্বিতীয় পদাঘাত)
কীচ। সচন্দন!
ভীম। (তৃতীয় পদাঘাত)
কীচ। এইবার চৌদ্দ ভুবন!
ভীম। আরে দুষ্ট, গন্ধর্ব্বে চালন।
কীচ। এঁ্যা—গন্ধর্ব্ব? বধি তোরে,
সৈরিন্ধ্রীরে বধিব পশ্চাতে
দিয়ে যত ভৃত্যগণে উপভোগ হেতু।
ভীম। আরে রে বামন,
চন্দ্রসুধা কর সাধ!
বধি তোরে পশুর সমান।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(দ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপ। শ্রীমধুসূদন,
বার বার রাখিলে পাণ্ডবে,
রক্ষা কর কীচকের হাতে।

কীচ। (নেপথ্যে) পিপীলিকা শিরে!

ভীম। (নেপথ্যে।) ইহলোকে বাক্য সাধ
নাহি কর আর,
কুক্কুরে দিব এ জিহ্বা—
সৈরিন্ধ্রীরে কহিয়াছ কুবচন;
এই চক্ষে দেখিয়াছ সৈরিন্ধ্রীরে,
পদাঘাত সৈরিন্ধ্রীর কায়—
পদাঘাতে ছাড় প্রাণ,
মৃত্যু তোরে দিল পরিত্রাণ,
না রাখিব নরের আকার।

দ্রৌপ। পড়েছে পামর,
হে মধুসূদন প্রণাম তোমার পায়।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

দ্রৌপ। স্থির হও, যাও চ'লে, পাছে কেহ দেখে,
রণচিহ্ন ধৌত কর জলে।

ভীম। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
মিটিল না তৃষা—মিটিল না তৃষা
অল্পঘায় ত্যজিল পরাণ।
আরে দুঃশাসন, কবে তোরে পাব আমি,
কবে বেণী বাঁধিব তোমার?

দ্রৌপ। বীরবর, তুমি ঘুচাইবে ব্যথা মোর,
যাও শীঘ্র, প্রভাত নিকট!

ভীম। অগ্নি আনি দেখ গিয়ে দুষ্টের আকার,
পদাঘাতে ফেলেছি প্রাঙ্গণে।

[ভীমের প্রস্থান।

দ্রৌপ। ভীম বিনা কে রাখে বিপদে,
দেখি—
কোন্ মুখে প্রেম-কথা কহিল অজ্ঞান।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রাঙ্গণ।

(হাড়িনীর প্রবেশ)

হাড়ি। গড়র্ গড়র্ গড়্—
আগাশ আজ সারা রাতই ম'র্ছে—
এখনও ফিন্‌কিনেয়ে ঝর্‌ছে।
ভাব্‌লুম,
সকাল সকাল ঝাঁট দিয়ে যাই—
ছাই কিছু কি দেখ্‌তে পাই।
এ আবার কি ফেলেছে মাঝখানে?
কাক্কর কর্‌তে তো হয় না,
আর সয় না বাপু, সয় না।
আ মর, কুম্‌ড়ো না কি?
দেখি—দেখি, বড্ড ভারি—
লুকিয়ে নে যেতে যদি পারি।
আঃ খেলে,
কে আস্‌ছে আলো জ্বেলে!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। দেখ আসি পুরবাসিগণে,
কি দুর্দ্দশা গন্ধর্ব্ব হেলনে,
দুর্ম্মতির নেহার দুর্গতি।
আরে রে কীচক, আরে নরাধম,
এত দর্প তোর!
নর হ'য়ে গন্ধর্ব্বে না ডর!

হাড়ি। ওগো দেখসে গো কি হ'ল,
তাল পাকিয়ে মামা গেল,
ওগো, হায়—হায়!
মামা যেন কুম্‌ড়ো গড়ায়!

(সুদেষ্ণা ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ)

সুদে। আরে আরে বিকট চীৎকারে
কেন কর বিরামে ব্যাঘাত?

হাড়ি। ওগো দেখসে গো, মামা কুপোকাৎ!

সুদে। এ কি—এ কি!

দ্রৌপ। ভ্রাতা তব,
সুধা হেতু প্রেরিলে যাহার পাশে;
ক্ষুদ্র নর গন্ধর্ব্বে না মানে,
শমন-ভবনে গেছে গন্ধর্ব্বের কোপে।

সুদে। কি হ'ল, কি হ'ল,
কোথা গেল ভ্রাতা মোর,
মাটী খেয়ে দুষ্টারে কি হেতু দিনু স্থান!
আহা, বীরকুলপতি,
যার বলে ভুঞ্জি বসুমতী,
কি দুর্গতি হ'ল গো তাহার!

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরা। রাণি, কি বল কি বল,
কে বধেছে কীচকেরে?
সুদে। ওহো, বজ্রাঘাত গৃহচূড়ে পাপিষ্ঠার তরে,
কহে দুষ্টা গন্ধর্ব্বে বধেছে।

(কীচক-ভ্রাতাগণের প্রবেশ)

হায়, ভ্রাতাগণ,
দেখ আসি অগ্রজের দশা,
মরে ভাই পাপিনীর তরে।
কীচ-ভ্রা। ভাল দেখি, ওর গন্ধর্ব্ব কেমন
চাহি রাজ-আজ্ঞা সৎকারের হেতু;
অনর্থের কেতু
কুলটারে পোড়াব ভ্রাতার সনে,
দেহ অনুমতি মহারাজ!
বিরা। জ্বলে প্রাণ শোকানলে,
জ্বলন্ত চিতায় পোড়াও দুষ্টায়,
তবে অগ্নি নিভিবে আমার।
কীচ-ভ্রা। আরে রে পাপিনি, বারবিলাসিনি,
কোথায় গন্ধর্ব্ব তোর?
হায়, কয় দিন অগ্রজ পীড়িত,
নহে—কীচক বুঝিত শত গন্ধর্ব্বের বল,
হেন সহোদর, ছলে মারে বারনারি!
ডাক রে কুলটা,
ডাক্ তোর উপপতিগণে।

(দ্রৌপদীকে বন্ধনকরণ)

দ্রৌপ। মরে অনাথিনী,
দেখ জয় বিজয় আসিয়া,
হে জয়ন্ত, জয়সেন,
জয়দ্বল এস ত্বরা
যায় যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে,
রক্ষা কর—রক্ষ অভাগীরে!
যাহার হুঙ্কারে তিন লোক ডরে,
ভূধর বিদরে ধনুকটঙ্কারে যার,
ভৃত্যপ্রায় ত্রিভুবন সেবে যার,
দিক্‌পতি পতিগণ মোর
এস আশুগতি,
দেখ, দেখ বনিতার কি দুর্গতি
সূতগণে বধে মোরে।
কীচ-ভ্রা। ডাক্ ডাক্ উচ্চৈঃস্বরে,
আর কত স্বামী আছে তোর।

[দ্রৌপদীকে লইয়া কীচক-ভ্রাতাগণের প্রস্থান।

দ্রৌপ। (নেপথ্যে) রক্ষা কর—রক্ষা কর,
যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে।
কীচ-ভ্রা। (নেপথ্যে) জ্বালি অগ্নি আগে দিব মুখে।
বিরা। বীরদর্প মৎস্যদেশ, ঘুচিল তোমার,
ক্ষুদ্র তৃণ অশনি ছেদিল;
ফুরাল ফুরাল,
চ'লে গেল রাজ্যের শেখর!
হা হা বীরবর,
হা হা, কোথা গেলে সেনাপতি!
দ্রৌপ। (নেপথ্যে) গেল প্রাণ, বুঝি নাহি পরিত্রাণ,
কোথা জয় বিজয় দেখ না।
ভীম। (নেপথ্যে) না কাঁদ, না কাঁদ সতি আর,
আসিয়াছে গন্ধর্ব্ব তোমার,
আরে ছার সূতপুত্রগণ!
সকলে। (নেপথ্যে) এল এল, পলাও পলাও।
বিরা। এ কি—এ কি,
মৎস্যদেশে গন্ধর্ব্ব করিল বাস,
এ কি সর্ব্বনাশ, শীঘ্র লহ সমাচার।
সুদে। মহারাজ, কি হবে—কি হবে,
গন্ধর্ব্বে বধিবে সবে!
বিরা। কোথা পেলে এ কাল-সাপিনী?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নরপাল,
বিষম জঞ্জাল ঘটিল সৈরিন্ধ্রী হেতু।
দীর্ঘকায় শালবৃক্ষ করে,
অঙ্গে যেন ভাস্কর-কিরণ,
শূন্য হ'তে এল অকস্মাৎ!
এক ঘায় উনশত ভ্রাতা
বধিল সে দুর্ম্মদ-আকার,
শত কায় লুটায় ধরণী!
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পশিল পুরে।
বিরা। শুন সুদেষ্ণা বচন,
ডাকিয়া হেথায়
শীঘ্র পাপ করহ বিদায়;

কটু নাহি কহ,
বুঝাইয়ে বল তারে ;
'নারী-সৃষ্টি বীরের সংহার হেতু।'
[বিরাটের প্রস্থান।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। দেখ রাণি,
সৈরিন্ধ্রী আইল, এলোকেশে
শ্যামা যেন দৈত্যকুল বিনাশিয়া!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদে। শুন বাছা, বচন আমার,
রূপে তোর মোহে ত্রিভুবন ;
পুরুষ কি ছার, রমণী ভুলিতে নারে।
আছে স্বামী পুত্র মোর, করে ধরি তোর ;
কভু কি ভাবে চাহিবে—
প্রমাদ পড়িবে রুষিলে গন্ধর্ব্বগণে।
বাছা,
স্বামী-পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর কাছে,
স্থানান্তরে করহ গমন।

দ্রৌপ। চিন্তা নাহি কর রাজরাণি,
স্বামী মম ঋণী তব পতি-পুত্র-পাশে,
কদাচিৎ অনিষ্ট না হবে,
আছে অল্প দিন আর,
কুষ্ট গ্রহ হ'তে স্বামীগণ পাবে পরিত্রাণ ;
দিয়েছ আশ্রয়,
দয়া ক'রে কয় দিন দেহ স্থান,
করি গো কল্যাণ—
স্বামী পুত্র রবে তোর সুখে।

সুদে। বাছা, ভাল মন্দ তোমারে লাগিবে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

(বিরাটরাজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বিরা। রণজয়ী মৎস্য-সেনাগণ,
ঘটেছে দুর্ম্মতি সুশর্ম্মা ভূপতি
সম্মুখীন পুনঃ আজি রণে,
সেনাপতি-মৃত্যু-বার্ত্তা শুনি।
ছার ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর,
ছার তার সেনাগণ,
মৎস্য-অস্ত্রমুখে মাগিয়াছে পরিহার ;
ওহে অভয়-হৃদয় সামন্ত-নিচয়,
চল করি পরাজয়
লজ্জাহীন দস্যুগণে ;
চল সুদৃঢ় বন্ধনে,
বেঁধে আনি ত্রিগর্ত্ত-অধমে—
চল শীঘ্র, বিলম্ব কি আর।

সৈন্যগণ। জয় বিরাটরাজার জয়!

বিরা। আইস বায়ুবৎ, দেখাইব পথ,
মর্ম্মভেদি শরে অরিশ্রেণী ছেদি,
দেখাইব কোথা চির-অরি।

সৈন্য। জয় মৎস্যরাজ, ত্রিগর্ত্তের ক্ষয়!
[সকলের প্রস্থান

(ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

যুধি। শুন ভীম, অস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ কর মনুষ্যের মত,
রোষে আপন পাসরি
নাহি ধাও তরু করে ল'য়ে—
নাহি কর আপন প্রকাশ,
রথে রথ করি নাশ।
মহাবীর্য্য সুশর্ম্মা ভূপাল,
রাজার না হয় অকল্যাণ ;
চল ধাই পাছে পাছে—
সাবধানে করি গিয়ে রণ।

নকুল। বৃদ্ধ রাজা ছোটে যুবা প্রায়!

সহদেব। মহোল্লাসে মৎস্যসৈন্য ধায়!

ভীম। (স্বগত) কুরুকুল-পক্ষ সেই ত্রিগর্ত্ত-দুর্জ্জন—
ডরি মাত্র যুধিষ্ঠির দয়াময়!
[সকলের প্রস্থান।

(গোপদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম-গোপ। বাপ্,—বাপ্, কি হিড়িক টান্—
এল যেন গাঙ্গের তুফান!
রঙচঙে সব ধ্বজা সারি সারি!

২য় গোপ। হল্লা কল্লে ভারি,
এ হিড়িকে প্রাণ রাখ্‌তে পারি
গোছ দেখি না তারি!

১ম গোপ। নামটা কি রে?

২য় গোপ। যুযোধন।

১ম গোপ। বাঁচ্‌বার তো দেখ্‌ছিনে লক্ষণ,
আর ঘাঁটি রাখ্‌বে কারা?
২য় গোপ। ভম্মা, দোনা, কানা।
১ম গোপ। গেছে জানা,
বৌকে পয়ালে টেনা।
২য় গোপ। বাপ্‌, বাপ্‌, কি শাঁখের ডাক্‌
যেন কড়্‌কড়াল' আগাশ জুড়ে!
১ম গোপ। মেঘে লেগেছে ধ্বজা উড়ে,
যেন ধুম ক্ষেত্তরের চাস!
ডাক্‌ উঠ্‌লো তো খালি ডাক, বাস্‌!
বাঁকা বাঁকা কথা অ্যাকে,
গয়লার পো কি মনে থাকে?
বল্লে উজ্জোবন।
২য় গোপ। না না, যুযোধন।
১ম গোপ। যুযোধন রাজার চাকের মাতি।
২য় গোপ। না রে, চকোরবতি।
১ম গোপ। হাঁ, চাকের বাতি।
ঘাঁটির দুই শাগা আর কানা ভেড়ে
বস্‌লো এসে ধ্বজা গেড়ে,
যদি টেংরিতে থাকে বল তো দিসে তেড়ে।
২য় গোপ। এই খেলোয়াড় তিন শালাই ধেড়ে।
১ম গোপ। তুই যা না ভাই রাজার কাছে।
২য় গোপ। তোর ভাব বুঝেছি আঁচে,
মোর গদ্দানটী যাগ্‌
ওর গদ্দানটা বাঁচে!
১ম গোপ। চল্‌ তবে ভাই, দুইজনেই যাই।
২য় গোপ। চল তাই,
কোন দিকেই বাঁচন তো নাই।
১ম গোপ। ডাকেই হ'ল দাঁতকপাটি,
আমি সেখানে ধনুক আঁটি!
২য় গোপ। চোর হয় তো বিঁধে মারি,
এ ত জুলুম ভারি—
জল ঠেলে কি রাখ্‌তে পারি?
১ম গোপ। এল আগাস পাতাল যুড়ে।
মর্‌গে তোরা আগে বুড়ে।

[গোপদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নাট্যশালা।

উত্তরা ও অর্জ্জুন।

উত্তরা। বৃহন্নলা, মাতুল মরিল—
পিতারে কে রাখিবে সমরে?
হে মাতুল,
বাদ কেন করিলে গন্ধর্ব্ব সনে!
অর্জ্জু। নাহি ভাব বালা,
অজ্ঞাতে গিয়েছে সাথে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
আশ্রয়ে তাহার বৈরীর নাহিক ডর।
উত্তরা। কেমনে জানিলে—
সৈরিন্ধ্রী কি বলেছে তোমারে?
অর্জ্জু। গন্ধর্ব্বের প্রিয় মৎস্যকুল।
উত্তরা। কেমন জানিলে তুমি—
ভয় গণি মনে,
কেমনে জানিবে বল গন্ধর্ব্বের পতি
এ হেন প্রমাদ হেথা?
অর্জ্জু। মৎস্যরাজে বড় স্নেহ তাঁর,
সতত আছেন তিনি মৎস্যের রক্ষণে।
উত্তরা। আমা প্রতি স্নেহ আছে তাঁর?
অর্জ্জু। তুমি তাঁর নয়নের নিধি।
উত্তরা। তুমি ভালবাস তাঁরে?
অর্জ্জু। তিনি মম আরাধ্য দেবতা।
উত্তরা। বৃহন্নলা, দেখিব গন্ধর্ব্বরাজে।
অর্জ্জু। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে,
আমি তুলে দিব কোলে তাঁর।
উত্তরা। না—না, রব আমি তোমার অঞ্চল ধরি।
অর্জ্জু। কেন কাঁদ মা আমার?
উত্তরা। সবে কহে বিবাহের কথা মোর—
তুমি যাইবে না সাথে?
অর্জ্জু। বলেছি তো—
যেথানে রহিবে, সেথানে রহিব আমি।
উত্তরা। বৃহন্নলা,
জানি ফাঁকি দাও তুমি —
সৈরিন্ধ্রীরে তুমি ভালবাস,
সে তোমারে ভালবাসে,
নহে কেন দেখাইবে স্বামী?
অর্জ্জু। ইন্দ্রপ্রস্থ-সভাতলে আসিত সকলে।
উত্তরা। দেখ বৃহন্নলা, তব শিক্ষামত

উঠিবার কালে কৃষ্ণে করি নমস্কার,
নমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে,
যবে শক্র নিল রাজ্যধন—
হলে অন্যজন, তখনি করিত রণ,
রক্তপাত রণ নাহি ভালবাসি,
বৃহন্নলা, তুমি রণ নাহি ভালবাস ?

অর্জ্জু। বৎসে, রণ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন।

উত্তরা। কিন্তু দেখ বৃহন্নলা,
যেতে পারি রণভূমে—
তুমি যদি রহ সাথে।

অর্জ্জু। বালিকা, হইল তব বিরাম-সময়,
যাও তুমি রাণীর নিকটে ;
দুঃখ পান জননী তোমার
বহুক্ষণ না হেরে তোমারে।

উত্তরা। আসিব মায়ের দেখা দিয়ে।

[উত্তরার প্রস্থান।

অর্জ্জু। জানি না দুহিতা-স্নেহ,
কিন্তু দুহিতা-অধিক মম ;
মম কঠিন হৃদয়
আর্দ্র হয় মধুভাষে তার !
অধীরা বালিকা, কভু হাসে কভু কাঁদে
মম হৃদাকাশে চাঁদে মেঘে খেলে ছবি !
কভু যেন প্রবীণা জননী সম
ভক্ষ্য-বস্তু যত্নে আনে
হেরে মোরে সন্তান সমান ;
এত দুঃখে, সুখে আছি যেন
চেয়ে চাঁদ-মুখখানি।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। শুন, শুন, সর্ব্বনাশ হয় মৎস্যদেশে,
পিতামহ-চালিত কৌরব-সেনাগণে
বেড়িয়াছে মৎস্যের গোধন -
সাগর-প্লাবন আসিয়াছে অনীকিনী,
গোপরাজ্য গোধন বিহনে
ছারখার হবে ত্বরা।

অর্জ্জু। ক্লীব-গৃহে কেন হেরি
পঞ্চ-গন্ধর্ব্ব-কামিনী,
ক্লীব হ'তে কি হবে উপায় ?

দ্রৌপ। সংসর্গে সকলি দেখি হয়,
পাণ্ডব-আশ্রিত রাজ্য পরে লবে কাড়ি
হেন শিক্ষা মৎস্যনারী সহবাসে !

অর্জ্জু। ভাল, ভাল—গন্ধর্ব্ব-মহিষি,
ক্লীবে কর উত্তেজনা।

দ্রৌপ। শত ভাই কীচকে বধিলে
সমস্ত প্রধান সবে,
বলহীন সেনা যুঝে ত্রিগর্ত্ত সংহতি।
হেথা দুর্য্যোধন বেড়িল গোধন,
একজন নাহিক রক্ষক,
ভাল শান্তি পাইল বিরাট
কূল দিয়ে অকূল পাথারে।

অর্জ্জু। কত কহ পাঞ্চালি আমায়
হের দীর্ঘ বেণী, শঙ্খের বলয়,
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর ?
রাজ্যে রণ, নারীগণ-মাঝে।
কহ, ধর্ম্মরাজে লঙ্ঘিব কেমনে ?

দ্রৌপ। দুর্ব্বলে রাখিতে,
যুধিষ্ঠির চির-অনুমতি।
হে গাণ্ডীবি,
ভয়ার্ত্তেরে অভয় দানিতে,
সঙ্কোচ কি হেতু তব ?

অর্জ্জু। কিন্তু হবে প্রকাশ সকলি।

দ্রৌপ। ফুরায়েছে দিন,
নহে ক্লীব সনে নাহি কহি কথা ;
ধর্ম্ম হেতু সয়েছ অপার,
ধর্ম্ম হেতু মৎস্যরাজ্য কর ত্রাণ।

অর্জ্জু। রাখিব গোধন আজি তোমার বচনে,
কিন্তু কেহ সমরে না বরে মোরে।

দ্রৌপ। বরিবে উত্তর তোমা সারথি করিয়ে,
দম্ভ করি নারীমাঝে কয়,
করি রণজয় সুযোগ্য পাইলে সূত ;
আমি কহিয়াছি তারে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে পার্থের সারথি,
রণে যাও তারে লয়ে ;
ডাকিয়াছে কুমার তোমায়
দেখ, আসিতেছে আপনি কুমার।

(উত্তর ও উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। জানি আমি বৃহন্নলা বহুদিন হ'তে
নহে তুমি সামান্য কখন' ;
প্রতারণা আর না চলিবে
শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে অর্জ্জুনের রথে।

উত্তর। এ হেন নৈপুণ্য তব কে জানিত আগে,

অশ্ববিদ্যা-দক্ষ তুমি মাতলি সমান ;
হে ধীমান্, আইস সাথে,
পরাজিব কৌরবে সমরে একরথে,
সাহায্যে তোমার।
কৌরবের মতিচ্ছন্ন হ'ল এত দিনে,
আমারে না জানে, গোধন-হরণে
আইল শমনে দিতে কোল।

অর্জ্জু। হে কুমার,
প্রত্যয় না কর কভু সৈরিন্ধ্রী-বচন ;
কুম্ভজন, বসি অন্তঃপুরে
সমর না হেরি কভু ;
সৈরিন্ধ্রীর রীতি হেন মত
নানা মনোমত কথা, কহে জনে জনে,
বাক্যে তার জীবন সংহার
কি কারণ করহ কুমার মম ?
জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন,
ভ্রমিতাম দ্রৌপদীরে ল'য়ে।

উত্তরা। বৃহন্নলা,
ভাণ্ডাইতে না পারিবে আর,
জানে সকলি তোমার
সুলক্ষণা সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী ;
সব কথা জান তুমি তার,
ব'লে দেছে কি হবে লুকানে ?

উত্তর। রবে মাত্র অশ্ব-রজ্জু ধরি,
কুরুকুল সংহারিব মুহূর্ত্তেকে
নাহি হবে ক্রীড়া ভ্রমণের শ্রম।

অর্জ্জু। চিরদিন সৈরিন্ধ্রী আমার অরি।

উত্তর। মমাশ্রয়ে নাহি কিছু ভয়।

অর্জ্জু। ভয় ?
হে কুমার, অন্য বিদ্যা জানি কিছু কিছু,
কিন্তু 'ভয়' শব্দে গুরুর নিষেধ মম।
শুন শুন রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা আমার,
অরি যদি হয় যমোপম,
না ফিরি কখন' সংগ্রাম না করি জয় ;
আসিয়াছে ভীষ্ম মহাশয়,
সপুত্র আচার্য্য ধনুর্ব্বেদ,
রাম-শিষ্য কর্ণ মহাশূর,
জনে জনে দণ্ডধর ডরে,
কি জানি সমরে যদি চাহ ফিরিবারে।

উত্তর। বৃহন্নলা, হেন কথা কহ ?
বল তুমি দেখনি আমার,—
আইসে যদি অর্জ্জুন তোমার,
এক বাণ না ধরিবে টান ;
কিন্তু ধন্য ধন্য প্রতিজ্ঞা তোমার
সারথির যোগ্য তুমি মম,
আমি তব উপযুক্ত রথী।
চিরদিন মম এই পণ,
না ফিরিব রণ না জিনিয়া ;
কার্ম্মুক ধরিব,
শরজালে গগন ছাইব,
ফিরিবে না পদাতিক এক।

অর্জ্জু। কত পুণ্যফলে পাইলাম হেন রথী,
যাই আমি রথ-সজ্জা হেতু
সুসজ্জিত হও শীঘ্র নৃপতি-তনয়।

উত্তরা। শুন বৃহন্নলা,
নানা বর্ণ উষ্ণীষ-শোভিত কুরুদল,
শুনিলাম দূত মুখে,—
এন সে সকল, পুত্তলী খেলিব।

অর্জ্জু। ভাল, ভ্রাতা তব জিনিলে সমর,
এনে দিব উষ্ণীষ তোমারে।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদে। বৃহন্নলা,
শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,
মিথ্যা কভু সৈরিন্ধ্রী না কহে ;
সঁপিয়াছি কুমারীরে,
সঁপি আজি বালক কুমারে,
দেখ যেন ফিরে পাই নয়নের নিধি।

অর্জ্জু। দেবি, সাধ্যমত না হইবে ক্রটি।

সুদে। অসাধ্য তোমার কিছু নহে ত্রিসংসারে।

দ্রৌপ। রাণি, নাহি কিছু ভয়,
করি রণজয় ফিরিবে কুমার তব।

উত্তর। মাতা, প্রণাম চরণে,
আসি আমি উত্তরা ভগিনি,
শুভক্ষণে সৈরিন্ধ্রী আইল পুরে—
চল যাই বৃহন্নলা।

[উত্তর ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

উত্তরা। মা গো, হবে কত পুত্তলীর বাস !

সুদে। আনন্দের দিন আজি নহে রে উত্তরা।

উত্তরা। মাতা, উতলা না হও তুমি,
গিয়াছেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
সমরে পিতার সনে ;
দাদা যাবে বৃহন্নলা সনে,
শত্রু কি করিবে মাতা ?

সুদে। হায়, এ সময় কোথা শত ভ্রাতা মোর।

[সুদেষ্ণার প্রস্থান।

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রী, না দুঃখ ভাব মনে
ভ্রাতৃ-শোকে কাঁদিল জননী;
কহ মোরে, সমরে কি আছে ভয়?
পিতা সনে গেছে তব স্বামীগণ।

দ্রৌপ। রণজয় মুহূর্ত্তে হইবে বালা।

উত্তরা। বলে দেছ ভাল ক'রে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে?

দ্রৌপ। আমা হ'তে গন্ধর্ব্বের প্রীতি তোমা সবে।

উত্তরা। কৃষ্ণ-নিন্দা মাতুল করিত,
সেই হেতু গন্ধর্ব্বে মারিল,
বলিয়াছে বৃহন্নলা।

দ্রৌপ। কার্য্যে যাই, নাহি কিছু ভয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

(দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ)

দুর্য্যো। দেখ, ধ্বজা হেরি দূরে!
কেহ বুঝি চর্চ্চিতে আইল ঠাট;
বহুদূরে—বিঁধিতে পারিবে সখা?

কর্ণ। আসিয়াছে কটক দেখিতে সখা,
রথ বটে করেছি নির্ণয়।

দুর্য্যো। আসে চ'লে তারা সম,—
অস্ত্র লক্ষ্য নিমিষে হইবে।

কর্ণ। হাঃ হাঃ, রথ-বেগে পড়িয়াছে রথী!
ওহো, পড়ে গেল সুদক্ষ-সারথি!
না—না, সারথি নিপুণ—
অশ্বগণের না চলে চরণ,
দেখ—দেখ, উভরড়ে রথীন্দ্র পলায়।

দুর্য্যো। এ কি নারী-প্রায়
পাছে ধায়—দীর্ঘ বেণী নড়ে।

কৃপ। পীন বাহু আজানুলম্বিত,
যেন ভুজঙ্গ ধাইছে
বাসুকি-দর্শন হেতু,
দীর্ঘকায়, রমণী না হয় জ্ঞান,
হেরি মাত্র নারীর বসন
যেন ভস্ম আচ্ছাদনে ত্রিপুরারি।

দ্রোণ। কহ কিছু করিলে নির্ণয়?
জ্বলন্ত পাবক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে কেহ।

কর্ণ। হাঃ হাঃ, হে আচার্য্য,
কত দিন নারী-বিদ্যা দিয়েছ অর্জ্জুনে?
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিত্রাণ।

দ্রোণ। মুরহর চক্রধর সম—
ধায়, সিংহ যেন যায়,
ভীম-কায় বিপক্ষ তপন,
কৌরব-সম্মুখে আনি রথ রাখে—
হেন প্রাণ ধরে কেবা?
স্বর্গে শূরমণি, মর্ত্তে চক্রপাণি,
পাণ্ডব ফাল্গুনী বিনা,
কর কি নির্ণয়
নারী-করে চলে হেন হয়?
উল্কা ছোটে মেদিনী মর্দ্দিয়ে!

কর্ণ। হে আচার্য্য,
বৃদ্ধকালে দৃষ্টি বড় খর,
রাশ-রজ্জু না মানিল হয়
ছুটিল পবন-বেগে,
রথী লম্ফ দিল ভয়ে;
মহাবীর করিয়াছে স্থির
অশ্বযুক্ত যান না চড়িবে।
যদ্যপি অর্জ্জুন, ধন্য গুণ,
সংযত করেছে রথ,
ছোটে বায়ুবৎ,
পার্থ-মহারথ পলায়ন সুনিপুণ!

দুর্য্যো। চল সখা,
গুরু-শিষ্যে হোক আলিঙ্গন;
হে আচার্য্য,
স্বপনে কি দেখ নিত্য অর্জ্জুন তোমার?
দেব নরে গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
তিন পুরে হেন শক্তি কেবা ধরে,
একা আসে কৌরব-সমরে?
সৈন্য হেরি রথী পলাইল,
সারথি চলিল পাছে,—
আচার্য্যের কোলে অর্জ্জুন ধাইয়ে এল!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, শুনহ বচন,
পলাইলে পলাইত রথে।
আচার্য্য সবার,
যুদ্ধে মম আছে অধিকার,
প্রাণ তুল্য তুমি,

স্নেহ হেতু কহি আমি
বেশধারী আপনি করিবে রণ।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। দেখেছ কি আচার্য্য প্রবীণ,
যুদ্ধের লক্ষণ সব,
পলায়িত রথী, সারথি ফিরায় ধরি।
দ্রোণ। হে গাঙ্গেয়, চিনিলে কি অঙ্গনা-সারথি?
ভীষ্ম। মহাবীর্য্য হয় অনুমান,
যে হয়, সে হয়
বাক্যব্যয় হেথা অকারণ।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব।

অর্জ্জুন ও উত্তর।

অর্জ্জু। (স্বগত) এ বর্ব্বরে কেমনে চেতন করি—
(প্রকাশ্যে) হে কুমার, নাহি ভয়।
উত্তর। বৃহন্নলা, ধরি পায় বধো না আমায়।
অর্জ্জুন। আইস রথে।
উত্তর। হুঁ, চালাইবে সাগর-মাঝারে,
সমুদ্র নিশ্চয়,—
মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়—
স্বকর্ণে শুনেছি সিন্ধুনাদ।
অর্জ্জু। মূর্চ্ছা যাও ঘন ঘন,
কোন কথা নাহি শুন কাণে,
উপমায় সাগর সমান,
নহে ইহা জলনিধি;
ধবল আকার—
দেখ দেখ গোধন তোমার;
পতাকায় সাগর-লহরী;
পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল—
জলপোত সম হের,
গর্জ্জে সৈন্য সমুদ্রের সম।
উত্তর। সৈন্য যদি, কে করিবে রণ?
অর্জ্জু। রাখ পণ, উঠ রথে, ধর ধনুর্ব্বাণ,
ক্ষত্রিয়-সন্তান রণে পৃষ্ঠ নাহি দেহ,
পলাইলে কলঙ্ক দুঃসহ—
ভীরু প্রাণ রাখি কিবা ফল?
উত্তর। ক্লীব তুমি,
কি জানিবে জীবনের ফলাফল।
নাহি জানি কত মধু করিয়াছ পান,
সাহসে এ স্থানে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে!
অর্জ্জু। রাজপুত্র, মদ্যপায়ী নাহি কহ।
উত্তর। মদ্যপায়ী অধিক আচার,
বৃহন্নলা ছিলে ভাল,
এ মত্ততা কি হেতু জন্মিল?
অর্জ্জু। না ভাবিস্ তোর সম প্রতিজ্ঞা আমার,
শত্রু হেরি পলাব শিবার প্রায়;
অযশের তোর নাহি ডর,
হের কর ধনুর আবাসভূমি,
ত্যজ ত্রাস, আপনি যুঝিব
পরাজিব কৌরব দুর্জ্জয়;
মমাশ্রয়ে যমে তোর নাহি ভয়।
খাণ্ডব-দাহনে, কালকেয়-রণে
অস্ত্র-লেখা হের গায়।
উত্তর। তেজঃপুঞ্জ মহাকায়,
কহ তুমি পুরুষ কি নারী
কিংবা দেবপুত্র ছদ্মবেশধারী?
হেরে প্রাণ শিহরে আমার!
অর্জ্জু। এস এস, বিলম্ব না কর
যাবে কুরু গোধন লইয়ে।
অশ্বরজ্জু ধর মোরে রথে,
রথী হয়ে আপনি যুঝিব,
উঠ দীর্ঘ-শমী-বৃক্ষোপরে,
অস্ত্র ধনুঃ আন নামাইয়ে।
উত্তর। কহি যদি ক্রোধ হবে তব।
শব বাঁধা, ধনুঃ আছে কোথা ইথে?
ডরে কেহ নাহি আসে মূলে,
নাহি জানি মাতৃদেহ কার,
ফিরে আসি করিবে সৎকার;
পিশাচের শব পৈশাচিক আচরণ সব,
মাতৃদেহ শুকায় তরুর শিরে;
শঙ্কায় ধাইনু ঊর্দ্ধশ্বাসে,
নহে কার প্রাণে আইসে হেথা!
অর্জ্জু। হের তরু স্পর্শি আমি,
শব বলি বলিল যে জন,
বলিয়াছে কপট বচন,
ধনুঃ অস্ত্রগণ আছে বাস-আচ্ছাদনে।

উত্তর। মন্ত্রমুগ্ধ সম বুঝিতে না পারি কিছু।
অর্জ্জু। রাজপুত্র, বিলম্বে অনিষ্ট বড় হবে।
(উত্তরের বৃক্ষারোহণ)

ঘূরে ফিরে কুরুসৈন্য নড়ে,
চিনেছে কি ক্লীববেশে?
রচিছে ময়ূরব্যূহ
দুই পক্ষ গোধন রাখিবে;
মৎস্যরথে যুদ্ধ না চলিবে,
মায়া-রথ করিব স্মরণ,
রণবেশে দিব হানা।

উত্তর। গেল প্রাণ, এ কি বৃহন্নলা,
সর্পময়মণি শিরে জ্বলে!

অর্জ্জু। চিন অস্ত্র ক্ষত্রিয়-কুমার,
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে মণি সম।

উত্তর। এ কি—এ কি, অপূর্ব্ব কার্ম্মুক,
কার এই পঞ্চধনুঃ?
ছয় পূর্ণ তূণ কহ কার?
কার গদা যমদণ্ড সম,
কোন্ মহাজন করে হেন শঙ্খধ্বনি,
পঞ্চশঙ্খ তুলনা না দেখি যার?

অর্জ্জু। দেখ—দেখ বিরাট-কুমার,
বিদ্যুৎ আকার,
হংসচিত্র ধনুঃ মনোহর,
শোভা করে ধর্ম্মরাজ-করে,
দ্রোণাচার্য্য গুরু দিল দান।
রিপু-কুলান্তক হের ধনুঃ,
সুপার্শ্বক নাম,
চালে রণে বীর বৃকোদর,
কাড়ি নিল জয়দ্রথ তিনি।
হের ধনুঃ ব্যাঘ্র-বিভূষিত,
ভাগিনারে শল্যরাজ দিল দান,
নকুল আকর্ষে রণে।
শিখী-চিহ্ন ধনুঃ মনোহর,
দিল চক্রধর
সহদেব-করে শোভে।
নীলোৎপল-নিভ ধনুক গাণ্ডীব,
ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর,
ধরে পরে পুরন্দর, নিশাকর,
চৌষট্টি বৎসর প্রভাকর আকর্ষিল,
পরে ধনুঃ বরুণ ধরিল,
অগ্নি মোরে দিল,
দেবের নির্ম্মাণ, দেবমূর্ত্তি শরাসন,
সুরাসুর নরে টঙ্কার বিদিত যার।
হের গদাবর লোকহর দণ্ড সম
ধরে করে বীর বৃকোদর,
দুষ্কর সমর-প্রিয়।
আন যুগ্মতূণ গাণ্ডীব সহিত,
অস্ত্র যাচে ভুজঙ্গ-বিবরে যথা,
আন দেবদত্ত, স্তব্ধ অরি মহাশব্দে যার
কূর্ম্মাকার শঙ্খ মনোহর—
আজি পুন নিনাদিবে রণে।
এস ত্বরা,
রাজ্যমুখে যায় কুরু গরু লয়ে তোর,
হের দোলে ধ্বজা অশ্ব সঞ্চালনে,
হাম্বা রবে গগন ভেদিছে।

উত্তর। কহ শুনি বৃহন্নলা, অদ্ভুত কথন
রাখি অস্ত্র ধনুঃ
কোথা গেল পাণ্ডুপুত্রগণে
সমাচার কেমনে জানিলে তুমি?

অর্জ্জু। শুন বিরাট-নন্দন,
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আমার নাম।

উত্তর। অসম্ভব,
এ কি কভু হয়—ন হয় প্রত্যয়,
বৃহন্নলা, নাহি কর ছলা,
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন,
তুমি যদি সেই মহাজন,
কহ মোরে কিবা দশ নাম?

অর্জ্জু। ধনঞ্জয়, ফাল্গুনী, অর্জ্জুন,
শ্বেতবাহন, বিজয়,
কিরীটি, বীভৎসু, সব্যসাচী,
কৃষ্ণ, জিষ্ণু বলি কহে।

উত্তর। তুমি ধনঞ্জয়, না হয় প্রত্যয়,
ছিলে পাণ্ডব-আলয়,
সেই হেতু জান নাম,
জান কি প্রমাণ কিবা নাম কি কারণে?

অর্জ্জুন। ধনঞ্জয় কুবের জিনিয়া—
শিব-পূজা নিয়ে
দ্বন্দ্বে মাতা গান্ধারীর সনে,
মহাদেব বিবাদ ভাঙ্গিল,
উভয়ে কহিল,
'কালি প্রাতে যেবা অগ্রে পূজিবে আমার
সহস্রেক সুবর্ণ-চাঁপায়,—
মাণিক কেশর তায়,

গন্ধপূর্ণ বায়,
মম পূজা তারি অধিকার।”
দুর্য্যোধন ডাকি শিল্পিগণ
গঠিতে কহিল সবে ;
মাতা বিষাদিনী,
সাধ্যাতীত জানি, না কহিল পুত্রগণে
বিষণ্ণ হেরিয়ে
মিনতি করিয়ে জিজ্ঞাসিনু জননীরে ;
শুনি সমাচার,
হয়ে আশুসার ভেদিনু কুবেরপুরী,—
ত্রিপুরারি শিরে
ঝরিল সত্বর সুবর্ণ-চম্পক রাশি,
বেগভরে গঙ্গা যথা।
জননী হর্ষিতা, শিব বর দিলা মায়ে।
নাম ধনঞ্জয় সেই হেতু।

উত্তর। ধন্য মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
কহ অন্য নাম-বিবরণ।

অর্জ্জু। ফাল্গুনী নক্ষত্রে আইনু কর্ম্মক্ষেত্রে
ফাল্গুনী বলিয়া ঘোষে,
সম রূপ গুণ সে হেতু অর্জ্জুন ;
রথের বাহন শ্বেত তুরঙ্গম
তেঁই শ্বেতবাহন প্রচার ;
সর্ব্বত্র বিজয়, তিন লোক কয়
বিজয় এ হেতু মোরে ;
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর কিরীট প্রখর,
ঝলসে ললাটদেশে,
সে কারণ কিরীটি সর্ব্বত্র জানে ;
কেবা মম সম তুলনায়,
যদুবীর কহিল আমায়,
করিবারে অন্বেষণ ;
পুরীষ লইয়ে কৃষ্ণে কহি গিয়ে,
হীন মানি আপনারে,
তুলনায় সম এই মম,
স্নেহে নাম বীভৎসু রাখিল হরি ;
দুই করে সম শরাসন,
শর সংযোজন সম মম,
সমান সন্ধান,
যে কারণ সব্যসাচী নাম লোকে ;
মম কৃষ্ণকায়—কৃষ্ণ নাম তায়
জনক আমারে দিল ;
বজ্রপাণি ত্রিভুবন জিনি
স্থাপিলেন অধিকার,
জিষ্ণু নাম তাঁর দিল দেবগণে মিলি—
খাণ্ডব-সমরে জিনি পুরন্দরে,
জিষ্ণু নামে ডাকিলেন দেবরাজ।

উত্তর। যদি তুমি পূজ্য ত্রিভুবন,
কুন্তীর নন্দন, একা কি কারণ ?
কোথা অন্য ভ্রাতাগণ তব ?
পাণ্ডবঘরণী দ্রুপদনন্দিনী কোথা ?

অর্জ্জু। রাজার সভায়
কঙ্কনামে ধর্ম্ম নররায় ;
বিগ্রহে শমন, বল্লভ ব্রাহ্মণ
বৃকোদর ভীম বাহু ;
গ্রন্থিক—নকুল ;
সহদেব—তন্ত্রীপাল,
পাঞ্চালী— সৈরিন্ধ্রী বেশে
অতিবাহে অজ্ঞাত সময়।

উত্তর। মতিমান্, অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।
কত পুণ্য করিলেন পিতা মম,
হেন উচ্চ সমাগম
সে কারণ মৎস্যদেশে।

অর্জ্জু। চল শীঘ্র বিরাট-তনয়,
হের শ্বেত হয়
মায়া-রথ চিন্তায় উদয় আনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তর।

ভীম, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা।

কর্ণ। জিজ্ঞাসহ কৌরব-প্রধান,
মতিমান্ আচার্য্যেরে
কোথা গেল ধনঞ্জয় ?

দুর্য্যো। সুশর্ম্মার বার্ত্তা ল’য়ে কেহ না আইল।

দ্রোণ। শুন শুন, কঠোর নিস্বন
শত বজ্র যেন গাজে,
গগন বিদার গাণ্ডীব-ঝঙ্কার,
শুন শুন, মুহুর্ম্মুহুঃ
শীঘ্র কর উপায় সকলে।
হে গাঙ্গেয়,
কপিধ্বজ পার্থ আসে রণে,

জীবকুল কয় লক্ষণ-নিচয়,
মহাভয়ে মাতঙ্গ তুরঙ্গ কাঁপে,
অস্ত্র ম্লানআভা, সূর্য্য হীনপ্রভা,
ঘন ঘন উল্কা খসে;
শিবা ঘোর রোলে আসে পালে পালে,
স্তব্ধ বায়ু, শকুনি গৃধিনী উড়ে,
ভয়ে সর্ব্বসৈন্য বদন বিবর্ণ,
কণ্টকিত কলেবর;
হও ত্বরান্বিত, করহ বিহিত
রাজারে রাখিতে সবে।

কর্ণ। হের সৈন্য নিরুৎসাহ গুরুর বচনে
কহ সখা,
কি কারণে ব্রাহ্মণে সমরে আন?

দুর্য্যো। শব্দ শুনি আচার্য্যের হয় মোহ—
পাণ্ডুপুত্রে স্নেহ অতিশয়,
ধনঞ্জয় শয়নে স্বপনে তাঁর।
কে আসে না গণি,
না জানি না শুনি
শব্দে মাত্র হৃৎকম্প তাঁর!
যুক্তি নহে আর এ স্থানে রহিতে পুনঃ।
বাধে যদি রণ,
মোরা সবে করিব বিহিত।

কর্ণ। সখা, অর্জ্জুনের ভার মম প্রতি,
এ হেন দুর্ম্মতি বুঝিবা না হবে তার,
আশুসার সম্মুখে আমার
পার্থে না সম্ভবে কভু,
জানে বল,
জ্বলন্ত অনল হেরি কেন ঝম্প দিবে?
পিতা পুত্রে রহুন কুশলে,
যান দেশে চলে,
রণস্থলে ভিক্ষুকের কাজ কিবা?

কৃপ। হে দুর্জ্জন, রাধার নন্দন,
এত তোর অহঙ্কার,
কটূত্তর কর বার বার,
[illegible] নাহি গণ'?

কর্ণ। শঙ্কায় কম্পিত অঙ্গ তব,
ক্ষমি[illegible] দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
পুনঃ ভাষা বুঝিয়ে কহিবে।

অশ্ব। রে পামর, ক্ষুদ্র নীচ সূত,
কাক-মন্ত্রী তুই যে সভায়,
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না শোভে তায়।
আরে, হেয়, রাধের কহ রে—
কভু কি রে
জিনেছ সমরে পাণ্ডব কাহারে—
অর্জ্জুনে জিনিতে চাহ?
কহ সত্য,
কোন্ অস্ত্রবলে রাজ্য কাড়ি নিলে,
সভাতলে আনিলে দ্রুপদ-বালা?
লজ্জাহীন আরে রে দুর্জ্জন,
কুবচন কহ দ্রোণ কৃপে,—
পূজে যারে ভীষ্ম মহামতি।
কৌরব-ঈশ্বর, নহে কথা অবিদিত—
আচার্য্যের পার্থ প্রতি স্নেহ;
কর্ণ-বাক্যে দুর্ম্মতি ঘটিল,
নিন্দিলে জনকে মম।
এখনি বুঝিবে সখার বিক্রম তব,
যথা মন্ত্রী রাধার নন্দন—
মোরা সবে না রহিব আর।

কর্ণ। ত্যজ স্থান, বিলম্ব না কর—
হীন সঙ্গে হয় হীন মতি,—
ভীরুজন উৎসাহ-নির্ব্বাণ-হেতু।

দ্রোণ। প্রতিফল এখনি পাইবে।
(গমনোদ্যত

ভীষ্ম। মতিমান্, ক্ষমা কর মোরে,
দুর্য্যোধনে দিয়ে যাও কারে—
ইন্দ্র সম আসে অরি!
আরে আরে আচার্য্যে নিন্দিলি—
না চিনিলি নিজ হিত;
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
শান্ত কর আচার্য্যেরে বিনয়-বচনে।

দুর্য্যো। গুরুদেব, জ্বলে দেহ পাণ্ডব স্মরণে,
সে কারণে ক্রোধে কটু এল মুখে,
আশ্রিতে না ত্যজিতে উচিত।

দ্রোণ। বৎস, অধিক না কহ আর,
ভীষ্ম-বাক্যে ক্রোধ হৈল উপশম।

দুর্য্যো। কৃপ মহাশয়, আচার্য্য-তনয়,
ক্ষম দোঁহে—আসন্ন সমর।

কৃপ। চিন্তা ত্যজ নৃপবর,
সবে মিলি করিব সমর,
নিবারিব ফাল্গুনীরে।

অশ্ব। প্রাণপণে সমর করিব কুরুরাজ।

দুর্য্যো। সখা, ভার তব না হও বিস্মৃত;
কহ পিতামহ,

অজ্ঞাত বৎসর হইল কি অতিক্রম
ভাবিলাম মরিল পাণ্ডব,
দূতগণ না পাইল ত্রিভুবন খুঁজি।
ভীষ্ম। অজ্ঞাত সময় হইয়াছে বহির্গত।
অঙ্গরাজ, রহ বূহমুখে,
কৃপাচার্য্য, আচার্য্য—দক্ষিণে বামে,
পৃষ্ঠে রহ দ্রৌণী ধনুর্দ্ধর,
শত ভাই অগ্রে রহ মোর,—
রক্ষা হেতু আমি রহি পাছে;
অর্দ্ধ সৈন্য রহুক বেড়িয়া গাভীগণে।
হের দীপ্তি মধ্যাহ্ন-মিহির—
ঝলসিছে মায়ারথ দূরে!
পূর্ব্বমুখে ধাইছে পবন-বেগে।
ধেনু মুক্ত করিবে এখনি;
আগুবাড়ি চল দিব রণ;
হের অস্ত্র বিবিধ-বরণ,
ঢাকিল গগনে রবি।
আগুবাড় সৈন্যের রক্ষণে—
বাহিরিল গোধন অপার,
দ্রুতগতি চল রণে।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব।

উত্তর ও অর্জ্জুন।

উত্তর। কভু কর্ণে নাহি শুনি
এ হেন কাহিনী প্রত্যক্ষ দেখিনু যাহা;
ধন্য শিক্ষা, ধন্য বীরবর,
এ হেন সমর ভুবনে সম্ভবে কারে,—
গাণ্ডীব-নিস্বন, অস্ত্র-প্রস্রবণ,—
অদ্ভুত কথন।
রথধ্বজ গর্জ্জে মুহুর্মুহুঃ,
রথের ঘর্ঘরে অনল ঠিকরে,
জন্মে মতিভ্রম তুরঙ্গম-হ্রেষারবে,
উজ্জ্বল করাল কিবা অস্ত্রজাল,—
দশদিক্ মুহূর্ত্তে ব্যাপিল——
যেন এককালে গগনমণ্ডলে
খসিল তারকা-ধারা অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ
উজলিয়া অমানিশা!
চতুরঙ্গ বাহিনী পড়িল।
মতিমান্,
অদ্ভুত সন্ধান, না স্পর্শিল গোধনেরে!
যেন বাহি গোবর্দ্ধন সলিল ভীষণ
মহাবেগে উথলি পড়িল,—
চারিদিকে প্লাবন ধাইল,
ভাসাইল নগর কানন গ্রাম,—
বারিবিন্দু না ঝরিল বৃন্দাবনে!
কিম্বা যথা লঙ্কার দাহনে—
পুড়িল কনকপুরী,—
মধ্যে অশোক-কানন,
না স্পর্শিল হুতাশন।
অর্জ্জুন। কি দেখিলে, কি হ'ল সমর—
দূরে কুরুগণে
কি কারণে অস্ত্র নাহি হানে?
জনে জনে কালান্তক সম,
করিলে সংগ্রাম, অস্ত্র অবিরাম
প্রসবিবে বীর ধনু
কোটি কোটি শঙ্খ নিনাদিবে,
গরজিবে রণোল্লাসে তুরঙ্গম,
বারণ সঘনে আরাবে পূরাবে দিক্;
রথের ঘর্ঘর দিগ্ দিগন্তর,
কাঁপাইবে সঞ্চালনে,
ধনুক-টঙ্কার,অস্ত্রের ঝঙ্কার,
লক্ষ লক্ষ হবে যাবে;
হের বেড়িয়ে আমায় বীরবৃন্দ ধায়,
মহাকায় সাগর-উচ্ছ্বাস যথা—
অস্ত্র-ভেলা করিব নির্ম্মাণ,
নিবারিব এ বীর-প্লাবনে।
উত্তর। কহ মহামতি, কোন্ কোন্ রথী
প্রবেশে এ মহাহবে?
দেহ পরিচয়, ঘুচুক সংশয়—
সৈন্যময় মাত্র হেরি।
বুঝিতে না পারি কিবা সমাবেশে
বেড়ে অরি চারি পাশে।
অর্জ্জুন। অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ, অমর-সমূহ
নিবারিতে যাহা নারে,
উজ্জ্বলবরণ রক্ত-বেদি-শোভিত কেতন,
রক্ত হয় রথখান বয়,
তাহে হের ধনুর্ব্বেদ আচার্য্যপ্রধান,

দ্রোণ মতিমান্,—
লক্ষ্য যার অলক্ষ্য সংসারে,—
বাহিনী দক্ষিণভাগ রক্ষিত তাঁহার।
বামে কৃপ, স্বর্ণদণ্ড ধ্বজে,
শীঘ্রহস্ত বীরকুল পূজে
বিক্রমে কেশরী—
অরিবৃন্দ নিরানন্দ যারে হেরি।
সিংহপুচ্ছ-শোভিত পতাকা,
উল্কা যেন জ্বলে নভস্থলে,
অশ্বত্থামা মৃত্যুপতি-ত্রাস,
অশ্বরবে জন্মিয়া হ্রেষিল,
ভুবন কাঁপিল ডরে অমর সংসারে,
আসে রণে পিতার দক্ষিণে,—
জ্বলন্ত অনল,
ব্রহ্মশির সদা করতল,
রিপু ভস্ম তৃণ হেন যাহে।
হের স্ববর্ণ-কুঞ্জর,—
বিশোভিত কেতু মনোহর,
বিপক্ষের কেতু শূর,
কর্ণ নাম, রাধার নন্দন—
সুরাসুরে বিদিত বিক্রম,
শিষ্য-স্নেহে জামদগ্ন্য রাম
মহা অস্ত্র দিল যারে,
মহা দম্ভভরে
আগে আগে আসিছে সমরে,
মম সনে সদা বাঞ্ছে রণ—
ভানুমতী-স্বয়ম্বরে, লক্ষ রাজা যারে
ডরে নাহি নিরখিল।
প্রবল কুঞ্জর,
মণি-মুক্তা-শোভিত পতাকা,
শ্বেতছত্র বেষ্টিত চৌদিকে,
ঐ রথে রাজা দুর্য্যোধন—
মহামানী মহাবল ধরে,
বৃকোদরে আহ্বানে সমরে,
গদা করে বজ্রধরে নাহি গণে।
পশ্চাতে তাহার দেব অবতার—
ভরতবংশের চূড়া,
পঞ্চতাল-বিভূষিত ধ্বজা
ভীষ্ম মহাতেজা,
ইচ্ছা-মৃত্যু, পৃষ্ঠ নাহি দেয় রণে,
অসম্ভব লোকে ক্ষত্রকুলান্তকে
পরাজিল অবহেলে,
কুরু সৈন্যাধ্যক্ষ,
বিপক্ষ বিচ্ছিন্ন যেই নামে।
লহ রথ কর্ণের সম্মুখে,
বীর-অহঙ্কার,
দর্প চূর্ণ তার
করিব প্রখর শরে।

উত্তর। জয় মৎস্যদেশ,
অর্জ্জুন সহায় যার।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তর।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন
প্রভৃতির প্রবেশ)

ভীষ্ম। দেখ দূরে আচার্য্য প্রবীণ,
দ্বাদশ মিহির দীপিছে কিরীটী ভালে,
কর্ণ আক্রমণ, পবন-গমনে
ধাইছে ধবল বাজী,
চাল অশ্বগণ, দীপ্ত হুতাশন—
ভস্ম হবে অঙ্গপতি ;
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা বীর,
নাহি রহ স্থির, অসংখ্য মিহির,
মহা অস্ত্র আবির্ভাব রণে—
দুই পাশে কর আক্রমণ,
রাধার নন্দন—
অসহায়, বারিতে নারিবে।

দুর্য্যো। সাধু সখা, কি শিক্ষা তোমার—
কোথা রাব আর—আঁধার ভুবন-ব্যাপী!

ভীষ্ম। উপেক্ষি জীবন কর রণ—
মহাশর অর্জ্জুনের করে
অশনি উগারে ঘন।

[দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুর্য্যো। এ কি!—মূর্চ্ছাগত, সারথি ফিরায় রথ!

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। এই স্থানে রহ দুর্য্যোধন,
হবে মহা ভীষণ সংগ্রাম,
বাক্য মম না কর হেলন,—

দীপ্ত হুতাশন অর্জ্জুন সমরে হেরি !
হের শরানলে ভাঙ্গিল বাহিনী,
মহারথীগণে
প্রাণপণে রাখিতে না পারে ঠাট,
ফাল্গুনীরে ফিরাব এখনি।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

দুর্য্যো। শুন দুঃশাসন, কি ছার জীবন—
একা রথে জিনে সবে ;
রথীগণ পাণ্ডবে উপেক্ষি যুঝে,
নিজ কার্য্য আপনি সাধিব,
গদাঘাতে পাড়িব অর্জ্জুনে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

(দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ)

দ্রোণ। শুন পুত্র, কোথা দুর্য্যোধন,
মারারথ ছোটে চারিভিতে,
পাইলে রাজারে বাঁধিয়ে তুলিবে রথে।

অশ্ব। পিতা, হের রণে ধায় দুর্য্যোধন।

দ্রোণ। চল পুত্র, রাজার রক্ষণে
মুহূর্ত্তেকে প্রমাদ পড়িবে।

[দ্রোণ ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

(অর্জ্জুন ও উত্তরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। শুন শুন বিরাট-নন্দন,
এই স্থানে ছিল দুর্য্যোধন,
ধন্য সৈন্য চালে পিতামহ,
না পাইনু কুরু-কুলাঙ্গারে !
হের দূরে শ্বেতছত্র ধবলকুঞ্জর,
অতি দ্রুত চালাও উত্তর,
নাগপাশে বাঁধিব বংশের পশু।

উত্তর। অবধান কর বীর্য্যবান্ ;
মস্তিষ্ক বিকল, অঙ্গে নাহি বল,
চালাইতে অশ্বগণে আর !
অনিবার গাণ্ডীব-ঝঙ্কার,
পূর্ব্বমূর্ত্তি নাহি তব আর,—
রক্ত আঁখি দ্বাদশ ভাস্কর খসে,
কর্ণের কুণ্ডল বিষম উজ্জ্বল,
ঝলে ভালে কিরীট মহান্,—
দক্ষযজ্ঞকালে
মহাবহ্নি-দীপ্তি যথা ধূর্জ্জটির ভালে !
অনুক্ষণ প্রচণ্ড মণ্ডল ধনুঃ,
বিষম হুঙ্কারে উগারে অস্ত্রের ধারা,
যেন কোটি কোটি অশনি জড়িত
বিদারিত ইরম্মদ-তেজে
অরি-পরে ঝরে অবিরাম !
মহামার কবন্ধ নাচিছে,
রুধিরে ভাসিছে ধরা,
রথধ্বজে বিকট চীৎকার,
কভু ঘোর অন্ধকার,
মধ্যে মধ্যে শঙ্খের ঝঙ্কার,
মহীধর-শির খসে যাহে ;
কভু ব্রহ্মমূর্ত্তি, নিরখি গগন ধরা
নাহি আর আর্ত্তনাদ বিনা !

অর্জ্জু। রে উত্তর,
কি সমর দেখিয়ে শুকালি।
দেখ্ দেখ্ ভুবন বিজয়ী সেনা,
পুনঃ পুনঃ বেড়িবে চৌদিকে
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিবে ;
নাহি ভয় ক্ষত্রিয়-তনয়,
সম্মুখীন বিপক্ষ বিগ্রহে,—
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব
দেখাইব বল তার।
শিক্ষা মম কৌরব বুঝিবে,—
রণে রক্তে তরঙ্গ বহিবে,
অশ্ব-করী ভাসিবে বিমানে,
করিব সন্ধান—লোমে লোমে প্রহারিব বাণ,
মহাসৈন্য অক্ষত না রবে কেহ ;
যে অস্ত্র-প্রভাবে, খাণ্ডব-আহবে,
পাশ দণ্ড কুলিশ ফিরিল,
পৃষ্ঠ দিল গরুড় সমরে,
দেব নর গন্ধর্ব্ব দানব
যক্ষ রক্ষ দিক্‌পালগণে,
যেই অস্ত্র কৃপায় দানিল,
কালকেয় পুড়িল যে শরানলে,
হের তূণে আছে থরে থরে,
দেখি কেবা সংগ্রামে রহিবে স্থির ;
পদে ধরি রাখিব তোমারে,
চা'ল অশ্ব অভয়-হৃদয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শকুনির প্রবেশ)

শকু। নাহি পল নিশ্বাস ফেলিতে,
ওহো,
হেথা অস্ত্র আসে চ'লে—

বাপ্ বাপ্ ফিরি পাকে পাক্,
ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।

[শকুনির প্রস্থান।

(অর্জ্জুন ও উত্তরের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জ্জু। শুন শুন বিরাট-নন্দন,
প্রাণ সত্ত্বে রণ না ত্যজিবে কেহ—
রথ রাথ, কটকে দক্ষিণে করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। দেহ রণ, না যাহ অর্জ্জুন!
এ কি! তমোময় বাণ-সম্মোহন—
সর্ব্বসৈন্য চেতন হরিবে?
জ্ঞানালোক নিভে বুঝি মম—
না চলে চরণ আর।

[প্রস্থান।

অর্জ্জু। পরকার্য্যে করিলাম বহু জ্ঞাতি-ক্ষয়,
কি কহিবে ধর্ম্মরাজ মোরে।

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর। এনেছি বসন,
উত্তরা যাচিল যাহা আছিল স্মরণে?
অর্জ্জু। স্পর্শ নাহি—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপে?
উত্তর। তব বাক্য হেলা নাহি করি দেব,
কি অদ্ভুত বীর্য্য তব!
অর্জ্জু। রাখ মম বিক্রম-বাখান,
রাজ্যে নাহি কহ আমি করিনু সংগ্রাম,
নিজ বলে সমর জিনিলে—
বার্ত্তা দেহ রাজ্যময়;
যত দিন নাহি হয় পাণ্ডব-উদয়—
প্রচার না কর কথা।
উত্তর। হব মাত্র ঘৃণার ভাজন—
মিথ্যা মম হইবে প্রচার।
অর্জ্জু। অকারণে মানা নাহি করি,
আইল শর্ব্বরী, চল যাই রাজ্য-মুখে।
উত্তর। দেবের তনয় হইল সহায়,
জানাব' পিতারে আমি।
অর্জ্জু। কহ যেবা তব মন,
নাহি দেহ পাণ্ডবের পরিচয়।
উত্তর। মতিমান্, বিজয় প্রতিজ্ঞা তব,
আর কিবা প্রতিজ্ঞা তোমার?
অর্জ্জু। যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন—
সবংশে নিধন তার;
চল, পুরবাসী সচিন্তিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণ প্রভৃতির প্রবেশ)

দুর্য্যো। দেথ—দেথ, মাতুল এ স্থলে
পাকে পাকে বুলে,—
পাশ-অস্ত্রে বদ্ধ হস্ত-পদ,
মুক্ত কর মাতুলেরে।

(শকুনির বন্ধন-মোচনে গমন)

শকু। মৃত আমি, নাহি মার বাণ।
দুঃশা। মুণ্ডে বাজ—হারায়েছ জ্ঞান,
রণ পরিহরি শিহর সাপক্ষ হেরি!
শকু। কহ কটু, প্রাণে না মারহ!
দুর্য্যো। না দেখ নয়নে, কে মারিবে প্রাণে,—
দুঃশাসন খুলিছে বন্ধন।
শকু। দুর্য্যোধন! বাপ—বাপ,
হেন শাস্তি
ছার ধেনু হেতু ঘুরিলাম পাকে-পাকে—
যেন পাশা মম সভাস্থলে!
দ্রোণ। দেখ—দেখ, নিরুৎসাহ সুশর্ম্মা ভূপাল,
পরাজয় পাইল বুঝি ভীমের সমরে।

(সুশর্ম্মার প্রবেশ)

সুশ। মহারাজ, তিল আর না রহ এথানে,
গন্ধর্ব্বে নাশিবে সবে।
রণ জিনি বাঁধিয়ে বিরাটে
আনিলাম কৃষ্ণানদী-পারে—
বিরামের তরে শিবির পাতিনু তথা,
এল—এল, বিরাট আকার,
কোথা দুর্য্যোধন, কোথা দুঃশাসন,
কোথা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ—
এই মুখে রব তার,
এল ধেয়ে সংহার-মুরতি!
কুঞ্জরে কুঞ্জর, অশ্বে অশ্ববর,
রথে রথ বিনাশিল,
বেত্র সম চালিল শাল্মলী!
সর্ব্ব-সৈন্য দলি,
কেশে ধরি আমারে লইল,
অন্য-করে বিরাটেরে ধ'রে
চলিল পবন-বেগে,

কর্কশ কর্ষণে হারাইনু জ্ঞান,
কিছু নাহি জানি আর—
মৎস্তসৈন্ত-মাঝে লভিনু চেতন।
বিরাট-সভায় কঙ্ক দয়াময়,
সেই দিল প্রাণ দান।
ভীষ্ম। বৎস দুর্য্যোধন, ধরহ বচন,
ভীমসেন, আচার্য্য কহিল যাহা।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পরাপর নাহি জ্ঞান—
মুণ্ড রাখি কিরীটী কাটিল,
তোরে না বধিল, অর্জ্জুন বান্ধব-প্রিয়;
সে আসিলে কারে না ছাড়িবে,
চল বৎস, চল রাজ্য-মুখে।
দুর্য্যো। শ্রেয়ঃ হেয় দেহ বিসর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী।

যুধি। শুনিলাম বহু সৈন্য রণে হৈল নাশ,
শত্রুমধ্যে হ'ল কি প্রকাশ
তুমি বীর ধনঞ্জয়?
অর্জ্জু। পরিচয় আচার্য্যে দানিনু অস্ত্রমুখে,—
গুরুর উত্তরে
বুঝিলাম কৌরবের মন,—
রাজ্যধন যুদ্ধ বিনা নাহি দেবে।
ভীম। যুদ্ধ—যুদ্ধ! সন্ধি নাহি চাই।
যুধি। কহ ভাই, কি কর্ম্ম করিলে—
খণ্ডে নাহি অজ্ঞাত নিয়ম,
সত্যবদ্ধ আছি সবে, পুনঃ যাব বনে।
অর্জ্জু। মহারাজ, উর্ব্বশীর শাপমুক্ত আমি,
ক্লীবত্ব ঘুচেছে মম,—
বৎসর হয়েছে অতিপাত।
যুধি। সহদেব, গণনায় করহ নির্ণয়।
সহ। পল পল—দিন দিন, নিত্য নিত্য গণি—
পরদাস বঞ্চিলাম সময় গণিয়া,
ত্রয়োদশ দিন আরও অধিক হইল।
ভীম। সহদেব, কোল দে রে মোরে,
জয় ধর্ম্মরাজ অবনী-ঈশ্বর,
পুরন্দর জিনি প্রভা!
যুধি। স্থির হও বৃকোদর,
শুভ দিনে হইব প্রকাশ।
সহ। আজ প্রাতে শুভদিন রাজা।
দ্রৌপ। হের ঊষা বিকাশে লোহিত আভা।
যুধি। আজি তবে হইব প্রকাশ।
সকলে। জয় জয় যুধিষ্ঠির, অবনী-ঈশ্বর।

(যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে উপবেশ

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর। জয় জয় ধর্ম্ম নররায়,
নরোত্তম ধর্ম্ম-অবতার!
যুধি। বান্ধব-প্রধান তুমি, জনক তোমার—
আশ্রয়ে যাঁহার,
ছয়জন বঞ্চিলাম নিরাপদে।

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরা। এ কি, সুরাপান করিয়াছে সবে!
গর্ভপাৎ হয় এ চীৎকারে।
উঠে মৃত মহানিদ্রা ত্যজি,—
আরে কঙ্ক, এ কি আচরণ?
কোথা ব্রহ্মচর্য্য তোর?
বিলাস-বঞ্চন, মৃত্তিকা-শয়ন,
কোথা আজি?
কোন্ লাজে বসেছিস্ সিংহাসনে?
পঞ্চস্বামী গর্ব্ব সদা কর,
কেশিনী সৈরিন্ধ্রী-সতি,—
এই কি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর?
যুধি। উগ্র নাহি হও ভীমসেন।
বিরা। সুরাগ্নি নয়নকোণে ঝরে,
এ কুবুদ্ধি কে দিল রে তোরে,—
ছত্র করে দাঁড়ায়েছ পাশে!
আরে বৃহন্নলা, হলো শিক্ষা-বেলা,
করযোড়ে আছ উপস্থিত!
আরে অশ্বপাল, আরে রে গোপাল,
দুই ভিতে চামর ঢুলাও!
আরে রে উত্তর, আছ ভূমি'পর,

কপিবর রামপদে যেন !
হারাইলি জ্ঞান,
নাহি জানি কিবা মন্ত্রবলে !
একেশ্বর জিনি কুরুদলে,
মহাকীর্ত্তি ভূতলে স্থাপিলে,—
এই কি রে পরিণাম তার ?

উত্তর। পিতা, শীঘ্র কর নমস্কার,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার !
হের বীর বৃকোদর,
সুশর্ম্মা-সমরে করিল যে পরিত্রাণ,
যার গদার বাতাসে—
সৈন্য উড়ে রেণু সম !
বৃহন্নলা নয়, হের ধনঞ্জয়,—
যে দেব-তনয় হইল সহায়
দুস্তার কৌরব-রণে !
দেখহ নকুল,
অরিকুল নিকটে না রহে যার
শক্তিধর কুমার সমান,
হের বীর্য্যবান্ সহদেব !
হের যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ-নন্দিনী—
লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভবে !—
জয় জয় জয়, পাণ্ডব-উদয়,
জয়বার্ত্তা দেহ রাজ্যময় ;

বিরা। সত্বর উত্তর, রাজ্যে দেহ রে ঘোষণা,
জয় জয় বাজুক বাজনা,
মহোৎসব হোক্ রাজ্যময় ;
জন্ম জন্ম কত পুণ্য করিলাম আমি—
পাণ্ডবের স্বামী প্রকাশ আমার পুরে !
দীনজনে করুণা-নয়নে
চাও ওহে ধর্ম্মরাজ !
কন্যাদায়ে পরাণ আকুল,
অনুকূল হও নৃপমণি,
করি যোড়পাণি, পাণ্ডব ফাল্গুনী,
কন্যা মম করহ গ্রহণ।

অর্জ্জু। অবধান ধর্ম্ম নৃপমণি,
নিবেদন ভীমসেন তব পদে,
রাজরাণী শুন যাজ্ঞসেনি,
শুনহ নকুল, শুন শুন সহদেব,
নাহিক দুহিতা মম, পাইয়াছি দুহিতা এ পুরে।
যদি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মরাজ,
সবাকার হয় অভিমত,
কিনিব কুমারী আমি অভিমন্যু-পণে।

যুধি। বৈবাহিক, এস করি কোলাকুলি।

ভীম। রাজা, কোল দেহ বল্লভ ব্রাহ্মণে।

নকু। অশ্বপাল তব।

সহ। গোপালে না ভুল রাজা।

বিরা। যেন সুধাকর সুধা প্রদানিল,
আমোদে বিভোর তনু !

যুধি। ভ্রাতাগণ, বার্ত্তা দেহ বান্ধব-সমাজে,
যুদ্ধ যদি কৌরবের মন,
বন্ধুগণ মিলিতে উচিত।

অর্জ্জু। মায়া-রথে যাইব এখনি,
তিনপুর জানিবে বারতা,
আসিব শ্রীকৃষ্ণ সহ অভিমন্যু ল'য়ে,
প্রভাকর না ঢাকিতে যামী !

যুধি। প্রাতঃকৃত্য চল সবে করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কুঞ্জবন।

উত্তরা।

উত্তরা। পোহাইল সুখের যামিনী,
পুনঃ হাসিল মেদিনী
রঞ্জিল কিরণ-ধারে।
সেই কুঞ্জবন,
প্রফুল্ল গাইছে পাখীগণ,
ঢলি ঢলি কলি ছড়াইছে বাস,
দিক্ সুপ্রকাশ,
কিন্তু হায় বৃহন্নলা না শিখাবে আর !
অভিমন্যু নামে
স্বপ্নদৃষ্ট দেবের নন্দনে,
হেরি যেন শূন্যপথে,
ঝরে ফুল পদধ্বনিপ্রায়,
প্রতি বার বিচঞ্চল কলেবর !—
কি জানি অভ্যাসে যদি বলি বৃহন্নলা,
তাতে লজ্জা করিতে নারিব।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদে। কে জানিত অদৃষ্ট প্রসন্ন হেন—
পাণ্ডব-কুমারে তনয়ারে সমর্পিব।

উত্তরা। (গীত)

যোগিয়া-ত্রিতালী।

দুকূল বাসে হেম-উষা হাসে,
কমলিনী প্রমোদিনী বিমল সলিলে।
হেলা দোলা, ফুলকুলকুন্তলা,
তমাল-সোহাগিনী ধীর অনিলে।
কোকিল-কাকলি-কূজিত কুঞ্জে,
পরিমল আকুল অলিকুল গুঞ্জে;
বনরাজি রঞ্জিত নীহার-হারে,
ভর ভর ঝর ঝর মুকুতা-ধারে,
নির্ঝর সঙ্গীত মধুর তারে;
মাধুরী হিল্লোল মৃদুল বাহিল,
কেন কেন কেন মম প্রাণ মোদিল,
নাচে নবীন প্রাণ অরুণ হাসিলে।

সুদে। মরি মরি কি মধুর ধ্বনি,
কেন বিষাদিনী মা আমার?
পাণ্ডব-শিক্ষায়,
কি সুন্দর কন্যা মম গায়!
বধূ বলি শিখাইল সযতনে।
রিপু জয় ধনঞ্জয় বীর,
কেন—কেন মা আমার,
বিমল গগন পানে চাও?
উত্তরা। মা আমার,
(গলা ধরিয়া) মা—মা!
সুদে। কেন গো বিরস মুখ তোর?
কত শত অমূল্য রতনে
সাজাইব তোরে,
বর নিয়ে বসিবি বাসরে,
চাঁদমুখে হেরি হাসি মা আমার।
উত্তরা। হ্যাঁ মা, হাসে সবে বিয়ের সময়?
সুদে। উন্মাদিনী নন্দিনী আমার!
উত্তরা। মা গো, কেঁদে যেন উঠে প্রাণ,
দিবস-শর্ব্বরী—
চারিদিকে কিরণ-শরীরী,
কভু হাসি, কভু কাঁদি হেরি কারে—
জননি তোমার, কেমনে দেখিব আর?
সুদে। আমি যাব, তুমি মা আসিবে।
উত্তরা। তবে বৃহন্নলা—
না, না তাতে কেমনে দেখিব?
মা গো, কত দিকে ঘোরে মন!

সুদে। এস মা আমার,
করিব মঙ্গল-পূজা তোমার কল্যাণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী।

শ্রীকৃষ্ণ। কহ সুবদনি, বেণী বাঁধিবে কেমনে,
সন্ধি যদি করে দুর্য্যোধন?
যুধিষ্ঠির, শান্তি বিনা নাহি যার মন,
রণ-আকিঞ্চন কভু না করিবে সতি,
এলোকেশী চিরদিন রবে?
ভুজঙ্গিনী বেণী আর না দুলিবে—
যাহে
স্বয়ম্বরে বিমোহিলে নৃপতি-সমাজ?
দ্রৌপ। তোমা বিনা মনোবাঞ্ছা কে পুরাবে হরি,
যদি হে মুরারি, হও বিঘ্নকারী—
নারী আমি কিবা সাধ্য আর?
বেণী না বাঁধিব,
কৃষ্ণ ব'লে সলিলে ত্যজিব প্রাণ।
যবে স্বয়ম্বরে চক্র-ছিদ্রপথে,
মৎস্য-চক্ষে দ্রোণ প্রহারিল শর—
চক্রধর,
চক্র আচ্ছাদনে বিফল করিলে বাণ,
কর্ণের সন্ধান নিবারিলে যদুবীর,—
বুঝি ভেবেছিলে স্থির,
বিধিমত অবমান করিবে নারীর?
বুঝি বৃন্দাবনে মানিনীর মানে
পেয়েছ যে অপমান,
প্রতিদান করিবে তাহার?
ধরি পায়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শিখেছ কি নিঠুরতা,
তাই ব্যথা দিবে
চরণে আশ্রিতা অনাথিনী রমণীরে?
শ্রীকৃষ্ণ। পরিহাস রাখ সুলোচনা,
চিরদিন জান তুমি নৃপতির মন;
ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিচার,
ধর্ম্ম বিনা নাহি তাঁর আর,

চিরশান্তি হৃদি-মাঝে,—
বিগ্রহে বিরত সদা মতি।
দ্রৌপ। হে মাধব,
কিবা তব মন শুনিবারে করি সাধ।
শ্রীকৃষ্ণ। নহে ইহা যাদব-বিবাদ,
কৌরব-বিগ্রহে মতামত কিবা মম ?
দ্রৌপ। পীতবাস,
তোমা বিনা পাণ্ডবের কিবা গতি ?—
হে রাধা-রঞ্জন, লজ্জা নিবারণ
কে করিত সভামাঝে,
যবে দুঃশাসন বসন টানিল বলে ?
দুর্ব্বাসা-পারণে জনার্দ্দন বিনে
কে রাখিত পাণ্ডবেরে ?
ভুলায়ো না আর—
একে ভোলা মন নারায়ণ ;
নারী আমি,
কিবা অধিকার বিগ্রহ-সন্ধিতে মম ?
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,—
পাঞ্চালীর কৃষ্ণ সখা ;
কহি আমি সখারে কাঁদিয়ে,
দহে হিয়ে প্রতিহিংসা-হুতাশন !
রজঃস্বলা একবস্ত্র বালা—
কেশে ধরি টানিল বসন।
শান্তি যদি নৃপতির মন,
দুর্য্যোধনে দিন্ আলিঙ্গন,
হোক্ শান্তি ভুবনে প্রচার,—
শান্তি প্রাণ না চাহে আমার।
পাণ্ডবের গৃহে শান্তি না রহিবে কভু,
জলে বা গরলে, জলন্ত অনলে, কিবা—
হরি তব পদ স্মরি—
ত্যজিব এ হেয় প্রাণ ;
জানিব হে মনে দীননাথ নহ তুমি,
মনস্তাপ রমণীর নাহি জান !
হে মাধব, কর যেবা তব মনে।
শ্রীকৃষ্ণ। অকারণে নাহি কহি চন্দ্রাননে।
দ্রৌপ। পায়ে ধরি রাখ হরি,
পূর্ব্বকথা আন্দোলন,
এ উৎসব দিনে
নিরানন্দ কি হেতু করিবে ?
হেন বুঝি—
সমাজে হে পুনঃ লাজ দিবে মোরে ?
শ্রীকৃষ্ণ। জান না—জান না কৃশোদরি,
যে অনলে জ্বলে প্রাণ মম ;
তাই কহ
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা ;
সরলে, জান না—
দিন দিন পলে পলে কত সহি !
উন্মত্ত প্রভাবে দুর্দ্দম ক্ষত্রিয়দল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—
দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কার শস্য দহে শরানলে,
কার গৃহ চূর রথ-সঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,
জায়া পুত্র অন্ন বিনা মরে,
সন্তানে না পাঠাইলে রণে,
নৃপ-কোপে সর্ব্বনাশ তার ;
বলাৎকার—সুন্দরী দেখিলে,—
প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীন স্বামী, পিতা কি করিবে ?
রক্ষক ভক্ষক—
নীরবে দারুণ জ্বালা সহে,
কারে নাহি কহে,
উষ্ণশ্বাস সমীরণ বহে,
যে তাপে হৃদয় দহে মোর।
দীন আমি, দীন সহ সম ব্যথা মম,—
বদ্ধ কারাগারে,
দীন পিতা জননী আমার,
বেদনা-ব্যথিতা,
তবু সন্তান কামনা
নাহি করে অভাগিনী।
জাগিছে প্রহরী,
পুত্রে ধরি তখনি বধিবে
যমদূত নৃশংস কংসের দাস—
আশাশূন্য কারাগারদ্বারে।
কারাগার জন্মস্থান মম,
ঘোরতর বারি-বরিষণ,
অশনি-নিঃস্বন,
ঘোরবাত শন্‌শনি প্রলয় দুর্যোগ,
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাহে।
দীনের নন্দন,
দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনাপার।
দীন বৃন্দাবনে
দেখিলাম দীন-হীনগণে,
দীন নন্দ, দীন মা যশোদা,

দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপালবালক,—
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা।
শুন সতি, জ্বালিব অনল,
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দল বল
জ্বালাইব সে আগুনে,
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপনা ;
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্য্যে আমার।
পঞ্চজনে একই বন্ধনে
বাঁধিতে জনম তব,
উৎসবে, ব্যসনে,
তিলমাত্র না হও বিস্মৃত ;
বীরাঙ্গনা,
পঞ্চজনে উত্তেজনা-ভার তব।

দ্রৌপ। গতি মতি সকলি হে তুমি,
কহ, আমি নারী কোন্ কার্য্যে অধিকারী ?

(নেপথ্যে ভেরী রব)

শ্রীকৃষ্ণ। বাজে শুন পাঞ্চালের ভেরী,
আইল বুঝি পিতা ভ্রাতা তব।
পাইলে বিরলে
ধৃষ্টদ্যুম্নে কর' উত্তেজনা,
বিরাট, পাঞ্চাল
দুই মাত্র পাণ্ডব সহায়।

দ্রৌপ। পীতাম্বর পাণ্ডবের একমাত্র সখা,—
মিছা অন্য সহায় সকল।
যাই, রাণী আছে প্রতীক্ষায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুরী-অভ্যন্তরস্থ পথ।

সৈন্যগণ।

১ম সৈ। বাজ্না বাজ্ছে ঝমাঝম্,
নাচ চলেছে রমারম্,
রাজা রাজড়া—বেদম এসে পড়েছে।

২য় সৈ। আমাদের কি তা বল্,
লড়াই বাধ্লো তো চল,
বে' হবে তো খাড়া হ দল।

১ম সৈ। কেন, তুই কোথায় ছিলি ?
ভীম ঠাকুর কত টাকা দিলে।

২য় সৈ। আরে রাখ্ টাকা,
ঠ্যাং গিয়েছে চ'লে চ'লে ;
যদি বাজ্লো ভেরী
চল্লো সব সারি সারি ;
এলেন কি না খড়্গাদ্যুম্ন,
এলেন কি না কানাই বলাই বাস্তুকি,
বলি আমাদেরও তো জান্, না কি ?

১ম সৈ। তুই ঘোর পাতকী,
কোথা ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি,
না বল্লেন,—খড়্গাদ্যুম্ন বাস্তুকি ?

২য় সৈ। আরে বুদ্ধির ঢেঁকি,
যে ম'লাম নাম, অত মনে থাকে কি ?

১ম সৈ। ঐ দেখ্, আবার সেই পাগ্লা বামুন এল।

২য় সৈ। ভালই তো হলো,
আসুক চ'লে, এবার তুই দিস্‌নে ঠেলে
বেড়ে মিঠে মিঠে বলে।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্ম। আরে শুনেছিস্
মস্ত কেলে বেড়ালছানা,
রাজ্যে এসে দেছে হানা,
ভেঙে গেছে সাওড়ার ডাল,
মানুষ মরবে পালে পাল।

১ম সৈ। তুই বারণ করিস্, কিছু বলিস্ নি—
শালার খালি গাল।

ব্রাহ্ম। কাগা গিয়েছে দক্ষিণমুখো
এবার ভারি শুকো,
প্রাণ পূরে যাই কল্যাণ ক'রে,
না খেয়ে সব প'ড়ে ধুঁকো।

১ম সৈ। দেখ্, এই শুভদিনে
গাল দেয় যা আসে মনে,
দাঁড়িয়ে শুন্‌ছি দু'জনে
কেউ যদি শোনে—
ফের পড়্বে গর্দ্দান নে।

২য় সৈ। ওঃ আমার কি রাজা!
কচ্ছে মজা শুন্‌লে তোর বড় দোষ ?
তোর রসের কথায় মন লাগে না,
ঐ বড় আপশোষ!

ব্রাহ্ম। আরে শোন্ ভাল কথা,
ঐ গাছে ছিল মড়ার মাথা,

শকুনিতে চোক ঠুকুরে গেছে,
এবার দেখ্ছি এ চে
হিঃ হিঃ মরদের পো, কেউ যাবে না বেঁচে।
১ম সৈ। দূর হ,—যা।
ব্রাহ্ম। কা—কা—কা—
উঠলো বলে হা—হা—হা,—কা—কা—কা।
[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

(দ্রৌপদী, উত্তরা ও নারীগণের প্রবেশ)

নারীগণ।— (গীত)

ধূল-সারাঙ্গ,—দাদ্রা।

পুলিনে কালা খেলে জলে যাব না লো।
গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব, না লো॥
ওলো সাধে কি বলি লো যাস্‌নে জলে,
কত রঙ্গ করে হেরে অঙ্গ জলে;
মানা মানে না হেসে লো সঙ্গে চলে;
কথা কইতে এলে কথা কব না লো।
কুল-মান গেলে ফিরে পাব না লো॥

দ্রৌপ। শ্রী অতি সুন্দর গড়েছে
পুরোহিত-জায়া তব।
উত্তরা। দেখ গো জননি,
কে ব্রাহ্মণ মলিন বসন—
অতি দীন, দেহ কিছু দান।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্ম। (দ্রৌপদীকে দেখিয়া) মা আমার
এলোকেশী ধূমাবতী,
থাক্‌বে না কারু বংশে বাতি,
কা—কা—কা, হা—হা—হা।
[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

সুদে। পাগল ব্রাহ্মণ,
নিতান্ত দুর্ম্মুখ, তাই হেন দশা।

নারীগণ।— (গীত)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—যৎ।

কালা বাজালে বাঁশরী, কয়' মানা,
ঘরে ননদিনী সে কি জানে না লো।
ডাকে রাধা ব'লে,
কত লোকে কত বলে ছলে;
জ্বালা মনে রাখি,
লাজে আঁচলে বদন ঢাকি,
আর সহে না লাঞ্ছনা লো।

(ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপ। হে ব্রাহ্মণ,
কুবচন বল কি কারণ?
লহ ধন।
ব্রাহ্ম। (উত্তরাকে দেখিয়া) এটী কি তোর মেয়ে?
আহা, দেখ্ রে চেয়ে যেন ক্ষীর-পুত্তলি,
শীগ্‌গির খুল্‌বে হাতের কলি,
কা—কা—কা, হা—হা—হা!
উত্তরা। মা—মা!
সুদে। কি কর রক্ষক?
১ম সৈ। ওরে সর্ব্বনাশ হলো,
পাগলের ভয়ে গর্দ্দানা বুঝি গেল।
ব্রাহ্ম। আস্‌ছে কলি, ঠিক বলি
তাই ঠেলাঠেলি।
[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

নারীগণ। (গীত)

যোগিয়া-ভঁয়রো—নকৃটা।

ও মা কেমন যোগী, ছি ছি লাজে মরি,
সাধে পায়ে ধরে, বল' কি করি লো।
ভাসে নয়ন দুটী, তুলে বদনখানি,
বলে রাখ' রাখ' মানিনী লো।
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
ওলো যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

—০—

উপবন।

অভিমন্যু।

অভি। কি সুন্দর চলে মায়া-রথ!
পুন যদি মন্দানল হয় হুতাশন,
আমি যাব দেব-রণে
পিতার সমান পাইব বিমান ধনুঃ।
স্বয়ম্বর উঠিল ভারতে
নাহি আর লক্ষ্যভেদ পণ,
কোথা যদি হয় স্বয়ম্বর,
নাহি কহি মাতুলে জনকে,
কন্যা আনি দিই বন্ধুগণে,
বিবাহ হইবে, কন্যা মম কিম্বা কার।

হাসি পায় পূর্ব্বকথা হ'লে মনে,
লক্ষণার আশে শাম্ববীর গেল স্বয়ম্বরে,
সূতপুত্র বাঁধিল তাহারে,
ডুবাইল যাদব-গৌরব।
নহে মম বিবাহসময়,
করি অরি ক্ষয়
বিবাহের ছিল বহুদিন;
চিন্তায় না নিদ্রা আসে মম,
কি জঞ্জাল, বালিকা ফিরিবে সাথে সাথে!
কত দিনে ঘুচিবে বালক নাম,
কেহ না বারিবে
মহারণে করিতে প্রবেশ।
রহ দুর্য্যোধন
দেখিব কতেক সৈন্য করিবে সঞ্চয়,
বৃদ্ধ ভীষ্ম কিরূপে বা রাখে ঠাট,
শুভক্ষণে ধনুঃ করে ধরিলেন তাত
বজ্রপাত ধনুক-টঙ্কারে।
অন্যমনে আসিলাম বহুদূরে
আহা,
সুন্দর চন্দ্রমা খেলে কুমুদিনী সনে।
বসি এই সরসীর তীরে ;—
গোপরাজ্য মনোহর হেন,
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। একাকিনী সঙ্গিনী চৌদিকে যেন,
গায় যেন মৃদুস্বরে—
স্বপ্নে হেরি সকলি উজ্জ্বল,
ছায়া আসে কোথা হতে?
ওই সেই দেবের কুমার
ওই ছায়া!

(মূর্চ্ছা)

অভি। মরি মরি, আপন পাসরি
কে খসিল সুধাকর হ'তে?
মরি মরি,
প্রাণে পাই ব্যথা, ছিন্ন স্বর্ণলতা,
কৌমুদী-গঠিত কায়,
নিবিড় কুন্তলে কৌমুদী আদরে খেলে,
নয়ন-রঞ্জিনী, উঠ বিনোদিনি,
সুচারুহাসিনি, কেন এ শয়ন তব?
উত্তরা। রহ তুমি, নাহি যাও দূরে
ভয় হয় ছায়া হেরে।

অভি। এ কি ভাব বদনে নেহারি
বুঝি উন্মাদিনী
সুবিকাশ নলিন-নয়ন,
শূন্যপ্রায় নাহি তাহে ভাব।
উত্তরা। ধর তুমি কুমারীর বেশ,
নহে লজ্জা পাব,
দোঁহে মিলে গাইতে নারিব,
গাও গান, শুনি প্রাণভরে।
অভি। শুন শুন বালা, না হও উতলা,
কেন কেন পড়েছ ধূলায়,
ছিন্ন কমলিনী সম?
শূন্যে কিবা হের, কহ কথা, চন্দ্রাননি!
উত্তরা। গাও সে মধুর গান,
নহে প্রাণ হইবে অধীরা,
সে মধু লহরী নিত্য মম মনে জাগে,
গাও নহে যেতে নাহি দিব।

অভি। (গীত)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

যামিনী ঝিমি ঝিমি শশী সনে ভাসে,
নির্ম্মল নীল নীরব আকাশে
তারাদল ভাসে প্রেম-পিয়াসে।
মৃদু মধু কল্লোল, ঝল মল হিল্লোল,
কুমুদ-বদন চুমি কৌমুদী হাসে।
নীহার মালিনী নীল নিকুঞ্জে,
মেদিনী তারকা নবকলি মুঞ্জে
হেলিছে খেলিছে সমীরে বিলাসে
আমোদিনী কেন মুদিত নিরাশে।

উত্তরা। সুন্দর এ গীত, কিন্তু নহে সে সঙ্গীত,
গাও সেই গীত,
গেয়েছিলে যাহা রবির কিরণে
শিখীপরে ধনুঃশর করে,
প্রাণ মম শূন্যে উড়ে যায়,
আছে প্রতীক্ষায়, না আসিবে কায়,
সে সঙ্গীত না শুনিলে।
অভি। নিশ্চয় এ উন্মাদিনী;
বল সুলোচনে,
কোন্ গান শুনিতে বাসনা?
উত্তরা। কেমনে বলিব,
নাহি মম কিরণ শরীরী তোমা সম,
নাহি সে কিরণ-স্বর,
স্বরে নাহি নাচে,

সে সুন্দর কিরণ-শরীরী ছবি,
করো না বঞ্চনা, নিত্য শুনি গান আমি।
অভি। না হও উতলা শুন গান,
এও অতি মধুর সঙ্গীত।

নটনারায়ণ—ঝাঁপতাল।
তড়িত জড়িত বিপুল লোহিত,
বরণোজ্জ্বল প্রবল দানব দলবল হর,
শক্তিধর শিখীপর বিহরে।
ঘন হুঙ্কার ঘোর, তোমর ঝর ঝর,
প্রখর রুধির ধার,
প্লাবিত ধরাধর সমরে॥
ময়ূর গভীর কেকারব,
ত্রিপুর দূর দূর প্রলয় উৎসব,
ভৈরব আহব, উথলে মহার্ণব,
দ্বাদশ ভাস্কর ঠিকরে॥

(বিরাট, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রবেশ)

বিরাট। হেরি রাণী অন্তরাল হ'তে,
বার্ত্তা ত্বরা দিল মোরে।
উত্তরা। বৃহন্নলা নাহি তব বেণী?
ওই ছায়া! (মূর্চ্ছা)
অর্জ্জুন। এ কি এ কি সংজ্ঞাহীন বালা!
কি হেতু হাসিলে হরি?
শ্রীকৃষ্ণ। সখা, বালক বালিকা খেলা হেরি।
অর্জ্জুন। উঠ মা আমার!—
উত্তরা। বৃহন্নলা, পিতা—পিতা,
কোথা আমি ধর মোরে কাঁপে মম হিয়া।
বিরাট। (অভিমন্যুর প্রতি) বৎস, দরিদ্রের ধন,
সঁপে দিই হাতে হাতে,
রেখ তুমি সযতনে।
উত্তরা। (চুপি চুপি) ছি ছি!
যুধি। আজি হ'তে তুমি মা আমার,
পঞ্চপুত্র হের মা তোমার।

(দ্রৌপদী ও সুদেষ্ণা র প্রবেশ)

দ্রৌপদী। রাজরাণি,
জামাতারে ধরেছে কি মনে?
দেখ চেয়ে বিনা পণে কিনি নাই ধন!

যবনিকা-পতন।
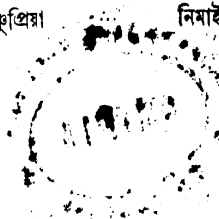
চৈতন্য-লীলা।

(ভক্তিমূলক নাটক)

ন্দ২রা আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ			স্ত্রীগণ		
জগন্নাথ মিশ্র	...	নদীয়া-নিবাসী ব্রাহ্মণ।	শচীদেবী	...	মিশ্রের স্ত্রী।
নিমাই	...	মিশ্রের পুত্র।	লক্ষ্মীদেবী	...	নিমাইয়ের ১মা পত্নী।
(শ্রীচৈতন্য-অবতার)			বিষ্ণুপ্রিয়া	...	নিমাইয়ের ২য়া পত্নী।
নিত্যানন্দ	...	অবধূত।			
গঙ্গাদাস	...	অধ্যাপক।			
অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ	...	বৈষ্ণবগণ।			
জগাই, মাধাই	...	পাষণ্ডদ্বয়।			

পাপ, ষড়্‌রিপু, কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, মুনি, ঋষি, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরীগণ, অতিথি, ব্রাহ্মণগণ, গণক, সন্ন্যাসী, ভট্টাচার্য্যদ্বয়, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

চৈতন্য লীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

পাপের সভা।

পাপ ও ছয় রিপু।

পাপ। যত্নবান্ কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,
মম অধিকার ক'রেছ প্রচার;
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি
নাহি পায় স্থান,
কোথা প্রস্থান ক'রেছে তারা,
কৈ দেখি নাহি বহুদিন।
কার্য্যাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে,
দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্দ্ধন,
যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে
কর কাম, গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।

কাম। কিবা নাহি জান মাতঃ,—
মম শক্তি তোমার কৃপায়;
কুৎসিত প্রকৃতিরূপা তুমি,
ব্যাপি আকাশ পাতাল ভূমি,—
চিরদিন করহ বিহার,
মোহিনী তোমার
বর্ণিবারে কেবা পারে,
শুন মাতা যথাসাধ্য করি তব কাজ।
বসে নারী বিলাস-ভবনে,
বিলোল-নয়নে—
দর্পণে অধরে রাগ হেরে;
কাকপক্ষ সম,
নিতম্ব-লুণ্ঠিত সুচিকণ কেশজাল,
যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে
মনোলোভা ধবল সরল,
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
ফুল্লমন,—
সুগন্ধের ভার কুসুমের হার
পরে গলে,
দোলে মালা পীন-পয়োধরে;
ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,
'কেন লো কেন লো সুলোচনে,
একা হেথা বসি অযতনে,
যুবা-মন করি আকর্ষণ,
কেন নাহি রাখ বেঁধে?
যাও যাও, অলসে কি হেতু রও,
দম্ভ করে যুবাগণে সহ বা কেমনে,
কেন না কাঁদাও,
চরণে না লুটাও সবারে?
দেখ লো নিবিড় কেশজাল,
যাহে যুবা-মন ক্ষুদ্র মীন সম
শত শত রহিবে জড়িত;
দেখ দেখ, কটাক্ষে তোমার
কত শত ফুলশর;—
মন্মথমোহিনী অধরে দেখ না রাগ,
হেরে তোর পীন-পয়োধর
কার প্রাণ না হয় কাতর?
বিচঞ্চল লাবণ্যের জল
ঢল ঢল কলেবরে,
হেরে তুষানল প্রবল না হবে কার?'
স্থির-মনে শুনে বামা,
উঠে সে ঈষৎ হাসি—
প্রতিবিম্ব আরসী সম্মুখে ধরে;
ধায় বিমোহিনী দিগ্বিজয় করিবারে।
অলস হেরিলে নরে, কহি গিয়ে তারে,
'কি কর হে ভুবনমোহন!

দেখ দেখ মরে নারী তোর তরে,
যাও ফুল-শয্যা-পরে,
'আদরে তোমারে হৃদয়ে ধরিবে বালা,
ভৃঙ্গ তুমি নানা ফুলে পিও মধু।'
শুনি মম মধুর-বচন,
কুৎসিত যে জন
রতিপতি ভাবে আপনারে,
হেথা ধনী আঁখিবাণ হানে
বিচলিত-প্রাণে,
ছলনায় যুবক যুবতী মরে,
ভুঞ্জে শেষে বিষময় ফল,
দিবারাতি দহে অন্তস্তল,
পশে তব অধিকারে ;
না ফুরায় হায় হায় তার।

পাপ। কহ ক্রোধ, তব কার্য্য কিবা ?

ক্রোধ। রণ সৃজন আমার,
মম উপদেশে বিচার হারায় নর,
হত্যা পরস্পর,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
বধে বৃদ্ধে, অবলায় নাহি করে দয়া,
বধে নিজ জায়া,
বধ করে আপন সন্তান ;
যোগী, ভোগী, বালক, রমণী,
সবারে উন্মত্ত করি,
চৈতন্য হারায়—
পশে আসি তব অধিকারে।
নাহি মম বাক্যের পটুতা,
অধিক বলিতে নারি।

পাপ। লোভ, মম কিরূপে করহ হিত ?

লোভ। আমি যথা যাই, হিত তথা নাই,
পুত্র দেয় পিতারে গরল,
ছলে শিখে সরল বালক,
নরকের আধিপত্য বাড়ে ;
হত্যা, প্রতারণা, কে করে গণনা,
কত হয় প্রভাবে আমার,
অবধি কি কব মাতঃ !

পাপ। কহ মোহ, কেমনে মজাও নরে ?

মোহ। কি কব জননি,
বেড়িয়ে অবনী,
দেখ মম প্রভাব-বিস্তার,
কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
সকলি মা আমার কৌশল।
মৃত্যুমুখে যায়
নাহি স্মরে দেবতায়,
তবু ফিরে চায় সজলনয়নে,
বিষময় বিষয় ভোলে না,
তবু বলে 'আমার আমার—
পুত্র পরিবার !'
বুঝ মাতা নরক-বিস্তার
হয় বা না হয় ইথে।

পাপ। মদ, কিবা মহিমা তোমার ?

মদ। আমি 'আমি' কথা লোকময়,
দাস তার মূলাধার,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
বল কি করিত,
'আমি' যদি না রহিত মানব-হৃদয়ে,
বিনা অহঙ্কার
বল মাতা পতন কাহার ?
মম ছলনায় নর পরাজয়,
তাই অন্য রিপু পায় স্থল।

পাপ। হে মাৎসর্য্য, করহ বর্ণন—
নরক-বর্দ্ধন তুমি বা কিরূপে কর ?

মাৎসর্য্য। যদি মাতা কর গো প্রত্যয়,
একা আমি করি সমুদয় ;
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ পরাজয়—
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার ;
বুদ্ধি তারে বলে,—
"ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই ;
গুরু কেবা,
কিবা উপদেশ দেবে ?"
ভাবে মনে ভ্রান্ত সর্ব্বজন,
সাধুবাক্য ঠেলে সর্ব্বক্ষণ,
অধিকার বর্দ্ধন করে মা তব।

(নেপথ্যে হরিধ্বনি)

পাপ। এ কি ! বধির শ্রবণ !
বজ্রনাদে উঠে ধ্বনি ভেদিয়া গগন !
কহ রিপুগণে
কিরূপ শাসন সবাকার ?
হেন জয়োল্লাস কত দিনে হবে দূর ?

সকলে। বুঝিতে না পারি মাতা,
অকস্মাৎ কি হেতু এ রব।

(কলির প্রবেশ)

কলি। শুন শুন সর্ব্বনাশ হইল উদয়,
এত দিনে গেল তব অধিকার,
কাঁপিছে অবনী শুন হরিধ্বনি।
পাপ। কিসের এ গণ্ডগোল কহ মহাশয় ?
কলি। বচন না বুঝায় আমার,
চৈতন্য হলেন অবতার,
মজিল মজিল, অধিকার গেল তব।
পাপ। কেন, কি করিবে চৈতন্য আমার ?
কলি। জনমে যাহার
হরিধ্বনি রটিল সংসারে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন,
যবে প্রভু
সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
হরিনাম দিবেন সবারে !
পাপ। ওহো ! বুঝিলাম কলরব কিবা হেতু।
দেখ, রাহু গ্রাসে শশধর,
গ্রহণসময় চিরদিন এই রব হয়,
নাহি ভয়, যাবে সব রিপুর তাড়নে।
কলি। কি করিতে পারে রিপুগণে,
ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার ?
রিপু দাস তার,
ভক্ত-অবতার উদয় চৈতন্যদেব।
পাপ। কহ প্রভু, কেবা এ সংসারে,
যার হৃদে নাহি বিঁধে অঙ্গনার আঁখি,
রোষ যারে অবশ না করে,
লোভে নাহি ঘেরে,
না হয় আচ্ছন্ন মোহে,
কেবা ধরে ধায়, মদ না নাচায় যারে,
নর-কলেবরে মাৎসর্য্যে কে অনাদরে ?
কলি। শুন শুন ভক্তে নাহি জ্ঞান,
কিঙ্কর সমান
কাম তার কার্য্যে রবে রত,
অশ্বসম—
নিত্যধামে বহি লয়ে যাবে তারে ;
চিত্তের দমনে নিয়োগ করিবে ক্রোধে ;
লোভে কি করিবে, লোভে ফিরাইবে,
পাইতে পরম পদ ;
মোহে অনিবার, নয়নের ধার
বহিবে ঈশ্বরপদে ;
মদে মত্ত রবে ঈশ্বরসাধনে সদা ;
মাৎসর্য্যে তাড়িবে, সদা কবে
'বল্ ওরে বল্ কেবা সনাতন ?'
ষড়রিপু করিয়ে মোহন
সাধিবে আপন কাজ ;
হেরি বিভু পরমসুন্দর
নশ্বর সৌন্দর্য্য নাহি চাবে ;
মহাকামে উন্মত্ত রহিবে
করযোড়ে ইন্দ্রিয় থাকিবে সদা।
পাপ। ভাল, দেখিব কেমন
যৌবনে ইন্দ্রিয় নাহি পূজে।
কলি। জীবন-যৌবন
সনাতনে যে করে অর্পণ,
আত্মবিসর্জ্জন প্রাণের সুসার যায়,
তার সনে দ্বন্দ্ব কার সাজে ?
শিখাইতে আত্মবিসর্জ্জন,
প্রেমের জনম,
নারায়ণ প্রেমে অবতার।
অধিকার গেল এতদিনে,
চল মিশ্রের আলয়
চ'খে দেখে ঘুচাও সংশয়,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ অবনীতে।
পাপ। ভাল যদি ঈশ্বর-কৃপায়,
রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে
শাসন করিব ধরা।
কলি। ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গনিচয়
সভয়হৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।
মদনমোহন
মাধুরী করিলে দরশন,
গলিবে প্রস্তর-হৃদি তব,
পরাভব আপনি মানিবে,
এস, লহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
পাপ। হায় !
কব কারে মনের বেদনা ;
এবে ত্রিসংসার তব অধিকার,
তবু কি হে পীড়ন সহিতে হবে ?
চল যাই
দেখি কে জন্মিল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন-পথ।

বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি।

বিবেক। কহ দেবি!
আর কিবা কাজে রব ধরা-মাঝে,
কোথা পাব স্থান করিতে বিশ্রাম
ঘুরিতেছি দিবানিশি।
অতি আশে প্রবেশি যে পুরে
নৈরাশ অধিক তথা;
ভ্রমিলাম কত স্থান লইতে আশ্রয়,
ভয় পেয়ে আইলাম পলায়ে সত্বর।
হেরিলাম পর্ব্বত-গহ্বরে,
ব'সে অন্ধকারে, যোগে মগ্ন যোগিগণ।
দূরে হতে হেরিয়ে আকার
হ'লো মনে আশার সঞ্চার।
মনে হ'লে এখন গো হৃদয় শুকায়,
পূর্ণ কামনায় মাৎসর্য্যের দাস সবে।
গরিমা অন্তরে নরে ঘৃণা করে,
যোগবলে অষ্টসিদ্ধি চায়;
বিনা ঈশ্বর-কৃপায়
শক্তি পাবে আপন চেষ্টায়।
হেরে সে সবারে
আইলাম পলাইয়ে দূরে,
জিজ্ঞাসহ মম সহোদরে;
বৈরাগ্য আছিল সাথে।
বৈরাগ্য। দেবি! সত্য যাহা বিবেক কহিল।
হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী
ব'সে আছে নয়ন মুদিয়ে,
কাছে গিয়ে কি দেখিনু!
পদশব্দে চাহিল নয়ন-কোণে
ভাবে মনে কেবা আসে
দিবে কি আমারে কিছু?
অতি লোভী অল্পে নাহি তোষ,
কারে রোষ সন্তোষ কাহার প্রতি,
সঙ্গ তার তখনি ত্যজিনু।
বিবেক। শুন পুনঃ অদ্ভুত কথন,
কতদূর গিয়ে দেখি ব'সে একজন
চিন্তায় মগন
ত্যজিয়ে বিষয়, রিপু করি জয়,
ভাবে মনে মানবের হিত।
চিন্তা নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর,
কিন্তু হায় চিত্ত তার ঘোর অন্ধকারে!
ভাবে বিজ্ঞান কেবল মানবের বল,
কতমত করিছে কৌশল;—
তড়িৎ-কিঙ্করী, সদা আজ্ঞাকারী,
দেশে দেশে বার্ত্তা বহে তার;
ল'য়ে বাষ্পযান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়ে যায়।
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী;
লিখে দম্ভভরে
ঈশ-জ্ঞান অনর্থের হেতু,
মহাভয়ে দ্রুত আইনু পলাইয়ে।
বৈরাগ্য। কেহ তন্ত্র করিয়া আশ্রয়,
অধর্ম্মের দিতেছে প্রশ্রয়;
না বুঝিয়ে মর্ম্ম, ত্যজে লোকধর্ম্ম,
মদ্য মাংস রমণী লইয়ে খেলা।
এ হেন ধরায় কেমনে রহিতে বল?
ভক্তি। এল আনন্দের দিন, চিন্তা কর দূর,
গোলোকবিহারী হরি, ধরায় উদয়।
হেরি জীবের দুর্গতি,
আপনি শ্রীপতি,নবভাবে অবতার;
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা,
দ্রব হবে শিলা,
হরিনাম শুনি তাঁর মুখে।
রসের তুফান বহিবে উজান,—
বাহ্য রাধা অন্তঃকৃষ্ণ অপূর্ব্ব এ ভাব;
হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে।
ধন্য ধন্য কলির মানব,—
হরিনামোৎসব—
পাইবে দুর্লভ পদ সবে;
শাখী পাখী প্রেম-পূর্ণ হবে,
হরিনাম, হরিনাম ধরাময়!

(নেপথ্যে হরিধ্বনি)

শুন শুন সিন্ধুনাদ জিনি কাঁপয়ে অবনী,
হরিধ্বনি শুন রে উল্লাসে!
ধন্য ধরা—নদীয়ায় এল গোরা!
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে,
আসিতেছে হরি দরশনে,
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিহ্বল
মুনি ঋষি আসিছে সকল,

হরিবোল, নাহি আর হরিবোল বিনা ;
নাচে বাহু তুলে হরি হরি বলে,
ত্রিভুবন হরিগুণ গায়, গোলোক কে চায় !
মোরা সবে রহিব ধরায়,
স'াতারিব প্রেমের সাগরে।
চল চল হরি ব'লে দেখি গিয়ে মদনমোহন।

[সকলের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

দেশ-মিশ্র—একতালা।

পুরুষগণ।—
কেশব কৃষ্ণ করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী।
স্ত্রীগণ।—
মাধব-মনোমোহন মোহন মুরলিধারী॥
সকলে।—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার !
পুরুষগণ।—
ব্রজ-কিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন ;
স্ত্রীগণ।—
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন ;
পুরুষগণ।—
গোবর্দ্ধন-ধারণ,
স্ত্রীগণ।—
বন কুসুম-ভূষণ,
পুরুষগণ।—
দামোদর কংস-দর্পহারী,
স্ত্রীগণ।—
শ্যাম রাসরসবিহারী॥
সকলে।—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চণ্ডীমণ্ডপ।

জগন্নাথ মিশ্র ও পণ্ডিত।

মিশ্র। শুনহ আশ্চর্য্য বিবরণ,
হেরিলাম গৃহিণীর অদ্ভুত বিকাশ,
অকস্মাৎ বেড়িল উজ্জ্বল জ্যোতি।
একদিন কহিল আমারে,
"দিবানিশি শুনি শূন্যে আনন্দের ধ্বনি,
নৃত্যগীত কঙ্কণের রোল,
ধীরে পশে শ্রবণে আমার।
কভু অজানিত কুসুম-সৌরভে
দিক্ পূর্ণ হয় জ্ঞান ;
হ'লে অন্যমনা—
স্তুতিবাদ শ্রবণে পরশে,
যেন অহর্নিশি কেবা আসে কেবা যায় ;
গর্ভে মম সন্তান-সঞ্চার,
তাই এ লক্ষণে ভয় হয় মনে
দেবলালা বুঝিতে না পারি।"
শুনি গৃহিণীর বাণী,
অকস্মাৎ হইল স্মরণ
অদ্ভুত স্বপনকথা ;
যামিনীর শেষে নিদ্রা-ঘোরে অচেতন,
হেরিলাম—
জ্যোতিরাশি অতীব উজ্জ্বল
পশিল হৃদয়ে,
দেহ মম আনন্দে পূরিল,
দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্দেহী কয়জন
বেড়িল আমায়,
আরম্ভিল নৃত্য-গীত করতালি দিয়া,
কহিল সকলে—
"ভাগ্যবলে দেহে তোর
পশিলেন ভগবান্,
তোমা হ'তে
তব প্রকৃতিতে করিবেন অবস্থান।"
কহ বুধগণে
এ লক্ষণে
কিবা হয় অনুমান ?
পণ্ডিত। মীমাংসা করিতে কিছু নারি !
অদ্ভুত লক্ষণ
হেরিলাম শিশু-কলেবরে,
উচ্চলগ্নে জন্মিল কুমার,
বেড়িয়াছে উজ্জ্বল কিরণ,
এই সবে শ্যামবর্ণ হ'লে সংঘটন
নারায়ণ হইত নির্ণয় ;
বর্ণ বিনা অবতার-লক্ষণ যে সব
অবয়ব সকলি প্রকাশে,
কিন্তু বর্ণে মনে জন্মিয়াছে সংশয়।

(মুনি, ঋষি ও বিদ্যাধরগণের পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

দেশ-মিশ্র—একতালা।

পুরুষগণ।—
কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
স্ত্রীগণ।—
প্রেম-সাগরে উঠ্‌লো তুফান,
থাক্‌বে না আর কুলমান॥
সকলে।—
মন মজালে গৌর হে॥
পুরুষগণ।—
ব্রজমাঝে রাখাল সেজে,
চরালে গোধন।
স্ত্রীগণ।—
ধ'র্‌লে করে মোহন বাঁশী,
মজ্‌লো গোপীর মন॥
পুরুষগণ।—
ধ'রে গোবর্দ্ধন রাখ্‌লে বৃন্দাবন।
স্ত্রীগণ।—
মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
সকলে—
মন মজালে গৌর হে॥

মিশ্র। কহ মোর কুমারে হেরিয়ে,
হরি ব'লে নৃত্য কর কি হেতু সকলে?
একে একে অষ্ট কন্যা দিয়েছি শমনে,
তাই শঙ্কা হয়, সুলক্ষণ এ তনয়,
রবে কি জুড়াতে আঁখি?
বল সত্য, বল কেন কর হরিগুণগান?
১ম ঋষি। নবদ্বীপে নয়ন কি নাহি কারু,
হেরি পূর্ণ অবতার
মনের বিকার দূর নাহি হয় কার?
পণ্ডিত। অবতারে যে সব লক্ষণ,
অবয়বে করি দরশন,
কিন্তু হেরি গউরবরণ
বিস্ময় হ'তেছে মনে—
শ্যামবর্ণ অবতার চিরদিন।
১ম ঋষি। অদ্ভুত এ লীলা—
এক অঙ্গে রাধাশ্যাম!
পুরুষ প্রকৃতি এক দেহে রতি
জীবে গতি করিতে প্রদান,
বুঝহ যুক্তিতে ঈশ্বর-শক্তিতে
আহ্লাদিনী শক্তিসার,—
আহ্লাদিনী শক্তির আধার।
গউর আকার।
এক অঙ্গে সগুণ নির্গুণ।
১ম বিদ্যাধর। অত কেন তর্ক নিরূপণ,
হেন রূপ মদনমোহন
ত্রিভুবন কখন কি করিয়াছে দরশন?
রূপে প্রাণ গলে—
মুগ্ধ মন আপন পাসরে,—
প্রেমের তুফান
সংসার-সাগরে খেলে,
গৌরাঙ্গ অন্তরে, গৌরাঙ্গ বাহিরে,
গৌরাঙ্গ জগৎময়।
এল গুণমণি, পবিত্র অবনী,
হরিধ্বনি তোল সবে;
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(গীত)

দেশ-মিশ্র—ষৎ।

পুরুষগণ।—
একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
স্ত্রীগণ।—
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা,
কাঁদ হে গৌর-সাজে॥
সকলে।—
দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার।
পুরুষগণ।—
আনন্দে ভাস্‌লো ধরা এল গৌরচাঁদ।
স্ত্রীগণ।—
মন মজালে মোহন বেশে,
পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
পুরুষগণ।—
হরিনাম রট্‌লো রে দেশে।
স্ত্রীগণ।—
প্রেম বিলাবে প্রেম-নীরে ভেসে।
পুরুষগণ।—
পিবে সুধা প্রাণ পদরাজীবরাজে।
স্ত্রীগণ।
দাঁড়াবে বাঁকা হ'য়ে হৃদয়' মাঝে।
সকলে।—
দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

(নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। নিমাই লিখ্‌তে আস্‌বে না?

নিমাই। না ভাই, বাবা মানা ক'রে দেছে, তোরাও যাস্‌নি, আজ খেলা কর্‌বো।

১ম বালক। গুরুমশাই তো মার্‌বে ভাই?

নিমাই। না, মার্‌বে কেন? ফিকির কর্‌বো এখন।

১ম বালক। তোর বাপ ভাই তোকে লিখ্‌তে যেতে দেয় না কেন?

নিমাই। দাদা যে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল, আমি কি আবার সন্ন্যাসী হ'য়ে যাব, তাই লিখ্‌তে যেতে দেয় না, আয় ভাই খেল্‌বি আয়!

১ম বালক। গুরুমশাই তো ভাই মার্‌বে না?

নিমাই। মার্‌বে কোথা? পালিয়ে থাক্‌বো এখন।

বালকগণ। তুই ভাই তবে ফিকির করিস্।

নিমাই। তা কর্‌বো এখন, কৃষ্ণলীলা খেলি আয়।

(গীত)

বিভাষ—একতালা।

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ী।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট,
কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌ব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গৌর হ'য়ে
ধর্‌ব পায়ে আর ত কাল রব না॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে ঘরে ত মন বসে না॥

নিমাই। দাঁড়া দাঁড়া ভাই, ওই অতিথ আবার ভাত নিয়ে চোখ বুজে ব'সে আছে, আমি ওর এঁটো করে দিই। দুবার এঁটো করেছি, এইবার হ'লে বার বার তিনবার হয়। (অন্নভক্ষণকরণ)

অতিথি। এ কি! তুমি আবার উচ্ছিষ্ট কর্‌লে?

নিমাই। কেন, তুমি যে আমায় খেতে বল্‌লে।

অতিথি। এ ত সামান্য কথা নয়, তোমায় খেতে বল্লেম!

নিমাই। না বল্‌লে তোমার ভাত খাব কেন?

অতিথি। প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন্! আপনি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

জয় জয় জনার্দ্দন মুকুন্দ মুরারি।
জয় জয় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী॥
নম মৎস্য-কলেবরে বেদের উদ্ধার।
নম কূর্ম্মদেহে ধর পৃথিবীর ভার॥
নমস্তে বরাহরূপে ধরণী দশনে।
নম নরসিংহরূপে দানব-দলনে॥
নমস্তে বামনরূপে বলির ছলন।
নম ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়শাসন॥
নমস্তে ধনুকধারী দর্পহারী রাম।
নমস্তে অনন্তশক্তি হলধর নাম॥
নম নব ঘনশ্যাম গোপিকা-মোহন।
কল্কিরূপী নম নম ম্লেচ্ছবিনাশন॥

পুন নরদেহ ধরি,
কি ভাবে এসেছ হরি—
গৌরাঙ্গে কি লীলা অনুপম!
ভক্তের আনন্দ-মেলা,
কি ভাবে করহ খেলা,
ঘুচাও এ অজ্ঞানের ভ্রম।
কৌমুদী ঠিকরে অঙ্গে,
বল কিবা নবরঙ্গে,
কি ভাব-তরঙ্গ নদীয়ায়।
দেখা দেছ কৃপা করি,
বন্ধন ঘুচাও হরি,
দেখ হে দুর্লভ রাঙ্গা-পায়!

নিমাই। চল্ ভাই গঙ্গাতীরে যাই, নৈবিদ্দি কেড়ে খাই গে।

১ম বালক। না ভাই, সব মার্‌তে আসে, গালাগাল দেয়।

নিমাই। আমি তোদের কেড়ে দেব এখন, চল্ না।

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র। ঠাকুর! আপনি আহার করেন নাই?

অতিথি। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি। মিশ্র! তুমি বড় ভাগ্যবান্, তোমার পুত্ররূপে ভগবান্ বিহার ক'চ্চেন! আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করেছি, আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণ-কৃপায় জগৎ পবিত্র হবে, তোমার অতিথি-সৎকারে চরিতার্থ হলেম। এখন এই দক্ষিণা দাও, তোমরা স্ত্রী-পুরুষে দাঁড়াও, আমি প্রণাম ক'রে যাই।

মিশ্র। সে কি প্রভু? আপনার অন্নব্যঞ্জন সকলি পড়ে রয়েছে।

অতিথি। আমি মহাপ্রসাদ লয়ে যাব, দেশে দেশে বিতরণ কর্‌ব। মিশ্র! মায়ায় বুঝ্‌তে পাচ্চ না, তোমার পুত্র কে? তোমার গৃহিণীকে ডাক, তোমরাও সামান্য নও।

মিশ্র। গৃহিণি! গৃহিণি! দেখ, সর্ব্বনাশ! নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট করেছে।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। অঁ্যা! কি সর্ব্বনাশ! নিমাই কোথা গেল? এই যে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম। প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।

অতিথি। শোন, আমি যখন ইষ্টদেবকে নিবেদন ক'রে দিই, আমার বোধ হলো, তিনি প্রসন্ন হ'য়ে অন্ন-ব্যঞ্জন ভক্ষণ করেছেন; চেয়ে দেখি, তোমার বালক ভক্ষণ কর্‌ছে। তিনবারই এই ভাব। আবার ধ্যান ক'রে দেখি, ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হ'য়ে ভক্ষণ কর্‌ছেন। তোমার বালকই আমার ইষ্টদেবতা; উভয়ে আশীর্ব্বাদ কর, ইষ্ট-দেবতার পদে আমার মতি থাকুক্। আমি বিদায় হ'লেম; কিছু সঙ্কুচিত হও না, পরম বস্তু তোমার গৃহে।

(গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীত-ভয়বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ
নব লীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরাভার-ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি,
বিতর রাসরসবিহারী,
দীন-আশ কলুষ-নাশ, দুষ্ট-ত্রাসকারণ।

[অতিথির প্রস্থান।

মিশ্র। অদ্ভুত সকলি!

শচী। শুন প্রভু, বুঝিতে না পারি
কি আছে অদৃষ্টে আর!
বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে
নিমাইয়ের আশা তিলমাত্র নাহি করি।
নয়ন মুদিলে শুনি
চরণে নূপুর বাজে তার,
অহর্নিশি শূন্যে উঠে স্তুতিবাণী।

মিশ্র। আমিও বুঝিতে কিছু নারি,
নিমাই চঞ্চল অতি,
যেদিন শাসন করি,
স্বপনেতে হেরি আসে দেবগণ,
সবে করে নিবারণ
শাসন করিতে মোরে,
বলে দেবতা-মণ্ডলে
"নিত্যধন তোমার নন্দন,
জগজ্জন-তারণ-কারণ।
ধরা-মাঝে অবতার;
দেশে দেশে বিলাইবে নাম।"
সদা কাঁপে প্রাণ কি হবে কি হবে,
নিমাই কি ছেড়ে চলে যাবে!
গেছে বিশ্বরূপ,
সে অবধি আশঙ্কা অধিক বাড়ে মম।

শচী। কোথায় নিমাই?
গৃহে তারে দেখিতে না পাই,
গেছে বুঝি খেলিবারে।

মিশ্র। যাও গৃহে, খুঁজে আনি তারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

পূজায় নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, লক্ষ্মী ও স্ত্রীগণ।

(নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ)

নিমাই ও বালকগণ— (গীত)

বিভাষ-মিশ্র—একতালা।

আমরা রাখাল-বালক,
মাঠে ধেনু চরাই।
ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মা গো, এসেছি তাই॥
দেনা মা, যা দিবি আদর ক'রে,
আদর ক'রে দিলে মনে ধরে,
দেরি ক'র না মা, মোরা খেলিতে যাই॥

১ম স্ত্রী। এই নাও।

নিমাই। তোর সাতটী ছেলে হবে, আর তোর গোলাভরা ধান হবে, ছেলেরা সব টোল্ ক'র্‌বে।—(অন্যের প্রতি) তুই কিছু দে না মা।

২য় স্ত্রী। যা যা, দুষ্টুমি করিস্ না, বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি নিয়ে যাচ্ছি।

নিমাই। দিলি নি? তোর চারটে সতীন হবে।

২য় স্ত্রী। না না, গাল দিস্ না, এই নে।

নিমাই। তোরও সাত বেটা হবে, টোল ক'র্‌বে। এই সব শোন্, আমি বিষ্ণু, যে যা নৈবিদ্দি আন, আমায় দাও, আমি খেলেই পূজা হবে। এই নে ভাই, তোরা খাবার নে।

১ম বালক। তুই কিছু খাবি নি ভাই?

নিমাই। তোরা খা' না, আমি আবার নেব এখন।

১ম ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, নৈবিদ্দি কেড়ে নিলি?

নিমাই। তোমার বৈকুণ্ঠে বাস হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, মার খাবি।

নিমাই। কৈ, মার না? গঙ্গা পাবে না।

(নৈবিদ্দি কাড়িয়া লওন)

১ম ব্রাহ্মণ। আরে বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্? সর্ব্বনাশ হবে তোর।

নিমাই। হাঁ ঠাকুর! সত্যি সর্ব্বনাশ হবে?

১ম ব্রাহ্মণ। এই নিলে নিলে কেড়ে নিলে।

(নিমাই গমনোদ্যত)

স্ত্রীগণ। নিমাই ফিরে আয়, ফিরে আয়।

নিমাই। না, আমি খেলি গে।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

১ম বালক। নিমাই ফির্‌লি যে?

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। (লক্ষ্মীকে দেখাইয়া) নিমাই বল দেখি, এর কেমন বর হবে?

নিমাই। আমি জানি না, তুমি হরিবোল বল, হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নে না, এর নৈবিদ্দিখানা।

নিমাই। না, আমি ও নৈবিদ্দি নেব না, হরিবোল হরিবোল।

১ম স্ত্রী। দেখ্ দেখি, কেমন মেয়েটী, বে' করবি?

নিমাই। তোমরা হরিবোল বল্‌বে না, আমি চল্লেম।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নৈবিদ্দি নে না।

নিমাই। না, ও হরি বলে না, আমি ও নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মি! হরি বল্ তো।

লক্ষ্মী। হরিবোল, হরিবোল, আমি নৈবিদ্দি দেব না।

নিমাই। আমি নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। শোন্ না নিমাই, এই মেয়েটীকে বে' করবি?

নিমাই। আমায় ও নৈবিদ্দি দেয় না, আমি চল্লেম।

১ম স্ত্রী। না, শোন্ না, আমরা হরিবোল দিই, তুই একটী গান গা দেখি।

নিমাই ও বালকগণ।—(গীত)

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি॥

কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,
তারে বড় ভালবাসি॥

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মি! তুই চেয়ে রয়েছিস্ কি? ও তো চ'লে গেল।

লক্ষ্মী। আমার কি ঐ বর?

১ম স্ত্রী। হাঁ।

লক্ষ্মী। তবে আর বে' ক'র্‌তে কাঁদব না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'র্‌বো।

১ম স্ত্রী। আর ও যে তোকে বে' ক'র্‌বে না ব'ললে?

লক্ষ্মী। না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'র্‌ব।

১ম স্ত্রী। তা কান্না কিসের—খেলা করিস্।

২য় স্ত্রী। আহা! নিমাইয়ের সঙ্গে বে' হ'লে দিব্যি সাজে।

১ম স্ত্রী। তুই যে খেলা কর্‌বি বল্‌চিস্, গান গাইতে পার্‌বি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, অমনি ক'রে গান ক'র্‌ব, নাচ্‌ব।

৩য় স্ত্রী। তোমরা চল্‌লে? দাঁড়াও না, আমিও যাই।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র। কৈ, এখানেও তো নিমাই নাই।

১ম স্ত্রী। এই যে সব নৈবিদ্দি টৈবিদ্দি কেড়ে খেয়ে চ'লে গেল।

মিশ্র। অ্যাঁ! নৈবিদ্দি খেয়ে গেল, কোথা গেল তুই দেখি।

১ম স্ত্রী। না গো, কিছু বলো না, কেড়ে কি নিতে পারে? আমরা দিয়েছি, তবে নিয়েছে।

১ম ব্রাহ্মণ। মিশ্র! তোমার ভাগ্যের কথা আমরা কিছু ব'ল্‌তে পারি না, কোন্ মহাপুরুষ তোমার সন্তানরূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন, নির্ণয় করা অসাধ্য। আমি বিষ্ণুকে নৈবিদ্দি নিবেদন ক'রে দিচ্চি, নিমাই এসে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না ক'র্‌তে গেলেম, নিমাই পালাল, নূপুরের ধ্বনি শুনলেম, কিন্তু পায়ে নূপুর নাই; ভাবলেম, আমার ভ্রম হয়েছে, কিন্তু মৃত্তিকায় পদাঙ্কে দেখি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন, আমি বিস্মিত হয়ে রইলেম। আমি নিশ্চয় বল্‌চি, তোমার পুত্র সামান্য নয়, তুমি শাসন ক'রো না, কে লীলা-ভূমিতে লীলা করতে এসেছে বলা যায় না।

মিশ্র। আশ্চর্য্য! বালকের স্বভাব কিছু বোঝা যায় না, সকলেই এরূপ কথা বলে, তার কারণ কি? গৃহিণীও তো এইরূপ নূপুরের ধ্বনি শুনেছিল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটী।

গণক ও শচী।

গণক। তুমি মা বড় ভাগ্যবতী! আমি এরূপ অপূর্ব্ব লক্ষণ কোন স্ত্রীলোকের দেখি না।

শচী। বাবা! আমি একে একে আটটী সন্তান খেয়েছি, বড় ছেলেটী বিবাগী হয়ে গিয়েছে, ছোট ছেলেটী পাগলের মতন বেড়িয়ে বেড়ায়। বাবা! যদি এমন কোন উপায় ক'র্‌তে পার, ছেলেটীর মন স্থির হয়, তা হ'লে তোমার চরণে কেনা হয়ে থাকি। ঠাকুর! দেখ, ঐ পাগলের মত আস্‌ছে।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

গণক। এইটি তোমার ছেলে? কৈ দেখি হাত দেখি। (হাত দেখিয়া) মা! তুমি এই সন্তানটীকে পাগল ব'ল্‌ছিলে, তোমার এই সন্তানের জন্মে বংশ পবিত্র, পৃথিবী পবিত্র।

নিমাই। গণককার ঠাকুর! তোমার ঝুলিতে কি দেখি?

শচী। ছিঃ বাবা! দুরন্তপনা ক'র্‌তে আছে?—গণকঠাকুরকে নমস্কার কর।

নিমাই। গণকঠাকুর! বল দেখি, আমি আর জন্মে কি ছিলুম?

শচী। দেখ্‌লে বাবা! পাগ্‌লামো দেখলে?

গণক। না-মা! এ পাগ্‌লামো না, আর জন্মে তুমি গোপ ছিলে।

নিমাই। কি পুণ্যে বামুন হলেম?

গণক। দেখ, তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে চিনেছি, তোমারই কৃপায় আমার বিদ্যা বিফল নয়; তোমার পাপ-পুণ্য নাই, ইচ্ছাতে হ'য়েছ।

নিমাই। তবে আমি তোমার ঝুলি কেড়ে নিই, তুমি বল্‌তে পার্‌লে না।

(ঝুলি কাড়িয়া লওন)

শচী। হতভাগা ছেলে! দেবতা বামুন মান না?

(ঝুলি দেওন)

নিমাই। তুমি বক্‌লে, তবে আমি এঁটো হাঁড়ী ছোঁবো।

শচী। কি করিস্, কি করিস্? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! যা আজ তোকে ভাত দেব না।

নিমাই। ভাত দেবে না, দেখ না ঠাকুর হ'য়ে বসি।

(সিংহাসন হইতে বিষ্ণুকে নামাইয়া নিমাইয়ের সিংহাসনে উপবেশন)

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্,
কৃষ্ণরাধার দোল,
দোল্ দোল্ দোল্ ;
দেখলে শ্যাম বামে দোলে রাই।
নীলমণি আর কাঁচা সোণা,
রূপের সীমা নাই॥
রাঙা সখী ফাগে রাঙা, রাঙা বৃন্দাবন।
রাঙা রাধা, রাঙা বাঁকা মদনমোহন॥
দিচ্চে সবাই করতালি হচ্চে বড় গোল।
হরিনামের ধ্বজা তোল্ বোল্ হরিবোল্॥
শারী শুকে মুখে মুখে ক'র্‌ছে ব'সে গান।
গুণগুনিয়ে ভোম্‌রা ছোটে
পদ্মের টোটে মান॥
পাখম ধ'রে নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
কুতূহলে হাসে দুলে ফুলের মুঞ্জরী॥
যমুনা যায় উজান ব'য়ে আনন্দে বিভোল।
গগন ভরে উঠছে কেবল হরিনামের রোল॥
বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্ দোল্,
কৃষ্ণরাধার দোল।

(মিশ্রের প্রবেশ)

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
উচ্ছিষ্ট পরশে অশুচি হইয়ে,
বিষ্ণু-সিংহাসনে
দেখ নিমাই ব'সেছে গিয়ে!
ভাবি তাই কি হবে,—কি হবে,
গৃহবাস সকলি মজিবে,
আরে রে নিমাই,
মাথা খেয়ে করিলি কি সর্ব্বনাশ!

মিশ্র। আরে পাষণ্ড জন্মিলি কুলে,
শাস্তি তোর দিব যথোচিত।

[নিমাইয়ের পলায়ন]

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। মিশ্র মহাশয়!
উগ্রভাবে কোথায় গমন?
দেখিলাম নিমাই পলায়,
যাও বুঝি করিতে শাসন?

মিশ্র। মহাশয়! পুত্র বুঝি পাষণ্ড হইল,
ব'সেছিল বিষ্ণু-সিংহাসনে।

গঙ্গা। বিচিত্র এ কথা নয় ;
বিদ্যা-উপার্জ্জনে
পিতা হ'য়ে কর প্রতিরোধ,
সঙ্গত নহে ত আচরণ ;
বুদ্ধি যার যতই প্রবল
সেই হয় ততই চঞ্চল,
বিদ্যাভারে হয় স্থির ;
অসামান্য বুদ্ধিশক্তি নিমাইয়ের তব,
অধিক কি কব,
বৎসরের পাঠ লয় একদিনে!
এ সন্তান মূর্খ করি রাখ ঘরে—
পিতা নহ—অরি তুমি তার।
প্রথমত আয়ুর কামনা—
কিন্তু আয়ু ভারমাত্র বিদ্যা বিনা ;
কর পুত্রে আমারে অর্পণ,
পণ্ডিত নন্দন ফিরাইয়ে দিব আমি।

মিশ্র। তব উপদেশ
গ্রহণ করিব মহাশয়।
শীঘ্র দিব যজ্ঞ-উপবীত,
পরে আজ্ঞা তব করিব পালন ;
যাই,- দেখি কোথা গেল দুষ্টমতি।

গঙ্গা। ধর মিশ্র আমার বচন,
নাহি কর পুত্রের শাসন ;
পশুবৃত্তি অধিক যাহার
সেই হয় শাসন-অধীন ;
উচ্চরুচি তোমার পুত্রের,
বিপরীত ফল হবে করিলে তাড়।
কে এ ব্রাহ্মণ?

গণক। গ্রহাচার্য্য আমি।

গঙ্গা। ভাল ভাল।
শাস্ত্র কিছু ক'রে কি অধ্যয়ন?

গণক। জানি আমি গুরু-উপদেশে।
গঙ্গা। ভাল, বল দেখি কেবা আমি?
গণক। গণনায় নাহি প্রয়োজন,
অধ্যাপক বুঝেছি কথায়;
কিম্বা ভাগ্য তব অতি বলবান্,
সম্মানভাজন হবে জগৎ-মাঝারে
পাঠ দিয়ে মিশ্রের বালকে।
মম নিবেদন শুন মিশ্র মহাশয়,
সামান্য তনয় তব নাহি কর জ্ঞান,
জড়নেত্রে হের শিশু কুমার তোমার।
কিন্তু জেন সার,
ভব-পারাবারে কর্ণধার অবতার!
গুরুর কৃপায়—
মিথ্যা কভু না হয় গণন।
গঙ্গা। ভাল, ভাল!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কানন-পথ।

(পাপ ও কলির প্রবেশ)

পাপ। প্রভু! শচীর নন্দনে
অসামান্য লক্ষণ না হেরি;
সত্য বটে সুন্দর লাবণ্য তার,
তাহে একে হবে আর,
চঞ্চল যে জন রূপ তার মহা অরি।
বাল্যকালে যেই বৃত্তি হইলে প্রবল
কালে হয় মম করতল,
সে সকল বলবান্ নেহার শিশুতে;
দেব দ্বিজ নাহি মানে, সদা অনাচার।
দেখেছ কি জাহ্নবীর তীরে
বালিকারে হেরে,
কামবৃত্তি উদ্দীপন হলো মনে?
নাহি ভয়—
ধরাময় মম রাজ্য হইবে বিস্তার।
কলি। অন্নদৃষ্টি তব,
বালকের ভাব নাহি হয় অনুভব;
দেখ প্রেম বিনা কিছু নাহি জানে,
প্রেমে মত্ত খেলে শিশুসনে,
প্রেমে আচার-ব্যভার না করে বিচার,
শঙ্কাশূন্য আনন্দ-আগার দেহ।
খেলিতে খেলিতে
নৈবিদ্য লইল কাড়ি,
কেবা তাহে হ'ল অসন্তোষ?
যার মনে যেই আকিঞ্চন
প্রেমে তাহা করে সংপূরণ;
দেখ কর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝ তার
প্রেমের বিহার নাহি কোন প্রয়োজন।
যে হেরে কুমারে
প্রেমের সাগরে ভাসে,
কারে বল কাম-উদ্দীপন?
সেবক যেমন কাম আসি করে পূজা।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীদেবী আপনি ধরায়,
তাই প্রভু দরশন দিলেন কৃপায়।
বিষ্ণুপদে সেই দ্রব্য করে সমর্পণ,
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ
বিতরণ করে অন্যজনে।
বুঝহ লক্ষণে,
প্রয়োজনহীন এ বালক।
লোকে বুঝাবারে ধরণী-মাঝারে,
নরদেহ ধ'রে বিরাজেন ভগবান্!
মনোবৃত্তি প্রবল সকল,
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন।
পাপ। প্রথমত ইচ্ছাধীন বৃত্তি সবাকার,
পরে হয় দুর্নিবার,
দেখ এ সংসারে রীতি—
আগে রাজা মন;
ইন্দ্রিয়সকল প্রবল যখন
মন হয় দাস সবাকার,
অন্ধপ্রায় ঘুরিয়ে বেড়ায়
ধায় যথা লয়ে যায় ইন্দ্রিয় তাহায়।
কহি নিশ্চয় তোমায়
অসংশয় বালকে করিব জয়।
কলি। বৃথা আশা,—
যম-জয়ী হরিনাম বদনে যাহার,
কি সাধ্য তোমার
স্পর্শ করিবারে তারে?
শিশুরে সামান্য ভাব মনে,
হরিনাম বিনা নাহি জানে,
হরি হরি বলে
হরিলীলা খেলে শিশু মিলে,

যেই হরি বলে, ধেয়ে কোলে যায় তার,
অশান্ত হইলে,
হরি ব'লে ভুলায় বালকে।
ভৃঙ্গ যথা মধুগন্ধে ধায়।
হরিধ্বনি হয় হে যথায়,
পুলকে বালক তথা নাচে,
কিবা শক্তি আছে বালকে করিতে জয়?
দেখ দিতে উপবীত
দেবগণ আসে ত্বরান্বিত।

(নেপথ্যে হরিধ্বনি)

শুন শুন হরিধ্বনি মিশ্রের ভবনে,
ধরণীতে নাহিক তোমার স্থান।

পাপ। ওই নাম সহিতে না পারি,
ওই নাম ভয় করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রবেশ)

বৈরাগ্য। দেবি! অদ্ভুত কথন
সত্যযুগে বলির ছলন,
কলিতে বামনরূপ কিবা প্রয়োজন?

ভক্তি। অপূর্ব্ব চৈতন্যলীলা,
ধরাভার করিতে হরণ
যুগে যুগে অবতার নারায়ণ।
অংশ পূর্ণ প্রয়োজন মতে;
কৃষ্ণরূপে পূর্ণ-অবতার,
তাহে অংশ বিরাজিত সমুদয়,
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভিন্নকায়ে লীলা,
নদীয়ায় এক অঙ্গে অনুরূপ তার,
রাধাকৃষ্ণে একত্রে বিহার।
নহে জড়-নয়ন-গোচর তাহা,
ভাবুক-হৃদয় তন্ন তন্ন হেরে সমুদয়,
জড় আঁখি হেরে মাত্র শচীর বালক।
কলিকালে সম প্রয়োজন,—
পাষণ্ডদলন, ভক্তপ্রাণ-উত্তেজনা,
লীলা অন্তরে অন্তরে
বাহে তার নাহিক প্রকাশ।
দানব-প্রকৃতিগত দম্ভ অহঙ্কার
প্রেমে হবে পরাভূত;
দেবভাব হইবে বিস্তার,
হবে নরদেহ তাহে প্রেমের আগার।
যুগে যুগে যত অবতার,
হ্লাদিনী প্রধানা শক্তি তার,
সেই শক্তি বিকশিত নদীয়ায়।
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি
যত লীলা ক'রেছেন হরি,
ভাবুক হেরিবে তাহা।
আজি উপনয়ন তাঁহার,
ভিক্ষা করিবেন হরি,
ভক্ত তাহে হেরিবে বামনরূপ।

বিবেক। কহ দেবি!
কলিযুগে কেন লীলা সমুদয়?

ভক্তি। অল্পজীবী অল্পশক্তি কলির মানব,
শ্রমসাধ্য সাধনে অক্ষম,
প্রেম বিনা গতি নাহি আর।
স্বল্পদৃষ্টি দূর নাহি হেরে,
ঘূর্ণমান সংশয়-সাগরে,
ভেদজ্ঞান প্রধান প্রকৃতি তার;
লীলা যবে একত্রে হেরিবে—
ভেদজ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন।
অন্যযুগে নীরস সাধন
নির্গুণ ঈশ্বরপূজা,
কলিযুগে দীক্ষামাত্র নাম,
প্রেমামৃত পান,
হরিনাম সাধন কেবল;
যেই নাম—সেই হরি করিতে প্রচার
নদীয়ায় প্রভু অবতার,
উন্মত্ত হইয়ে
নাম গেয়ে ফিরিবেন দেশে দেশে।
নিরঞ্জন হেরি বিদ্যমান,
আপামর পাবে দিব্যজ্ঞান,
এককালে হেরিবে সকল লীলা।
হের দেব-দেবীগণে আসিছে বিমানে,
হেরিতে বামনরূপ।

বৈরাগ্য। দেবি! না ঘুচে সংশয় সুধাই তোমায়,
কৃষ্ণলীলা রাখাল গোপিনী ল'য়ে,
শুনিলাম একাধারে রাধাশ্যাম;
কোথা বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম,
কোথায় গোপিনীগণ?

ভক্তি। হের যোগদৃষ্টিবলে
নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধূত চলে;
নিত্যানন্দ নাম—
ঐ দেহে বিরাজেন বলরাম।
হের নদীয়ায়

ভক্তবৃন্দ জ্যোতির্ম্ময় কায়,
কেহ সখা, সখীভাবে কেহ ;
আত্মাসনে আত্মায় বিহার,
ভাব তাহে সার,
আধার প্রভেদমাত্র তাহে।
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার।
লীলার তরঙ্গ যবে বহিবে যৌবনে,
ভক্ত সনে,
দেহে নানা ভাব পাইবে বিকাশ,—
নিষ্কাম ব্রজের সেই ভাব সমুদয়।
বৈরাগ্য। কহ দেখি! ঘুচুক্ সংশয়,
রাধাভাবে কেন দয়াময়?
গোলোকে দেখি নি হেন লীলা,
পুরুষপ্রকৃতিভাবে, তত্ত্ব কিবা তার?
ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেমে বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
না করিত সুখের কামনা ;
নিষ্কাম রাধার প্রেম,—
কিন্তু শতগুণে সুখের পয়োধি
উথলিত হৃদয়ে সবার।
হ্লাদিনী শক্তির আধার
রাধা-প্রেম, রাধা-ভাব বিনা
নাহি হয় অনুভব।
পেতে সেই প্রেমের আস্বাদ
কালাচাঁদ শ্রীরাধার ভাবে।
সেই প্রেমে জগৎ মাতিবে,
প্রেমময়ী কিশোরীর প্রেম ;
গৌরাঙ্গ উদয়
বিলাইতে সে প্রেমের কণা।
মুক্তি তুচ্ছ করিবে মানব,
প্রেমার্ণবে আমরা ভাসিব সুখে,
চল হেরি বাল্য-প্রেম বামনের লীলা!
(নেপথ্যে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শুন হরিধ্বনি উঠে পুনঃ পুনঃ।
বিবেক। তবু মনে না ঘুচে সংশয়,
বাৎসল্যভাবের লীলা কোথা সমুদয়?
ভক্তি। ভাবুক-হৃদয় হেরেছে সকল লীলা ;
মৃত্তিকা-ভক্ষণে কৃষ্ণের বদনে,
চতুর্দ্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী ;
মৃত্তিকা-ভক্ষণে শচীর কুমার
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে।
মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান্,
সবিস্ময়ে জনক-জননী
শুনিল নূপুরধ্বনি
নূপুরবিহীন পায়।
যথা গোপ-গৃহে মাখন-হরণ
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
খাদ্যদ্রব্য চুরি করে হরি।
প্রেমের কৃত্রিম কোপে ধায় প্রতিবাসী,
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শশী,
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ ;
দম্ভের দলন দানব-নাশন
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়,
হেরে মুখ প্রেমে গলে প্রাণ,
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান,
যার দ্রব্য যায়, সেই পুন চায়
আসি পুন করুন্ হরণ।
গোষ্ঠলীলা শিশুসনে খেলা,
সখ্য প্রেম বিতরণ প্রেমিকের সনে,
মধুলীলা—ভাতিবে যৌবনে।
চল চল বামন-দর্শনে,
বিলম্ব না কর আর।

[সকলের প্র।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

(নিমাই, প্রতিবাসিনীগণ ও শচীর প্রবেশ।

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা!
১ম প্রতি। এ সুখের দিনে
কেন কাঁদ শচীদেবি?
শচী। মা গো! পোড়া আঁখি নিবারিতে নারি,
নিমাই আমার সেজেছে সন্ন্যাসী,
তাই মা গো আঁখি-জলে ভাসি,
কত কথা পড়ে মনে মা আমার,
যোগীবেশে বিশ্বরূপ ভিক্ষা চেয়েছিল,
আহা! বাছা কোথা চ'লে গেল,
সেই বেশ নিমায়ের আজি হেরি!
মাণিক কাঞ্চন প'রে
কার পুত্র হেন রূপ ধরে,

হেরে নারি ফিরাইতে আঁখি!
ভাবি তাই,
এ নিধি কি নিরবধি রবে মম কোলে?
১ম প্রতি। শুভদিনে চখের জল ফেল না।
শচী। বাবা, ভিক্ষা কর।
নিমাই। ভিক্ষা দাও মা!
১ম প্রতি। নিমাই! তোর সেই ছড়া ব'লে ভিক্ষা কর!

(গীত)

বারোঁয়া-মিশ্র—একতালা।

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে॥
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
ওগো তাই তো আসি, দেখ মা উপবাসী,
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'॥
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে,
আঁখি-নীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে॥

(ভিক্ষা দেওন)

নিমাই। আমি ছড়া বল্লেম, তোমরা হরি হরি বল।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।
নিমাই। রাধে রাধে।

(চক্ষু মুদ্রিত করণ)

শচী। ও মা! ছেলে অমন হ'ল কেন গো? নিমাই, নিমাই, নিমাই!
নিমাই। কৈ মা, আমার রাধা কৈ মা?
যোগী হ'য়ে তবু রাধার
পেলেম না চরণ;—
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার, প্রাণধন!
বদন তোল দেখ লো কিশোরী
ভিক্ষা দেহ মান, ধরি পায়ে ধরি।
ওহো কি হ'ল, কি হ'ল
প্যারী কোথা গেল,
রাধে দেখা দাও, দেখা দাও,
হেরি চাঁদবদন!
না পাই নিদর্শন শূন্যমন,
দেখ ঝরে দুনয়ন;
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার, প্রাণধন!
শচী। ও মা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!
নিমাই। না মা, আমি ছড়া ব'লচি।
মম প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই,
লুকাল কোথায়, কোথা দেখা পাই।
মার দেখ দেখ, রাই রাখ, রাই রাখ,
কিশোরী, শিরে ধরি শ্রীচরণ।
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য নিধুবন,
কোথা রাই আমার জীবনের জীবন;
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার, প্রাণধন!
শচী। না বাবা! আর তোর ছড়া বলায় কাজ নেই।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র। ও গো! তোমরা সব, কতকগুলি বিদেশী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছেন। আমি কোনমতে তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পার্‌লেম না। তাঁরা সব হরিবোল দে আস্‌ছেন, দেবতার ন্যায় রূপের জ্যোতি, আমার নিমাইয়ের জন্মদিনে তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(হরিধ্বনি করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেশে দেবগণের প্রবেশ)

সুরট-মিশ্র—একতালা।

পুরুষগণ।—
চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ।—
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জচারী॥
নিমাই।—
জয় রাধে, শ্রীরাধে!
পুরুষগণ।—
ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
স্ত্রীগণ।—
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
পুরুষগণ।—
দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
স্ত্রীগণ।—
ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী॥
নিমাই।—
জয় রাধে, শ্রীরাধে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখ।

(শ্রীবাস ও অদ্বৈত)

শ্রীবাস। কেবা হরিদাস?

অদ্বৈত। মহাবিষ্ণুপরায়ণ যবন শরীরে;
প্রভুর মহিমা কিবা, সীমা কত তার,
শ্রেষ্ঠ নীচ নাহিক বিচার,
ভক্তি যথা তথায় বিরাজমান।
ভক্তিপণে হরিদাস নামেতে যবন
কিনিয়াছে নারায়ণ,
অদ্ভুত কথন তার আচরণ।
নবাব শুনিল তার হরিভক্তিকথা,
বাঁধিয়ে আনিলা দরবারে,
মহারোষে হরিদাসে করিয়া তর্জ্জন
কহিতে লাগিল, "এ কি আচরণ তোর
কাফেরের ধর্ম্ম কেন নিলি?"
হরিদাস করিল উত্তর,
"প্রভু পরাৎপর—
নানারূপে করেন বিহার,
নীচের উদ্ধার হেতু আকার তাঁহার,
এক বিভু ভিন্নমাত্র ভক্তের কারণ।
দয়াময় যেইরূপে দেন যারে দেখা,
সেই তাঁরে পূজে সেই ভাবে;
নাহি হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন,
যেই পূজে সেই নিরঞ্জন,
নরদেহ সার্থক তাহার।
মনের বিকার—উচ্চ-নীচ অভিমান;
যেইরূপে দয়াময় ক'রেছেন দয়া,
সেইরূপে পূজা করি তাঁর।"

শ্রীবাস। সাধু সাধু,
কে বুঝিবে প্রভুর করুণা!

অদ্বৈত। সার কথা মূঢ় নাহি শুনে;
কাজীর মন্ত্রণা শুনে
আজ্ঞা দিলা অনুচরে,
বাজারে বাজারে কর প্রহার নফরে;
তাহে যদি রহে এর প্রাণ
তবে ত জানিব ওর হরি।
দুষ্ট দূতগণ করিয়ে বন্ধন
প্রহার করিল কত;
হরিদাস প্রভুপদে প্রাণ
নাহি গণে যতেক তাড়না
মনে মনে করিল কামনা,
দয়াময়, অজ্ঞান এ অনুচরগণ
তাই মোরে করিছে পীড়ন,
অপরাধ মার্জ্জনা করিহ সবাকার।

শ্রীবাস। বৈষ্ণবের চূড়ামণি, যবন সে নয়,
এবম্বিধ সাধুর কৃপায়,
কলিযুগে তরিবে মানব।
শুনি কিবা হলো অতঃপর।

অদ্বৈত। হরিপদে মতি গতি যার
কি করিবে যবন তাহার,
পুষ্প-বরিষণ সম সহিল প্রহার;
চমৎকার নবাব মানিল,
পদে ধ'রে মিনতি ক'রিল।
মিষ্টভাষে হরিদাস তুষিল সবারে।

শ্রীবাস। হায়! কত পুণ্যফলে
হেন ভক্তি মিলে!

অদ্বৈত। শুনি, সেই সাধুত্তম আসিবে হেথায়,
অনুগ্রহে তাঁর
ভক্তিবৃদ্ধি হবে মো-সবার;
ছিল কলুষিত বেশ্যা একজন,
হরিদাসে করি দরশন,
দিব্যজ্ঞান জন্মিল তাহার,
এও এক অদ্ভুত কথন।

শ্রীবাস। কিবা এর বিবরণ?

অদ্বৈত। কোন' মূঢ়জন
হরিদাসে করিতে ছলন,
কুটীরে তাঁহার
পাঠাইয়ে দিলা বারনারী।
হরিদাস জিজ্ঞাসিল—প্রয়োজন;
পাপ অভিপ্রায় বেশ্যা করিল প্রচার।
বৈষ্ণবের নাহি কোন মনের বিকার,
কহিল তাহারে—'ব'স তুমি,
করি জপ সমাপন'।
হরিধ্যানে হলো নিশা-অবসান।
পরদিন আসিতে বলিল তারে,
সে রাত্রিও গেল সেইরূপে,
পররাত্রও সেরূপে কাটিল;

বারাঙ্গনা আশ্চর্য্য মানিল,
পদতলে হইল লুণ্ঠিত;
হরিমন্ত্র দিল হরিদাস,
পাপক্ষয় হলো তার।
এবে বেশ্যা পরম-বৈষ্ণবী,
হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী হরি-পদ-অনুরাগী,
দিবানিশি করে সে সাধন।

শ্রীবাস। দেখ লৌহ হইল কাঞ্চন
অয়স্কান্তমণির পরশে!
কতদিনে আসিবে সে মহাজন?

অদ্বৈত। কতদিন না জানি নিশ্চয়,
শুনি শীঘ্র আসিবেন নদীয়ায়।

(প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। বলি হাঁ হে, তোমরা কাউকে ঘুমুতে দেবে না? যদি পাঁচজন মিলেছ তো শেয়ালের মত ডাক তুলেছ! চিকুড়ি না করলে কি তোমার হরি শুন্‌তে পায় না? এই যে তুমিও জুটেছ, দেশটা মজালে আর কি! ভাল মানুষের ছেলে, কাজ গেল, কর্ম্ম গেল, গাধার ডাক ডাক্‌তে দলে নিয়ে নিয়েছ আর কি।

মুকুন্দ। কেন মশাই! আমরা কেবল হরিগুণ গান করি বই তো না?

প্রতি। হরিগুণ গান কর তো গাধার মত চেঁচাও কেন?

শ্রীবাস। সংকীর্ত্তন করি।

প্রতি। কেন, মনে মনে হরিনাম করলে হয় না? তোমরা যে সব নূতন শাস্ত্র ক'রে তুললে হে! এত বদিয়াতী ক'রলে লোক টেঁকৃতে পার্‌বে কেন? তোমাদের দৌরাত্তিতে কি রাতদিন লোক ঘুমুবে না? আর কীর্ত্তনের তো মাথামুণ্ড কিছু বুঝ্‌তে পারিনা, "প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে" ও তো টপ্পা-বাজি। অমন চেঁচামেচি কর্‌লে কিন্তু ভাল হবে না বাপু! মানুষ সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আলিস্যি রাখ্‌বে—না অম্‌নি ডাকাত পড়া চীৎকার তুল্‌লে!

মুকুন্দ— (গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুম'াও না মন।
মায়া-ঘোরে কতদিন রবে অচেতন॥
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে,
চাহ রে নয়ন মেলে, ত্যজ কু-স্বপন॥
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে,
নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তমো পরিহরি হের তরুণ তপন॥

প্রতি। বলি তোমরা নেহাত বেহায়া। বলি, বৈষ্ণব হ'লে কি জেগে ঘুমায়? 'ঘুমুও না মন, ঘুমুও না মন' ক'র্‌চ। আমি তোমাদের পরিষ্কার বল্‌চি বাপু, নদেয় ও সব হবে না।

শ্রীবাস। কি বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবে না তো কোথায় হবে?

প্রতি। আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি, গ্রামের পাঁচ জনের কাছে যাই; বলি গে, যে, গাধার ডাক্ ডাক্‌বেই ডাক্‌বে, তোমরা থাক্‌তে পার থাক।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শ্রীবাস। দীননাথ!
কতদিনে হরিভক্তি উদয় হইবে,
হরিনামে মাতিবে নদীয়াবাসী!
সবে মিলে হরিগুণ গাবে,
পশু পক্ষী পতঙ্গ তরিবে,
পুলকে উঠিবে হরিধ্বনি!
হরিপ্রেম-প্রবাহ বহিবে,
গোলক অবনী হবে,
প্রস্তরে বহিবে প্রেম নীর।

অদ্বৈত। দিব্যচক্ষে করি দরশন,
নাহি বহুদিন আর—
ভবে হরিনাম ত্বরায় প্রচার হবে।
মত্ত হ'য়ে হরিগুণ গেয়ে
ভুঞ্জিব দিবস-নিশি।
বৈষ্ণবের কিবা আছে ভয়,
প্রাণ হরিময়,
হরিধ্বনি কর প্রাণভরে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নেপথ্যে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। আহা!
কে বিদেশী, সুমধুর স্বরে
হরিনাম করে প্রাণ ভরে!
বৈষ্ণবের প্রায়, জ্যোতির্ম্ময় কায়!
হবে কোন মহাজন।

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। মহাশয়! আইলাম হরিনাম শুনে,
হরিভক্তগণে করিবারে দরশন;
আজি মম সফল জীবন,
সাধুসঙ্গ হলো লাভ।
কহ কৃষ্ণকথা,
তৃপ্ত কর মনের পিপাসা,
হরিদাস নাম মম।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। পবিত্র নদীয়া-পুরী!
এই সেই মহাজন ভক্তির আধার।
যদি মম ধামে হইলেন অধিষ্ঠান,
হরিগুণ শুনি তব মুখে।

হরিদাস। ভক্ত-সহবাসে
পবিত্র হইব—অভিলাষ।

অদ্বৈত। ভাগ্য মো-সবার,
যাবে দিন বৈষ্ণব সেবায়।

হরিদাস। আছে এক বাসনা আমার,
নবদ্বীপে হরিনাম হইবে প্রচার,
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
প্রচারক ল'য়েছে জনম,
আসিয়াছি তাঁর দরশনে।

শ্রীবাস। মহাশয়, কেবা প্রচারক—
কতদিনে হরিনাম হইবে কীর্ত্তন?
মহোৎসবে মিলিয়ে বৈষ্ণব
মহানন্দে হরিনাম-রব
তুলিবে গগনপথে।

হরিদাস। শুন বিবরণ,
কালি সন্ধ্যাকালে বসিলাম ধ্যানে,
মানস নয়নে—
হেরিলাম অপূর্ব্ব মূরতি—
দিব্য জ্যোতিপূর্ণ সে পুরুষ,
যেন সুমধুর ভাসে সম্ভাষি আমায়,
নদীয়ায় আসিবারে দিলা উপদেশ,
কহিলেন—'নরদেহ করেছি ধারণ
হরিনাম বিতরণ হেতু,
কিন্তু কালপূর্ণ হয় নি এখন';
চারিদিক্ হতে যবে আসিবে বৈষ্ণব,
নদীয়ায় একত্রে মিলিবে,
নামোৎসব হবে সেই কালে'।

অদ্বৈত। বলিয়াছি, বলিয়াছি, তোমা সবে
কৃষ্ণচন্দ্র আপনি আসিবে,
হরি নামে হবে ধরা মাতোয়ারা,
শুনহ প্রমাণ তার মহাজনমুখে।
কিবা ভয় আর,
আর না মানিব মানা,
এস প্রাণভরে করি হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

২য় প্রতি। প্রভু, সংশয়সাগরে
আলোড়িত মন মম,
নিবেদন পদে—
ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু করিব শ্রবণ।
হেরি মহাশয় মহাজ্ঞানী,
বলুন আমায়
জ্ঞান বিনা ভক্তি কোথা পায় স্থান!

হরিদাস। ভক্তিতত্ত্ব কৃপায় সুধাও,
শুন কহি সাধ্যমত।
কষ্টসাধ্য জ্ঞান উপার্জ্জন,
নিরস সাধন মদন-দহন করি।
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন;
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিহীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী।
রসে দিবানিশি ভাসে
এ সাধন মদনমোহন করি,
রূপ আজ্ঞাকারী
প্রয়োজনবিহীন কামনা,
নব ভাবে নিত্য উত্তেজনা
অনন্ত অনন্ত নবভাব
মানবের পরম বৈভব,
ভোগ মোক্ষ, পদানত,
সীমাশূন্য ভক্তির মহিমা।

২য় প্রতি। জ্ঞান বিনা ভক্তি হৃদে
কেমনে জন্মিবে,
জ্ঞানে করি বস্তুর বিচার,
ভক্তি সার জ্ঞানেই বুঝিব,
জ্ঞান বিনা ভাল মন্দ বিচার কে করে?

হরি। ভক্তির মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত ভুবনে,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ইথে,
যথা প্রাণ চায়, প্রাণ তথা ধায়—
হেতু বস্তু না করে বিচার।
আকর্ষিত প্রাণ নাহি হিতাহিত জ্ঞান,
শুভাশুভ নাহি প্রয়োজন,
ভক্তিই জীবন—ভক্তিই ভক্তির হেতু।

৩য় প্রতি। সঙ্গত এ নয়,

যথা প্রাণ ধায়—
তথা যদি করিব গমন,
বুদ্ধিবৃত্তি সব অকারণ,
কেমনে বা হবে রিপুর দমন ?

হরিদাস। শুভাশুভ যে করে বিচার,
বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তার,
ইন্দ্রিয়দমনে সেই হয় যত্নশীল;
কিন্তু যেই আকাঙ্ক্ষাবিহীন
কোন্ শক্তি তার প্রয়োজন ?
ভেবে দেখ মনে,
বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
অহেতু যাইত কৃষ্ণে করিতে দর্শন,
কলঙ্ক রটিল, তাহা না মানিল,
কৃষ্ণ বিনা দিবানিশি করিল রোদন,
তবু কোথা কৃষ্ণধন, কোথা কৃষ্ণধন,
দিবানিশি বলিল বদনে।
কৃষ্ণধন সার,
হিতাহিত নাহিক বিচার,
জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব ;
বিনা বস্তুর বিচার
ভক্তিলাভ করেছিল অনায়াসে।

২য় প্রতি। দেব! ক্ষমুন আমায়,
ব্রজাঙ্গনাগণে
সুখী হ'ত কৃষ্ণ দরশনে
তাই কৃষ্ণে করিত কামনা।

হরিদাস। ব্রজাঙ্গনাগণে
কৃষ্ণ দরশনে অবশ্য হইত সুখী,
বিরহে বেদনা হ'ত প্রাণে,
তথাপিও দুরূহ বিরহ
হৃদিমাঝে দেছে স্থান ;
জ্ঞান অবশ্যই কয়,
যাহে দুঃখ হয়, কর তাহে পরিত্যাগ।
কিন্তু ব্রজে হের ভাব
নিত্য নব-রাগ, সুখ দুঃখ নাহিক বিচার,
সুখে দুখে কৃষ্ণময় প্রাণ,
সুখে দুখে কৃষ্ণগুণগান,
প্রাণ অনুগামী
অন্য যুক্তি গোপী না মানিত।

শ্রীবাস। মিথ্যা কেন করিবে বিচার,
এস সংকীর্ত্তন করিব সকলে।

২য় প্রতি। আজি মম নূতন জীবন,
হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। এস প্রভু বাটীর ভিতর,
রুদ্ধদ্বারে করি সংকীর্ত্তন,
নহে পাষণ্ড করিবে জ্বালাতন।

[সকলের প্রস্থান।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। আজ তোরে আমি দিব্বি করে বল্‌চি, এক এক শালাকে ধ'র্‌ব,আর এক এক পাত্র গালে ঢেলে দেব।

মাধাই। আর আমি একখানা পাঁঠার হাড় গুঁজে দেব। শালারা ভোর দিন মালপো ঠুস্‌ছে, আর চেল্লাছে।

জগাই। চেল্লায় কেন জানিস্ ? খিদে বাগিয়ে নিচ্চে; ব্যাটারা হাড়িকাঠ দেখ্‌লে চোখে হাত দেয়, আর কপালের উপর হাড়িকাঠ আঁকে।

মাধাই। তুইও যেমন, শালাদের সব ভণ্ডামী; তুই বল্‌ছিস্ মদ দিবি, লুকিয়ে শালারা সের সের মদ খায়। বেটারা বদ্‌মাইসের জাসু, এমন বিপরীত গানও শুনিনি।

জগাই। আমি বলি এক এক শালাকে ধরি আর কামড়ে চাট করি। ওই নিমাই পণ্ডিতটার কি ঠাওরালি, ওকে দলে নিতে পার্‌বি ? ব্যাটা ত বৈষ্ণবের সঙ্গে লাগ্‌তো, কিন্তু মদে বড় এগোয় না।

মাধাই। ভয় ভাঙেনি,—এই রে শালারা দোর দিয়েছে, মদ দে।

জগাই। গিল্লি আর পাব কোথা ?

মাধাই। তবে তুই কি ভণ্ডামা কর্‌তে এলি ? চল মদ নিয়ে আসি—দোরে বমি ক'রে দে যাব।

(নেপথ্যে খোলের শব্দ)

এই রে শালারা সুরু ক'রেছে, দাঁড়া মদ নিয়ে আসি, আজ দোর ভেঙে ঢুক্‌বো। শুনচি বেটারা ভোর দিন চীৎকার কর্‌চে, সেই সকালে আরম্ভ করেচে,আর এই ভোর ফের হয়। গোটা দুই কলসী তুলে আনিগে চল, আজ শালাদের ধর টিকি, মার কিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

মালিনী আসীনা।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। কি মালিনি! এখানে ব'সে রয়েছ কেন?

মালিনী। দেখ, আমি একছড়া মালা গেঁথে এনেছি। সকলে তোমায় চন্দন মাখিয়ে দেয়, মালা পরিয়ে দেয়, আমার সাধ হয়েছে, তোমায় এই মালা-ছড়াটী পরাই। আমি বড় সাধ ক'রে গেঁথেছি, তুমি পরবে?

নিমাই। দাও। (মালা পরাইয়া দেওন) কি দেখ্‌ছ মালিনি?

মালিনী। কি দেখি! কি দেখি! তোমায় দেখ্‌ছি। আহা! এমন ত আমি কখন দেখিনি! আহা, কি রূপ! আমি কত কোটি-জন্ম পুণ্য ক'রেছিলুম, আমার প্রাণ ভরে গেল। আহা! কি মধুর বংশীধ্বনি। প্রভু! আবার বাজাও, মরি মরি, প্রাণ ভ'রে গেল!

(শচী ও প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

শচী। ও মা, এ কি! নিমাই,—বাবা!

নিমাই। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারি,
হের করযোড়ে
ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার দানবসংহার হেতু,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান।

শচী। নিমাই নিমাই, বাবা এ কি?

নিমাই। দেখ, দেখ খোলহ নয়ন,
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দরশন,
কেবা পিতা-মাতা কেবা পুত্র-ভ্রাতা,
বহুরূপে আমিই সংসারে।

শচী। সর্ব্বনাশ! কি হলো আমার!
নিমাই, নিমাই! স্থির হও বাপধন!

নিমাই। কেবা তুমি, কে তব নিমাই!
একা আমি অন্য আর নাই,
বহুরূপা প্রকৃতি নর্ত্তকী।

শচী। ও মা, কি হলো আমার!
ডাকিনী কি পশিল নিমায়ে?
কিংবা বায়ু রোগ হ'লো,
এ কি মোর বিড়ম্বনা!

নিমাই। অনন্তশয্যায় মগ্ন একার্ণব-মাঝে,
যোগমায় বলে পদসেবা ছলে
ব'সে লক্ষ্মী পদতলে;
কে করে নির্ণয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্ত্তেকে;
মায়ায় সৃজন, মায়ায় পালন,
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক—বহু মায়া আবরণে;
যুগ বর্ষ পল মায়ায় সকল,
মায়াবলে স্থান নিরূপণ,
ভ্রান্তরূপা মায়ায় প্রভেদজ্ঞান।

(প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

প্রতি। দেবি! কি হয়েছে পুত্রের তোমার?

শচী। না জানি কি হ'লো, বাছা ঘরে এলো,
কিবা বলে বুঝিতে না পারি।
কহে "একমাত্র আমি নিরঞ্জন,
একা আমি কিছু নাহি আর—
মায়াবশে ভেদজ্ঞান।"

নিমাই। বাসনায় জগৎ-সৃজন,
কর জীব বাসনা বর্জ্জন,
নিত্যধন পাবে অনায়াসে;
বাসনায় মনের জনম,
মন সৃষ্টি করে এ শরীর।
অনন্ত বাসনা উঠে তায়,
ভাসে মন বাসনাসাগরে;
মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে,
শিব ভুলি হয় জীব।
আমি আমি—জন্মে মহাভ্রম,
সুখ-আশে দুখে নিমগন,
গতাগতি দুর্গতি অপার,
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্ম মৃত্যু সহে অনিবার,
নিস্তারের না ভাবে উপায়।
জীবে কৃপা করি, আসিয়াছি নরদেহ ধরি,
হরিনামে হরিব জীবের মোহ;
তাপিত যে জন লহ রে শরণ
বন্ধন ঘুচিবে তোর।

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
শুন শুন পুত্রের বচন।
নিমাই। বাজায়ে বাঁশরী বৃন্দাবনে ফিরি,
গোপাল গোপীর প্রেমদায়;
যেবা প্রেম চায় বিলাই তাহায়,
দূরে যায় সংসারবাসনা তার,
অনিবার বহে প্রেমধার,
আয় দিব কে আছ পিপাসী।
প্রতি। শচীদেবি, করি নিবেদন,
পূর্ব্বকথা করহ স্মরণ,
বাল্যকালে রোদন করিত পুত্র তব,
শান্ত হতো হরিনামে;
হরিনামে হবে রোগ উপশম,
এস সবে করি হরিধ্বনি।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
নিমাই। উচ্চশব্দে কর হরিনাম,
নাম বিনা নাহি আর,
নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাম,
নাম উচ্চ, উচ্চ নাহি নাম হ'তে—
গাও হরিনাম, জপ হরিনাম,
নামে মোক্ষ—সংশয় নাহিক তায়।
যেই নাম গায়,
তায় আমি প্রসন্ন সর্ব্বদা!
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শচী। নিমাই, নিমাই, কেন হলি রে এমন,
বাপধন! অন্ধের নয়ন তুই,
দেখ দুঃখিনী জননী তোর করিছে রোদন।
নিমাই। মা! মা! কেন এত লোকসমাগম?
শচী। নিমাই! নিমাই!
কে তোরে কি করেছিল বল,
কেন তোর হলো ভাবান্তর?
নিমাই। ভাবান্তর কিবা মাতা?
শচী। বাপধন অঞ্চলের নিধি!
কেন কর অভাগীর সর্ব্বনাশ?
আয় বাছা!
গেল দিন, কর নি ভোজন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। দেখ্ ভাই, ব্যাটাদের টীকিতে চাল্‌তা বেঁধে তাড়া দেব।

মাধাই। আমি ধর্‌তে পার্‌লেই শালাদের তিলক চেটে নেব; গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখী হয়, কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে,— নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ী জোটেনি।

জগাই। তুই নিমাই পণ্ডিতের বে'তে গিয়েছিলি?

মাধাই। পাঁটার রেঁা গাছটা নেই, গিয়ে কি কর্‌বো? আমি কল্‌সী ক'রে পাঁটার রক্ত ধ'রে রেখেছি, অদ্বৈতের বাড়ীর দোরগোড়ায় ঢেলে দেব। দেখ্, ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিশে গেছে আগে নিমাই পণ্ডিতটাকে দেখ্‌লে শালার পালাতো। কি বাবা নেড়ানেড়ীর হেঙ্গাম নদে। এল?

জগাই। নিমাইটাকে দলে নিতে পারিস্? ওটা খুব জাঁহাবাজ আছে।

মাধাই। একদিন ছটাকখানেক মদ, আর একখানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস্? নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে ঘরে তাড়া করি, বলি তর্ক কর্।

জগাই। ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বে'তে দুহাতে খরচ করেছে, এখনো বোধ করি, পোঁতা টাকা আছে। দেখ্, বাড়ীতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায় হেউ ঢেউ খেয়ে এসে। বামুন-বৈষ্ণব হ'ল তো সিকিটে আধুলিটে দক্ষিণাও মেরে দিলে।

মাধাই। চল্ না, একদিন রাত্রিতে গিয়ে পড়ি।

জগাই। না রে, দলে নিয়ে নে—সব রকমই চ'লবে। ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হ'য়েছে, এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু-কথায় খ' বানিয়ে দিলে। দেখ্, এক বেটা সন্ন্যাসী আসছে, ব্যাটার ঠেঁঙ্গে ঝুলি কেড়ে নেওয়া যাক্, বুঝি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী থেকে আস্‌ছে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। জয় হোক্—জয় হোক্—বহুকাল এমন চব্যচুষ্য আহার হয় নি।

মাধাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর! প্রণাম, আমার পেটে শূলব্যথা আছে, ভাল ক'রে দিতে পার?

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমি ভিক্ষিরি, আমি কি ওষুধ জানি?

মাধাই। না না, জান বই কি।

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই, ওষুধপত্র কিছুই জানি না।

মাধাই। তা এক ছিলিম গাঁজা টেনে যাও।

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমি গাঁজা খাব না।

মাধাই। খাবে বই কি,বসো না!—জগা, গাঁজা সাজ্ তো।

জগাই। এই যে টিপ তোয়েরি।

মাধাই। বসো ঠাকুর বসো, ঝুলী রাখ, বেশ ভাল ক'রে বসো।

[জগাইয়ের ঝুলী লইয়া প্রস্থান।

সন্ন্যাসী। ও কি! ঝুলী নিয়ে যাও কোথা?

মাধাই। এই তোমার বাসায় রাখ্‌তে চল্‌লো আর কি।

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমার ঝুলী দাও।

মাধাই। শালা আমি নিয়েছি—তবে রে শালা—

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমি বড় গরিব বাবা।

মাধাই। মার্ শালাকে।

সন্ন্যাসী। বাবা রে, বাবা রে!

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(জগাই ও মাধাইয়ের পুনঃ প্রবেশ)

মাধাই। জগা! ঝুলীটে কোথায় রাখ্‌লি?

জগাই। আজুলিটে বার্ ক'রে নে ফেলে দিয়েছি আর কি। দাঁড়া, আজ সব শালা, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছে, এই পথ দে ফিরে যাবে।

মাধাই। শালাদের যে ধর্‌তে পারিনি, ধর্‌তে পার্‌লে বুঝি। জগা! তুই কাল কোথা ছিলি? আমি একটা গয়নাগাঁটি শুদ্ধ ছুঁড়ী ধ'রেছিলুম, বড় মাতাল ছিলুম, হাত ছাড়িয়ে পালালো।

জগাই। আমিও মাঠে গিয়েছিলুম, দু'শালাকে ধর্‌লুম, কিন্তু কিছু আদায় হলো না।

মাধাই। নিধিরাম বাঁড়ুয্যের ছেলে ব্যাটাকে ধর্‌তে পার্‌লিনি? তা হ'লে দিনকতক সুবিধা হতো!

জগাই। না সে ব্যাটা নেহাত বেল্লিক, সে ছোঁড়া নিমাই পণ্ডিতের টোলে গেল।

মাধাই। মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে সে ব্যাটার কাজ?

জগাই। সাদ্ধি কি।

মাধাই। দ্যাখ্ জগা, গাছে উঠি আয়।

জগাই। কেন রে, তুই বাঁদর না কি? গাছে উঠ্‌বি কেন?

মাধাই। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এদিক্ দিয়ে কেউ যাবে না।

জগাই। না না, এই আড়ালে দাঁড়াই আর আমার পা টল্‌ছে, গাছে উঠ্‌তে পার্‌বো না।

মাধাই। কে দু'-ব্যাটা আস্‌ছে, দেখ্ টিকিদাস ভট্‌চায্।

জগাই। ও ব্যাটাদের নিয়ে খানিক রঙ্গ করা যাবে এখন।

(দুইজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

১ম ভট্টা। ওহে! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথা বল্‌তে পার?

জগাই। নিমাই পণ্ডিত?

১ম ভট্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত যে।

জগাই। সে যে আজ দু'দিন মারা গিয়েছে। আহা! বড় পণ্ডিতই ছিল বটে, জরবিগার হলো, আর নাই।

১ম ভট্টা। সে কি?

জগাই। আর সে কি।

২য় ভট্টা। না, ও মিছে কথা, দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ব্যঙ্গ করচে, ওরা বেল্লিক।

জগাই। ভট্‌চায্ 'বেল্লিক' বল্‌লে একপাত্র মদ খেয়ে যেতে হবে। মেধো! দেত এক পাত্র মদ।

[ইত্যবসরে মাধাইয়ের ভট্টার্য্যদ্বয়ের টিকিদ্বয় পরস্পর বন্ধন।

মাধাই। ভট্‌চায্, খাও।

১ম ভট্টা। আরে রাম রাম!

২য় ভট্টা। আরে চৈতন বেঁধেছে।

জগাই। আরে ধর্ শালাকে।

১ম ভট্টা। আরে গিছি, গিছি, গিছি—ভট্টাচার্য্য এদিকে, ভট্টাচার্য্য এদিকে।

মাধাই। যাবি কোথা শালা, মদ খেয়ে যা।
২য় ভক্ত। আরে র, আরে র।
জগাই। ধর্ ধর্ ধর্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

মিশ্রের বাটী।

(শচী ও শ্রীবাস)

শচী। শুনহ বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
মম সম নাহিক দুঃখিনী,
জন্ম গেল কাঁদিতে কাঁদিতে!
বিশ্বরূপ ছেড়ে চ'লে গেছে,
সে শেল রয়েছে—
পতি-শোকে সদা দহে প্রাণ!
রূপ-গুণ-যুতা
বধূমাতা আনিলাম ঘরে,
যমে নিল হ'রে,
সে শোক ভুলিতে নারি।
মন্ত্রণা করিয়ে পুন বধূ আনিলাম গৃহে,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,
নাহি জানি কি দুর্গতি হবে তার!
গিয়েছিল গয়াধামে নিমাই আমার,
না জানি কি বিষম বিকার
উঠিল অন্তরে তার!
সদা মৌনে রয় কথা নাহি কয়,
কভু হাসে কভু কাঁদে পাগলের প্রায়;
রজনীতে আচম্বিতে করে গো চীৎকার,
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা বাপ আমার!"
শতধার নেত্রদ্বয়ে বহে,
কভু মূর্চ্ছা হ'য়ে লুটে ভূমিতলে,
সবে বলে বায়ুগ্রস্ত কুমার আমার;
যেবা হয় কর প্রতিকার।
প্রাণ আমায় বুঝাইতে নারি,
বুঝি ডাকিনী যোগিনী লজ্বিল বাছায়,
কি উপায় করিব না জানি।
শ্রীবাস। নাহি ভাব শচী ঠাকুরাণি!
যে বিকার পুত্রের তোমার,
ব্রহ্মা শিব সদা বাঞ্ছে তাহা;
কৃষ্ণ নাম মুখে সদা যার
রোগ কোথা তার,
কেন বৃথা বিপদ্ আশঙ্কা কর?
পুত্র তব মহা গুণবান্,
কৃষ্ণময় প্রাণ,
তুমি পুণ্যবতী,—
তাই সতী হেন পুত্রে ধরেছ জঠরে।
ভক্তিরসে নিশিদিশি ভাসে,
হাসে কাঁদে সে কারণ,
ত্যজ শোক মন—
কৃষ্ণধন পাবে তুমি তনয়ের গুণে।
বায়ুরোগ বলে যত জ্ঞানহীন জনে,
নাহি কর ভয়, রহ অসংশয়,
সকলি হইবে শুভ কৃষ্ণের প্রসাদে,
সার্থক জীবন যার হরিভক্তি আছে।
শচী। যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী!
তাই ত্বরা ক'রে দিলাম বিবাহ পুনঃ,
কিন্তু যে আচার বধূর সহিত
দেখে মম কাঁপে বুক!
ছিল ভাল,
যতদিন গয়াধামে না যাইল।
এবে যদি বধূমাতা বসে কাছে,
কভু মৌনে রয়, কভু বা তর্জ্জন করে,
ডরে যায় পলায়ে বালিকা।
লয়ে পরের বাছায় ঠেকিয়াছি দায়!
আহা অবোধ বালিকা কাঁদে দিবানিশি।
অভাগীর না জানি কি দশা হবে।
কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমা'য়ে আমার,
গৃহধর্ম্মে দেয় মন,
শুন শুন বৈষ্ণব সুজন,
আঁধার-সংসারে দীপ নিমাই আমার!
শ্রীবাস। ঠাকুরাণি! আমি কি বুঝাব,
পুত্র তব নহে সাধারণ,
হরি-সঙ্কীর্ত্তন হেতু জনম তাহার।
ভাগ্যবতী বধূমাতা তব,
হেন পতি কার ভাগ্যে ঘটে আর,
প্রসাদে যাহার—
ভবভার হইবে খণ্ডন,
ভুবনপাবন নন্দন তোমার জেন সার।
শচী। আহা! দেখ দেখ পাগলের প্রায়,

আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়,
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে?
শ্রীবাস। ভাবে ভাব বাড়িবে নূতন,
নব আকর্ষণ—
কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট পরাণ;
ঠাকুরাণি! চিন্তা কর দূর।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। ধন্য তুমি ধন্য গো জননি!
বৈষ্ণবের পদার্পণ তব পুরে।
কই প্রভু!
কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো.
অধম জনম বৃথা কেটে গেল!
বল প্রভু,
কৃষ্ণ কই, কোথা কৃষ্ণ পাব?
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।
তুমি ভক্ত সাধুজন,
করি তব চরণবন্দন,
কৃষ্ণধন পাই যেন তব আশীর্ব্বাদে।
নাহি অন্য আশ,
যেন হই বৈষ্ণবের দাস,
অনায়াসে তাহে পাব গোলোকবিহারী।
হায় কোথা গেল হরি,
হরি, হরি, কোথা তুমি দয়াময়!

(মূর্চ্ছা)

শচী। ওগো, কি হলো, কি হলো?
শ্রীবাস। নাহি ভয়, কর হরিধ্বনি।
উভয়ে। হরিবোল,—
নিমাই। আহা কিবা সুধাময় নাম!
নাম বিনা কিছু নাহি আর,
নামের মহিমা ব্রহ্মা শিব দিতে নারে সীমা,
নাম সম ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর।
গাও হরি নাম,
ধরাধর শ্রেষ্ঠ হবে গোলোক হইতে।
ধন্য ধন্য ধন্য এ মানব দেহ,
যাহে কৃপা করি ভবের কাণ্ডারী,
দিয়াছেন হরিনাম বলিতে শকতি;
ধন্য এ রসনা যাহে হরিনাম করি গান!
ধন্য বসুমতী,
হরিভক্তি প্রচার যথায়!
হরিবোল, হরিবোল!!

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। ভাল হলো শচীঠাকুরুণ রয়েছেন। বলি নিমাই, তোমায় কি এই নিমিত্ত অধ্যয়ন করিয়েছিলুম? শ্রীবাসঠাকুর! আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা ক'রে থাকি, কিন্তু আপনারা মিলে দেখ্‌ছি, এই সংসারটা ছারখার কর্‌লেন। আহা! স্বর্গীয় মিশ্র নিমাইকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

শ্রীবাস। পণ্ডিতমহাশয়! আমার অপরাধ কি? কৃষ্ণ কৃপা করেছেন, আমি কি কর্‌বো?

গঙ্গা। হাঁ, হাঁ, ও কথা আপনি অর্ব্বাচীনকে বোঝাবেন। বেগবান্ হৃদয় যে দিকে লওয়াবেন, সেই দিকেই যাবে। ওহে নিমাই! তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে,—তুমি আমার সহিত তর্ক কর, সংসার অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম প্রধান, আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর?

নিমাই। প্রভু! কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি কি করি!
ভাবি কূলে রই,—
কূলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে!
মন প্রাণ মজেছে আমার,
বল কিবা করিব বিচার,
কৃষ্ণ সার,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর,
কোথা কৃষ্ণ বল গো আমায়,
জ্ব'লে মরি আর তাঁর বিরহ সহিতে নারি!
হায় কোথা তুমি হরি, লুকাইলে মন প্রাণ হরি,
প্রাণ যায় দেখা দাও।

গঙ্গা। শ্রীবাস ঠাকুর! যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি একটু অন্তর হন, আমি আমার শিষ্যের সহিত দুটো কথা কই।

শ্রীবাস। যে আজ্ঞে। (নিমাইয়ের প্রতি) সন্ধ্যার সময় দেখা হবে, তুমি তোমার অধ্যাপকের সহিত কথা কও।

নিমাই। প্রভু! আছে মম বিশেষ বারতা,
কৃপা ক'রে রাখিবেন পায়,
পাই যেন দরশন।

[শ্রীবাসের প্রস্থান।

গঙ্গা। ভাল নিমাই! যার প্রতি প্রাণ ধায়, তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই। সামান্য পুণ্যে অধ্যাপকের কার্য্যপ্রাপ্তি হয় না; তুমি সরস্বতীর-কৃপায় সে পথ পেয়ে কেন অনাদর কর?

নিমাই। দেব! যথাশক্তি শিষ্যদিগের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না, এই নিমিত্ত তাঁদের বলেছি, স্থানান্তরে অধ্যয়ন কর গে।

গঙ্গা। কিরূপ যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর? ন্যায়, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সকলই তোমার কৃষ্ণ। ধাতু জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল 'কৃষ্ণের ধাতু'—সকল কথাতেই কৃষ্ণ! এতে শিষ্যদিগের মন কিরূপে তৃপ্ত হবে?

নিমাই। প্রভু!

শাস্ত্র-মর্ম্ম এইমাত্র বুঝিয়াছি সার,
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায়, কৃষ্ণ অলঙ্কার,
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,—
কৃষ্ণের কৃপায় জীবের চেতন
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন,
সার মর্ম্ম শাস্ত্রের এ জানি।

গঙ্গা। না না, ও ত উন্মত্ততা, ও ত প্রলাপ। সঙ্গত কথা কও, গয়াধাম হ'তে এসে তোমার মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, তোমার এ উপদেশ কে দিলে? তোমার মা ঠাক্‌রুণ, তোমার স্ত্রী, তাদের আর কে আছে? তোমার মুখ চেয়ে তাঁরা আছেন, তাঁদের ভরণপোষণের ভার কি তোমার নয়?

নিমাই। প্রভু!

কেবা আমি ভার কিবা মম,
সর্ব্বশক্তি বিশ্বের আধার,
কৃষ্ণ বিনা ভার আর কার?
প্রস্তর-মাঝারে
কীটাণুরে কে করে পালন?
আমি কেবা কি করিতে পারি,
করি যেবা করান মুরারি,
সকলের অধিকারী কৃষ্ণধন,
দয়াময় ভুবনপালন,
সম কৃপা সবারে তাঁহার।
জলবিম্ব প্রায় ফুটেছি ধরায়,
বল দেব আমি কি করিব?

গঙ্গা। যথার্থই কৃষ্ণের সংসার,
পালনের ভার সত্য তাঁর;
কিন্তু নিমিত্ত বিহনে
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য নাহি হয়।
যথা সূর্য্য করিয়ে বেষ্টন
ভ্রমে গ্রহগণ,—
তেমতি সংসারে একে লক্ষ্য ক'রে
রহে যত পরিজন।
কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্য বিনা কেবা রয়,
কার্য্য বিনা জ্ঞান লাভ নাহি হয়।
কার্য্যই মুক্তির হেতু,
শাস্ত্রমর্ম্ম এই সার;
কিবা কোথা দেখিলে নূতন
যাহে শাস্ত্রমর্ম্ম কর হেলা?

নিমাই। ক্ষমা কর দেব!

একমাত্র নিমিত্ত জগতে।
দেখিয়াছি গয়াধামে
বিষ্ণু-পদ করি প্রদক্ষিণ,
বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,
কার্য্য কিবা সে তো সেই হরি!
হরি ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়,
প্রত্যক্ষ এ কথা,—
নহে যুক্তি অনুমান।
জীবে দয়া অপার যাঁহার,
খণ্ডাইতে ভীম ভবভার,
পাদপদ্ম যাঁর বিরাজিত গয়াধামে,
দুর্দ্দৈব আমার হেন পদে নাহি রুচি
গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ-পঙ্কজে করিতে মধুপান
ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি,
সবে হরিময় হরিগুণ কয়;
আমি ভাগ্যহীন,
নাহি চিনিলাম হরি।
হরি বল দিন গেল,
কুতূহলে নাচ হরি ব'লে,
মাতো হরিপ্রেমে মোক্ষ ঠেল পায়,
অকূল সাগরে কার্য্য দেহ বিসর্জ্জন,
গাও হরিনাম, হরি বিনা নাহি আর,
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ দেহ প্রাণ,
কর কৃষ্ণনাম,
হরি বল, গাও সে অভয় নাম।

গঙ্গা। হরি বল,
ওরে দেয়ে মোরে,
কোথা পেলি হরি প্রেম?

উভয়ে। হরিবোল, হরিবোল।
গঙ্গা। ভাগ্য মানি শচীঠাকুরাণী,
পুত্র নহে সাক্ষাৎ মুরারি,
হরি বল' দিন গেল বয়ে।
হে নিমাই!
শাস্ত্রমর্ম্ম তুমিই বুঝেছ সার,
আর তব সঙ্গ না ছাড়িব,
না করিব কার্য্যের গরিমা।
নিমাই। এস প্রভু!
কৃপা করি মম গৃহে করহ ভোজন।
মাতঃ!
গুরুসেবা সাধ মম, কর আয়োজন।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

নিতাই।

লুম মিশ্র—একতালা।

হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই,
বেলা হ'লো চল, চল গোঠে যাই,
আয় রে কানু আয়।
ওঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথপানে সবে চায়॥
বেলা হ'লো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠ রে ওঠ রে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু,
কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে
তোরে ডাকে ধেনু বনে যেতে নাহি চায়॥

(প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম প্রতি। বাবা এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা! বলি, ওহে হারে রে রে রে, তোমার আবার কি ঢং?

নিতাই। আমি ভিখারী।

১প্রতি। ভিকিরি ভিক্ষা কর, অমন "হারে রে" করছ কেন?

নিতাই। (গীত)

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী,
কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল,
কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা,
তাই তো আমি এলেম হেথা;
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥

১ম প্রতি। ন্যাকামো করতে আর যায়গা পাওনি? ন্যাকা ব্যাটা! চোর না হ'য়ে আর যায় না।

২য় প্রতি। না হে না, একজন অবধূত দেখ্তে পাচ্ছ না?

১ম প্রতি। আরে দূর, ও ব্যাটারা চোরের ইষ্টি।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। সার্থক জীবন,
সত্য মম ফলেছে স্বপন,
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে;
দাদা! দাদা! আর কি পলাতে পার?
নিতাই। পলাব কোথায়?
চিরদিন রেখো মোরে পায়;
দাদা ব'লে করেছ আদর,
দেখ যেন করো না হে পর,
চিরাশ্রিত আমি তব।
নিমাই। তুমি সর্ব্ব-শুভ-দাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
তোমার কৃপায় হরিগুণ গাব নদীয়ায়,
হরিভক্তি মেগে লব তব পায়,
কৃপা করি ভিক্ষা কর মম পুরে,
একত্রে করিব সঙ্কীর্ত্তন।
নিতাই। সার্থক জীবন পাইলাম তব দরশন,
পদে তব চিরদিন ভিক্ষা আছে মম।

[নিমাই ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

২য় প্রতি। হাঁ, দেখ নিমাই পণ্ডিতটে ভারী বিগ্‌ড়ল। গয়া থেকে এসে, টোল ফোল তো সব ছেড়ে দিলে, তার পর দিনকতক করলে কি, বামুন বৈষ্ণব সব গঙ্গাস্নানে যায়, ও চাকরের মতন কারুর কাপড় নিয়ে, কারুর কুশাসন ব'য়ে, কারুর নৈবিদ্যি মাথায় ক'রে সঙ্গে যায় আর বলে, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বিষ্ণুভক্তি হোক্।" আর এখন ধরেছ ভেউ ভেউ কান্না।

১ম প্রতি। তাই তো হে, আগে আগে বৈষ্ণব বৈরিগী দেখ্‌লে তাড়া করতো, এখন পালে মিলে গেল। ব্যাটারা একদিন জগা-মাধার পাল্লায় পড়ে!

২য় প্রতি। তাই তো হে, নিমাই পণ্ডিত খেপে গেল, ভারী অধ্যাপক হ'য়ে উঠেছিল। যদি টোলটা এতদিন রাখ্‌তো, আর কোন অধ্যাপক ছাত্র পেতো না। ওহে, জগা মাধা এই দিকে আস্‌ছে! আহা! একটু আগে এলে হতো ভাল, সরে পড়ি, আবার ব্যাটারা হ্যাঙ্গাম করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।)

মাধাই। তুই অতো মাল্‌পো পেলি কোথা?—

জগাই। তোরে তো বল্লুম, হাঁড়া চুরি করেছিলুম।

মাধাই। তাই বল্‌চি, হাঁড়া চুরি ক'র্‌লি কি ক'রে বল্ দেখি?

জগাই। নাকে হাড়িকাঠ কেটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লুম আর কি, দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, দু'ব্যাটা বৈরাগী ব'ল্‌লে, "কোথা যাও"? আমি হাঁ ক'রে বল্লুম কাম্‌ড়াব। আর দু'খানা খানা?

মাধাই। না ভাই আর চলে না।

জগাই। আমারও আর চলে না।

মাধাই। ব্যাটারা মদ নিজ্জসই খায়, বড় মোলাম বানায়, ঠিক যেন পাঁঠার মাস।

জগাই। মেধো আয়! খিদে করি।

মাধাই। কি করে রে?

জগাই। ব্যাটাদের মতন নাচি আয়, এক এক বেটা নাচে আর দিস্তেখানেক খায়; আচ্ছা মেধো, কিছু বুঝতে পারিস্? বেটারা সখী হয় কি? আমি মনে করতুম, ধোনা অধিকারীর মতন সখী সাজে, তা না, ব্যাটারা চৈতন চুর্টকি উড়িয়ে দিয়েই সখী!

মাধাই। আচ্ছা, ব্যাটারা কি নেশা করে?

জগাই। ঐ মালপোর নেশা।

মাধাই। আচ্ছা, যখন মালপো আন্‌ছিলি,—খানিক গরম মস্‌লা ছেড়ে দিতে পারলিনি কেন?

জগাই। তুই ভাল মনে করেছিস্, আমি এক শালাকে গরম মসলা খাইয়ে কামড়াব।

মাধাই। ওরে ভাল কথা মনে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিতটে খেপে গিয়েছে, বাড়ী থাকে না, এই তকে লুঠ করি আয়?

জগাই। না ভাই, আমি দু'দিন ওৎ পেতে ছিলুম, বেটার বাড়ীর চার পাশে ভারী সাপ। দু' দিনেই সাপে খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাধাই। আঃ! তো শালার যেন ননীচোরা শরীর হয়েছে, সাপে খাবে;—

জগাই। ভাইকে শালা বল্‌তে আছে রে শালা?

মাধাই। বলি একশবার, তোর আক্কেলকে বলি, এমন সুবিধে, যাবিনি চুরি করতে?

জগাই। না রে—আমায় দু'দিনই কেউটেয় তাড়া করেছে।

মাধাই। তবে রাতটে কি করবি?

জগাই। চ-না, বৈরিগীদের দোরে পাঁটার নাড়ী ফেলে দে আসি।

মাধাই। গোরুর হাড় দিয়ে দেখেছি, ব্যাটারা ছোঁয়।

জগাই। ব্যাটাদের বাড়ীর ভেতর ফেল্‌তে পারিস্?

মাধাই। চল বাঁশে ক'রে দেখি গে!

জগাই। আর এক মজা করবি, আজ ভূত হবি?

মাধাই। তাই চল্, এক কলসী মদ নিয়ে শ্মশানের দিকে যাৎ।

জগাই। তুই মদ আন্ গে, আমি নেড়ে পাড়া থেকে একটা পাঁটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই।

(জগায়ের নৃত্য)

মাধাই। জগা, তুই নাচ্‌চিস্ কেন?

জগাই। বৈরাগী হব, ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায় "হরি হে দেখা দাও!" মেধো! আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস্? "প্রেমসে কহো ভগী মররাণী! হরি হে দেখা দাও!"

মাধাই। আচ্ছা, "হরে" কে সে শালা, জগা জানিস্? আমি হ'লে ব'ল্‌তেম, "ধরে দে আও শালাকে"। আমার বোধ হয়, এক শালা মালপো-ওয়ালা, খিদে পেলেই ডাকে। আচ্ছা জগা! তুই যে মাল্‌পো চুরি করতে গেলি, ভাবটা কি বুঝ্‌লি?

জগাই। চিল্লে খিদে বাগিয়ে দেয়, তুই দেখলি

তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ; রাধা বলে, আর এক এক ব্যাটা বিশখানা ওঠায়।

মাধাই। এক শালাকে একদিন তো বাগে পেলুম না।

জগাই। তুই শালা যে মাতাল হ'য়ে ভোঁ হয়ে থাকিস্।

মাধাই। দেখ, মাতাল বলিস্ তো ভাল হবে না, কোন্ দিন মাতাল দেখেছিস্? তুই যেমন ছটাকে মাতাল, আমি ছ'সের খেয়ে সান্সা আছি, এখন চলেছিস্ কোথায়?

জগাই। চল্ না কেত্তন শোনা যাক্ গে,ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, "চাকুম চুকুম ভুশ্ ভুশ্ ভুশ্।"

মাধাই। তুই বড় গান শোন্‌নেওয়ালা!

জগাই। ওরে বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।

মাধাই। তুই দেখ্‌ছি বৈরাগী হবি।

জগাই। তোর চোদ্দ ছ'গুণে বায়ান্ন পুরুষ বৈরাগী হোগ।

মাধাই। ভেয়ের চোদ্দ পুরুষ তোলে শালা?

জগাই। নে, রাগ করিস্ নি, মিষ্টি করে বল্লুম, মদ দেব তোর গাল ভরে। আয় ছুটে আয় হাঁ ক'রে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীবাসের বাটী।

(নিমাই ও ধ্যানমগ্ন শ্রীবাস)

নিমাই। কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস,
পূর্ণ তোর আশ—
দেখ্ মম বিকাশ ধরণীধামে।
গোলোকে ত্যজিয়ে
আসিয়াছি দেখা দিতে তোরে;
কৃষ্ণ ব'লে যতই কেঁদেছে,
কৃষ্ণ নাম যতই গেয়েছ,
সে সকল পূর্ণ এত দিনে।
মত্ত মন যার অন্বেষণে,
চেয়ে দেখ রে নয়নে
ইষ্টদেবে কর দরশন।

শ্রীবাস। আরে আরে কে তুই বর্ব্বর,
পূজায় ব্যাঘাত কর?
(চক্ষু উন্মিলন করিয়া)
প্রভু! অধমেরে এত বিড়ম্বনা!
জয় জয় ষড়-ভুজধারী
রূপ অনুপম—দুই করে ধর ধনুর্ব্বাণ,
দশস্কন্ধ দর্প চূর্ণ যায়!
আহা মরি মরি গোপীমনোহারী,
দুই করে ধ'রেছ বাঁশরী,
কি হেরি—কি হেরি-
দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু—
রূপ হেরি পরাণ জুড়ায়,
তুলনায় তুমিই তুলনা!
গৌরাঙ্গসুন্দর গোলোক-ঈশ্বর,
ভক্তপূর্ণ আশ ভাবের প্রকাশ,
ধরা-মাঝে হ'লো এতদিনে,
কৃপা করি কর চিরদাস পদে।

(নিতাই, হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ)

নিমাই। আয় ভাই আয় রে নিতাই,
অনন্ত অখণ্ড তোর লীলা,
আজি ভক্তের এ মেলা
পূরাইব সবার কামনা।
আয় হরিদাস—
মোর পদে তোর চির আশ,
তুমি মোর দেহ হ'তে প্রিয়,
আয় করি আলিঙ্গন!

হরিদাস। দেহ শিরে শ্রীচরণ!—
মরি কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম
বাঁশরী বয়ান,
ব্রজবালা-হৃদয়বিলাস!
ধন্য আমি, ধন্য তব মহিমা প্রকাশ,
সার্থক যবনদেহ।

নিমাই। আয় শীঘ্র আয়, অদ্বৈত কোথায়,
আরে আরে—
তোর তরে গোলোকে রহিতে নারি,
তোর দায় লক্ষ্মীসনে এসেছি ধরায়।

অদ্বৈত। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,
গোলোকবিহারী জয় জয় নিরঞ্জন,
জয় জয় ভক্তের জীবন,

ত্রিভুবন পাবন চরণরজে!
জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি,
রহে যেন মতি রাঙ্গা পদে।

নিমাই। আয় ভক্তবৃন্দ, কর রে আনন্দ,
সবে মিলি করিব রে পাষণ্ডদলন।
করিবারে জীবের উদ্ধার,
দেখ পুনঃ বহি দেহভার;
জীবের দুর্গতি আমি দেখিতে না পারি,
দেখ তাই এসেছে নিতাই,
তাই আমি আপনি এসেছি।
কই কৃষ্ণ কই,
কোথা গেল কৃষ্ণ প্রাণধন!

(মূর্চ্ছা)

নিতাই। ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব,
কোন যুগে কে দেখেছে হেন লীলা?
কিশোরীর প্রেমে,
ভ্রমে ভবে ব্রজরাজ,
এলো গোরা হরিনামে মাতে ধরা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। কে রে হরি ব'লে পরাণ জুড়ালে!
দেহ পদধূলি
সকলে এ অভাগার শিরে।
ওহে বৈষ্ণবমণ্ডল,
ভক্তিতে বেঁধেছ হরি,
আমি দীন
হরিধন দেহ কৃপা করি!
আরে শঠ কপট কানাই,
ভুলাইতে চাও,
আর কেবা ভোলে তোর ছলে।

নিমাই। (গীত)

সুরটমিশ্র—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণে এনে দে,
রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই॥
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এল, কোথা গেল, এনে দে লো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,
ব'লো ব'লো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই॥

নিমাই। হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণধন!

সকলে। (গীত)

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক শারী, মুখমুখি করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে উঠ লো কিশোরী॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(প্রতিবাসীদ্বয়)

১ম প্রতি। নেড়া-নেড়ীর কীর্ত্তিতে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, নিমাইপণ্ডিতটে জুটে একাকার ক'রে তুল্‌লে! বেটাদের জাত নাই, ধর্ম্ম নাই, মুসলমানের সঙ্গে ব'সে খায়, বামুনের ছেলে মুসলমানের প'ার ধূলা নেয়! আর ব্যাটাদের যে দাঁতকপাটি, যাচ্ছে যাচ্ছে টিপ্ ক'রে পড়্‌লো রেতে দিনে ঘুমোবার যো নাই, এ ডাকাতে কীর্ত্তি নিয়ে কি করা যায়?

২য় প্রতি। বলি কাজীকে ভোলালে কি ক'রে? সে দিনে তো কাজী খুব সরগরম হুকুম দিয়ে গেলেন যে, নগরকেত্তন কর্‌লেই ধ'রে নিয়ে যাবেন।

১ম প্রতি। সেজেগুজে গিয়ে গাঁ গাঁ শব্দে পড়্‌লো।

২য় প্রতি। বেড়ে গানটা ধরেছিল, "তুয়া চরণ মন লাগুরে সারঙ্গ ধর।"

১ম প্রতি। বলি, তুমিও বৈরাগী হবে নাকি? তোমারও যে ভাব লাগে দেখি।

২য় প্রতি। রাত দিন চেল্লার এই খারাপি, তা নইলে এক একটা গান ধরে মন্দ নয়।

১ম প্রতি। মন্দ না ব'লে কি রাত দিন? সে

দিন বড় রঙ হ'তে হ'তে রয়ে গেছে। ঐ যে অবধূত ছোঁড়া—যিনি বীর বলাই, সে আর বুড়ো এক ব্যাটা নেড়ে আছে, বাপের নাম পানাউল্লা, ছেলের নাম কেব্রুবিলেস।

২য় প্রতি। কে, ঐ হরিদাস?

১ম প্রতি। কে জানে ব্যাটার কি নাম, ওই দু' ব্যাটাতে জগা মাধার কাছে গিয়ে প'ড়েছিল।

২য় প্রতি। সত্যি নাকি, তার পর, তার পর?

১ম প্রতি। তারা ধর্ ধর্ ক'রে তাড়া কর্লে আর কি?

২য় প্রতি। আর ও ব্যাটারা কি ক'র্লে?

১ম প্রতি। সে বড় শক্ত পাল্লা, মার দৌড় আর কি?

[নেপথ্যে ভেরিধ্বনি।

ঐ যে ব্যাটারা আসছে, গ্রামশুদ্ধ মাতিয়েছে, ব্যাটাদের একঘরে কর্বারও যো নাই, ওই নিতাইটা আর হরিদাসটা ঘরে ঘরে গিয়ে ভজায়।

২য় প্রতি। আচ্ছা, নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিলে কেন? সে বেশ ছিল, রাধিকা সেজে গাইতো, বেশ গাইতো।

১ম প্রতি। হাঁ, সে গোঁফ মুড়িয়ে মান কর্বার ধুম কি! আজ শালারা যদি আমাদের পাড়ায় যায় তো ঢিল খেয়ে আস্বে, সব ছেলেগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

২য় প্রতি। ও ব্যাটারা যাদু জানে, ঢিল আর মার্তে হয় না, ও ছেলে ব্যাটারাও হাততালি দিয়ে নাচ্বে এখন।

১ম প্রতি। আমি আজ আপনি ইট মার্বো চল।

২য় প্রতি। বলি একবারে অত রাগ কেন, দাঁড়াও না, মান কর্বে না?

১ম প্রতি। আরে দূর, দিক্ কর্লে, ব্যাটারা চেঁচাচ্ছে দেখ্ছ!

২য় প্রতি। একটা গান শোন।

১ম প্রতি। আর তুমি শোন ভাই, আমি চল্লেম।

[১ম প্রতিবাসীর প্রস্থান।

২য় প্রতি। আহা! বেশ গাচ্ছে।

(গান করিতে করিতে নিমাই, নিতাই ইত্যাদি ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

খাম্বাজমিশ্র—যৎ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে,
প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি,
কেন হে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল-মাঝে ভাসালে।

নিমাই। তোমরা আজকে কোন্ দিকে নাম বিলুতে যাবে?

হরিদাস। (স্বগত) দাঁড়াও, প্রভুকে একটু রাগাই! (প্রকাশ্যে) আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো অবধূত ছোঁড়ার সঙ্গে যাব না।

নিতাই। যাবি নি? আমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। যাবিনি যদি তো, আমায় নাম গেয়ে মজালি কেন? আয়!

হরিদাস। প্রভু! এ পাগ্লার সঙ্গে আমায় দিলেন, আমার প্রাণ বাঁচান ভার, গঙ্গায় লাফিয়ে কুমীর ধরতে যায়, সেদিন দু'টো মাতাল খেপালে।

নিমাই। হরিদাস! তুমি যে আমায় খেপালে, তোমার চেয়ে আর পাগল কে?

নিতাই। প্রভু! করুণাময়! তোমার মাহাত্ম্য বুঝ্বো, যদি সেই মাতাল দু'জনকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মাহাত্ম্য! প্রভু, তারা অতি দীন, অন্ধকূপে পতিত। আহা! তারা হরিনাম শুনে মার্তে আসে, তাদের দশা কি হবে?

নিমাই। নিতাই! তুমি যারে উদ্ধার কর্বে ভাব্ছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ কে আছে? তোমার প্রেমে কীট-পতঙ্গ উদ্ধার হবে।

নিতাই। না ঠাকুর! ভাঁড়ালে হবে না, জগাই মাধাইয়ের মত পাপী নেই; তাদের উদ্ধার কর্তে হবে, যে হরি বলে, সে তো আপনার গুণে তর্বে। প্রভু! এই দীন মাতালদের নিজগুণে তরাও।

নিমাই। নিতাই! তোমার মনস্কাম হরি অবশ্যই সিদ্ধ কর্বেন। জগাই মাধাই ধন্য!—যাকে তুমি প্রেমদান করেছ। কে কোন্ দিকে যাবে, চল ঘরে ঘরে নাম বিলুই। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ।

সকলে। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ।

[নিতাই ও নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিমাই। নিতাই! যাবে না?

নিতাই। আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব।

নিমাই। তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে, আমায় একটু দিও।

[নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিতাই। (গীত)

ভৈরোঁ মিশ্র—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে,
যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী,
প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে
প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়;
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। কে রে—কে রে—কে রে ব্যাটারাই-কিশোরী?

নিতাই। বাবা! আমি অবধূত।

মাধাই। এই দিকে আয় শালা, আমি তোর যমের দূত। হুঁ! আজ আর যাও কোথা শালা? সে দিন বড় পালিয়েছিলি, বল্ শালা, তুই সখী না বৃন্দে?

নিতাই। তুমি যে হও, একবার হরি বল।

মাধাই। শালা আবার আজ!

(কল্‌সীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার)

নিতাই। প্রভু! অধমদের দয়া করো।

মাধাই। আবার শালা,—

জগাই। কেন বল্ দেখি তুই ওকে মারবি?

মাধাই। মারবো, তুই কি রাখ্‌বি?

জগাই। কখনই মারতে দেব না।

নিতাই। (গীত)

ভৈরোঁ-মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই।
বল রে হরিবোল,
প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল রে তোল, হরিনামের রোল;
পাওনি প্রেমের স্বাদ,
ওরে হরি বলে কাঁদ,
হের্‌বি হৃদয়চাঁদ;
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

জগাই। মেধো! হরি বল, নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

মাধাই। রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ, তুই হরি বল্। আচ্ছা, বাবাজী মার্‌বো না, আবার গাও।

নিতাই। (গীত)

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা।

এমন সাধের হরিনাম হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি,
সাধ কেন তোর হ'লো না।
পাপী তাপী নাইক রে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুল' না।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। এ কি নিতাই, কে তোমার এ দশা ক'র্‌লে? কোন্ নরাধম সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে?

নিতাই। ত্যজ ক্রোধ—ব্যথা লাগে নাই;
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে,
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুই জনে।
দুটী ভাই জগাই মাধাই,
মোহঘোরে ফেরে অন্ধকারে,
প্রেমদান কর হে দোঁহারে,
তোমা বিনা—পাতকীরে কেবা রাখে পায়?
মজে ঘোর দায়;
হ'লে তব রোষ,
কোন কালে নিস্তার না পাবে
কলঙ্ক পড়িবে তব দয়াময় নামে।
মাধাই মারিল, জগাই রাখিল,
দেখ দোঁহে ভয়ে জড়সড়,
প্রভু! দুঃখহর করহ অভয় দান!

নিমাই। আয় রে জগাই,—

তুমি কিনেছ আমায়,
নিতা'য়েরে রক্ষা করে;
আর আয় কর আলিঙ্গন,
কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।
জগাই। প্রভু! দয়া কর—
দয়া কর আমি নরাধম!
নিমাই। তুমি মম প্রাণের দোসর,
হরিময় হবে তব প্রাণ,
পাবে পরিত্রাণ কর হরিগুণগান।
জগাই। হরি দয়া কর, হরি দয়া কর!
ওরে মেধো! পায়ে ধর।
মাধাই। প্রভু! আমার কি হবে?
প্রভু আমার কি হবে?
নিমাই। যাঁর কাছে অপরাধী তুমি,
তাঁর ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার;
মহাজনে ক'রেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ,
উপায় কেবল তাঁর পায়।
মাধাই। প্রভু! দয়া কর,
আমি অধম রক্ষা কর!
নিতাই। হরিনামগুণে যদি পুণ্য থাকে মোর,
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,—
আরে রে মাধাই তোর প্রেম চাই,
হরি ব'লে প্রেম দে আমায়।
সকলে। হরবোল, বোরিহল, হরিবোল!

মাধাই। ওরে জগাই! আমি কোন্ নরকে ঠাঁই পাব? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি, আমি পাষাণ, আমার কি পরিত্রাণ হবে? আমার মহাপাপ কি নষ্ট হবে? আমার অন্তরে আগুন জ্ব'লছে। প্রভু! আমি জানি না, আমি অজ্ঞান, আমার পরিত্রাণ কর।

নিতাই। মাধাই! তোর ভয় নাই, যে হরি বলে, তার কোটি জন্মের পাপ যায়। আমি তোরে আমার পুণ্য দিয়েছি, তোর আর পাপ নেই।

মাধাই। আহা, প্রভু! তুমি যেমন দয়াল, আমি তেম্‌নি পাতকী, এ মহাপাতকীর কি উদ্ধার আছে?

জগাই। প্রভু! তোমার পাদ-পদ্ম আমি কখনও ছাড়্‌ব না, আমরা দু ভাই মহাপাতকী, আমাদের উপায় কর্ত্তে হবে, আমরা অশেষ দোষের আকর, আমরা বৈষ্ণব-হিংসক, প্রভু! আমাদের পায়ে রাখ।

মাধাই। হায়! আমরা অতি দীন, মানবদেহে শূকর অপেক্ষা হীন। প্রভু! একবার পাদ-পদ্ম বক্ষে দাও, আমার প্রাণ শীতল কর।

নিমাই। আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল, হরি বিনা নাই,
হরি বল, পাপ হবে ক্ষয়,
হরি নামে পাপ ভস্ম হয়,
তুলা যথা অনল-পরশে;
কি কব রে হরির দয়ার কথা,
দীন-বন্ধু করুণা-সাগর,
ভবে যেই ভয় পায়
আদরে তাহারে দেন কোল,
নাম নিলে—
ভবসিন্ধু গোখুর সমান তরি,
প্রাণ ভ'রে হরি বল দুটী ভাই,
আর পাপ নাই,
হরি বল স্নিগ্ধ হবে তাপিত অন্তর;
নামে সুধা ক্ষরে,
প্রাণে তাপ হরে,
অতুল হরির নাম,
হরি ব'লে ডাক রে অভয়ে।

মাধাই। হরিবোল, হরিবোল! হরি! বিপদভঞ্জন হরি! পতিতকে পদে স্থান দাও, হরি! তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর।

জগাই। হরি! যেমন তোমার নামের গুণ—আমরা তেম্‌নি পাপী। পতিতপাবন! আমাদের তুল্য আর পতিত নাই। প্রভু! যদি দয়া ক'রে দিলে নাম,
দেহ শ্রীচরণে স্থান,
আজ্ঞা কর দাস হ'য়ে করি সেবা।
আর গৃহে নাহি যাব, পদাশ্রয়ে সদা রব।
নিমাই। শুন জগাই মাধাই,
আর ভয় নাই—
পদচ্ছায়া দিয়েছেন হরি,
কর দোঁহে নাম-সংকীর্ত্তন।
ভবের বন্ধন—
খ'সে যাবে অনায়াসে,
হৃদাকাশে হইবে চৈতন্যোদয়,
না কর সংশয় অভয় হরিরনাম,
আজি হ'তে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিবি দু'জনে;
যাও সবে নগর-ভ্রমণে,
রব আমি নিতাইয়ের সনে।

সকলে। (গীত)

কাফি-বাঁরোয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরিবোল,
ঘুচ্‌বে মনের কালিমা॥
হরি নামের রসে পাষাণ গলে,
আয় ডাকি আয় হরিবোলে,
হরি ব'লে ভবে যাই চ'লে—
হরি হৃদয়-মাঝে উদয় হবে,
হরি-প্রেমের নাই সীমা।

[বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

নিমাই। ধর ধর নিতাই আমারে,
প্রাণ যে করে কি কব তোমারে আর,
দুস্তর এ ভব-পারাবার,
কিসে জীব হইবে নিস্তার,
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল,
তুমি ধন্য, ধন্য তব প্রেম!
তব প্রেমে অধম তরিল,
আমি আর গৃহে নাহি রব,
সন্ন্যাস লইব—
হরিনাম দেশে দেশে দিব,
জীবের দুর্গতি সহিতে না পারি।
মিলে দু'টী ভাই দেশে দেশে,
হরিনাম চল রে বিলাই;
হরিনামে পাতকী তরিবে,
ভবে আনন্দ উঠিবে,
সন্তাপ রবে না এ সংসারে।
হরিপ্রেমে হইব সন্ন্যাসী,
আর কেন রব গৃহবাসী,
পিপাসীরে ঢেলে দিব প্রেমবারি,
কাঁদে প্রাণ জীবের বিষাদে,
ধর ধর নিতাই আমায়;
হরি-প্রেমে স'পিয়াছি প্রাণ,
নদীয়ার কার্য্য সমাধান,
চল যাই মিছে কেন দেরী করি।

নিতাই। ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার,
জীবকুল হইল অভয়,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপবিমোচন—
হরি সঙ্কীর্ত্তন রটিল ভুবনময়।

নিমাই। এস হে নিতাই—
আজি আমি বিদায় লইব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচে কেন? আমার প্রাণ কেমন কচ্চে। মা গো, প্রভু কোথায় গেলেন? ও মা, কেন এত প্রাণ আমার ব্যাকুল হলো? মা গো। আমায় ধর।

শচী। মা, ভয় কি মা! নিমাই আমার এখনি বাড়ী আস্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, আমার প্রাণ স্থির হয় না, মনে হয় যেন আমি আর দেখ্‌তে পাব না। মা গো! সকলি অন্ধকার দেখ্‌ছি, এ কি! আমার কি হ'লো?

শচী। বিধাতা! তোমার মনে কি আছে জানি না! বৌ-মা অমন কেন হ'ল, আবার কি কপাল ভাঙলো? বৌ-মা! গৃহকাজে যাও, ঐ যে আমার নিমাই ঘরে আস্‌ছে। ছি মা! অমঙ্গল ভাবনা কর্‌তে আছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আমার প্রাণ কিছুতেই বোঝে না। মা গো! আমি অভাগিনী, আমার গুণ-মণি কি আমার হবে? সদাই ভয় হয়, কি জানি মা, যদি শ্রীচরণ হারাই।

শচী। যাও মা! গৃহকাজে যাও, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর গে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, একবার দেখে যাই।

শচী। দেখ্‌তে পাচ্চ না, ঐ যে নিমাই আস্‌ছে, কাজে যাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, আমার ধন আমি পাব তো?

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

শচী। হায়! অদৃষ্টে কি আছে, বল্‌তে পারিনি। বধূমাতা আমার অতি ধীর;—সহসা অত চঞ্চলা

হ'ল কেন? হরি! অভাগিনীর ভাগ্যে কত দুঃখ লিখেছ?

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। মাতা! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি,
ঘরে আর রহিতে না পারি,
যাব মা গো বলাইতে নাম,
যেন পূরে মনস্কাম.
কর মাতা আশীর্ব্বাদ,
প্রাতে যাব গৃহ পরিহরি।
শচী। নিমাই! নিমাই! কি বলিস্?
কোথা যাবি কে আছে আমার!
নিমাই। মা গো! হরি-প্রেমে হইব সন্ন্যাসী।
শচী। আরে আরে কেন বধ জননীরে!

(মূর্চ্ছা)

নিমাই। মা, মা! উঠ মা আমার,
উচ্চ কার্য্যে নাহি কর' প্রতিরোধ,
উঠ গো জননি—
মায়াবশে দেবকার্য্যে নাহি দেহ বাধা।
শচি। নিমাই নিমাই, বাপ আমার,
ওরে আমার কি হলো,
বাছা! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দেব,
যাস্ যদি মাতৃঘাতী হ'বি।
নিমাই। মাতঃ! সম্বর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে কি হেতু নিষেধ কর;
অন্য অন্য জন—
নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ,
আনে নানা রত্নধন,
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব,
তবে কেন কর মা রোদন?
সামান্য রতনহেতু গেলে মা সন্তান
হাস্যমুখে জননী বিদায় দেয়,
কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষণে করিব গমন,
কি হেতু মা কর নিরাবণ?
বুঝ মনে জননি আমার,
দেবকার্য্যে বহি দেহভার,
অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য্য হেলনে।
শচী। আরে রে নিমাই!
কি নিয়ে সংসারে র'ব বল?
আছে মম একটী বন্ধন,
কেন তাহা করিবে ছেদন,
তোমা বিনা গৃহে মম অরণ্য সমান,
শ্মশানে কেমনে রব একা?
আরে রে নিমাই, নিমাই আমার,
বজ্রাঘাত করো না হৃদয়ে,
এই হেতু কঠোরে ধরেছি তোরে!
নিমাই। কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ মা জননি!
কেঁদ না নিমাই ব'লে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই ব'লে নিমাই হারাবে,
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদ না মা মায়া কর দূর—
জেন' মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার—
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননি!
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা ততই মজিবে,
ততই মা বাড়িবে রোদন,
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে আর না কাঁদিতে হবে।
ধন্য তুমি জননি আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে
ভবে কেবা কবে হেন গৌরবিণী,
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে,
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব সুত,
বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার
হরিনামে নাচিবে সংসার হেন কার্য্যভার—
পুত্রেরে কি দিতে নার?
পশু-মন করিয়া ছেদন
সনাতন করিব মা অন্বেষণ;
ধ'রে মানব-জীবন,
পশু হ'য়ে কেন রব?
ব্রহ্মার দুর্লভভবের বৈভব
শ্রীপদপল্লব এনে দিব তোরে,
তবে কেন কর মা রোদন?
যেই লয় কৃষ্ণপদছায়া,
তার তরে কেন কর মায়া,
অতুল সম্পদ—
করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন,
মায়াবশে নাহি কর নিবারণ।
শচী। আরে রে নিমাই,
তোর মুখপানে চাই,
তাই প্রাণ আছে দেহে।

দেবকার্য্যে বাছা তুই যাবি,
আমি রে অভাগী,—
কাঁদিতে জনম গেল।
নিমাই। মাতঃ! যে করে রোদন,
ধন্য সেই জন,
নারায়ণ শ্রীচরণ দেন তাঁরে।
শচী। আহা!
বধূমাতা, সত্য তুমি অভাগিনী,
সত্য বজ্রাঘাত শিরে।
নিমাই। মাতা রহিলাম হেথা
করিয়ে সন্ন্যাস-ব্রত,
প্রান্তে যাব গৃহত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্রীবাসের বাটী।

(অদ্বৈত, শ্রীবাস, জগাই ও মাধাই।

অদ্বৈত। আরে আরে কি শুনি কি শুনি,
গৌর গুণমণি,—ছেড়ে যাবে মো সবারে।
অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত,
প্রাণহারা কেমনে রহিব?—
শ্রীবাস। চল ভাই!
সবে মিলি করি নিবারণ,
জীবনের জীবন গউরধন,
না দেখে কেমনে রব?
জগাই। আরে রে মাধাই,
প্রভুর চরণ দেখিতে না পাব ভাই।
মাধাই। মম সম পাষণ্ড দুর্জ্জন,
যেই স্থানে ধরে রে জীবন,
গৌরচন্দ্র সেথায় কি রয়?
কি উপায় হবে,
শ্রীচরণে কে আর রাখিবে?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

হরিদাস। নিত্যানন্দ!
বল, কি হলো, কি হলো,
পদে কি হয়েছি অপরাধী,
তাই প্রভু ছেড়ে যাবে?
চল সবে কেঁদে গিয়ে ধরি পায়।
হরি হরি দীননাথ,
কর দয়া দীনজনে!
চল যাই ধরি গিয়ে প্রভুর চরণে।

(নিমাই ও শচীর প্রবেশ)

সকলে। প্রভু! প্রভু!
কোথা যাবে নদীয়া ত্যজিয়ে?
হরিদাস। প্রভু!
কভু যেতে তো দেবো না,
বৃন্দাবনে—
রথচক্র ধ'রেছিল গোপীগণে,
আজি সবে রাখিব তোমারে ধ'রে;
ওহো!
কেবা রহে প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন?
নিমাই। শুন শুন হরিভক্তগণ,
করেছি মনন,
হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে,
ভবে এসে ভাসে জীব অকূল-পাথারে,
দিব সবে হরি-পদতরী
মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি,
কর সবে হরিগুণগান
কাঁদাইও না আর,
কোল দাও, প্রফুল্লবদনে সবে,
কর আশীর্ব্বাদ
আশা পূর্ণ হয় মোর;
এস এস হে নিতাই,
হরি ব'লে চ'লে যাই গৃহ ত্যজি।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শচী। ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হলো।

(মূর্চ্ছা)

নিতাই। দেখ ভাই জননী লুটায় ভূমে।
নিমাই। অবধূত
কেন হে ভুলাও মোরে?
নিতাই। উঠ মা আমার!
মায়া কর পরিহার;
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে—
কাঁদিলে নিমাই পাবে।
নিমাই। মাতঃ! বাঁধ প্রাণ,

সত্য করি কহি তব স্থান,
পুনঃ মাতঃ দেখা পাবে।

শচী। হরি হরি!
বিপদে কাণ্ডারী,
অভাগীরে কৃপা কর।

নিমাই। সবে মিলি কর হরিধ্বনি,
শুনি আমি প্রাণ ভ'রে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

হরি মন মজ'য়ে লুক'লে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়॥
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, কর্‌লে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি;
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥

যবনিকা-পতন।

মায়া তরু।

(নাট্য-গীতি)

(১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

চিত্রভানু	গন্ধর্ব্বরাজ।
সুব্রত	ঐ দৌহিত্র।
মদনক, হারীত ও মার্কণ্ড	সুব্রতের সখাগণ।
পঞ্চ রাগ	

স্ত্রীগণ

উদাসিনী	গন্ধর্ব্বরাজার কন্যা।
ফুল-হাসি ও ফুল-বালা	বনদেবীদ্বয়।
সখিগণ	

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা।

(গীত)

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।
আমি ত প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবো না,
আপন প্রাণে ভালবাসি॥
চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষী,
তারা তুলে, পর্‌ব চুলে,
কর্‌বো চুরি চাঁদের হাসি॥

—এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুরুষের দাসী হয়? আমি এই মন্দির-সম্মুখে শপথ কচ্ছি, আমি কখন দাসী হব না। এই তো চারি দিকে নীল, অনন্ত নীল, এতে কি প্রাণ ভরে না? এই তো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের [illegible]—তবে আর কি চাই? যেন মনে হয়, বিদ্যুৎ ধ'রে সাদা মেঘগুলির গায় হাত বুলুতে বুলুতে কত দূর, কত দূর চ'লে যাই। ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালায়, অম্‌নি আঁচল পেতে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, আঁচলখানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখনো এলোচুলে আঁচল দুলিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই। আমার আমি, আর কে আমার? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

(নিয়ে সুরত, মার্কণ্ড,দমনক ও হারীতের প্রবেশ)

(গীত)

রাগিণী কেদারা,—তাল ফেরতা।

সকলে— রমিত বিপিনমাঝে
মাত রে আমোদে মন।
জানা রে জানা রে প্রাণ তোর কিবা প্রয়োজন॥

সুরত— সুনীল গগনপানে,
চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন হারায়েছি কি রতন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

হারীত— ফুল্ল ফুল অভিলাষে,
দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন হেরি ঝরে দুনয়ন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

দম— সুনীল-অম্বর-শিরে, সুনীল অম্বর-নীরে,
শ্যামল নবীন দল তরু সুনীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

খাম্বাজ।

মার্কণ্ড— নবীন নবীন ঘাস,
খেয়ে গাভী হাঁস ফাঁস,
চলে যাই দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ,

কেদারা।

ঘুম এলে, যাই ভুলে অমনি শয়ন॥

[শয়ন।

স্থু-হাসি হায় হায়! এও শোন্‌বার কথা! (সুরতকে দেখিয়া) মরি মরি! এও কি দেখ্‌বার জিনিস? না কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুরত। দেখ ভাই, আজ আমরা কত দূরবনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোক এসে আমাদের বিঘ্ন কর্ত্তে পার্‌বে না, আমরা প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথা গাইতে পার্ব্বো। ভাই দমনক! বল দেখি, সুন্দর কি?

দম। ভাই! সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার পাই পাই যেন পাই না।

হারীত। আমি বলি ভাই, কান্নাই সুন্দর, ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুরত। মার্কণ্ড কি বল?—ঘুমুলে না কি?

মার্কণ্ড। ঘুমুবো কেন? প'ড়ে প'ড়ে শুন্‌ছি। তোমার দৌরাত্ম্যে তো কোন পুরুষে মেয়েমানুষ দেখি নি।—ময়ূর দেখেছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি. আর সেই ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়ী দেখেছি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথাগুলি বড় মিষ্টি।

সুরত। মার্কণ্ড! পরিহাস রাখ, নবীন দূর্ব্বা-দলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখ্‌তে সুন্দর, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ নি?

মার্কণ্ড! আমি ছাই কি আর বল্‌তে এলেম, তাই তো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

সুরত। ছি ছি মার্কণ্ড! তুমি কি মলয়-মারুতের সঙ্গীত শোন নাই? তুমি পাপিষ্ঠা বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্কণ্ড। ভাল, সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে আমার আছে, তোমার কি?

দম। না ভাই! তোমার আর কথায় কাজ নাই, তুমি যেমন ছিলে, তেমনি থাক, আমরা দু'টো কথা কই।

মার্কণ্ড। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন উঠে না।

সুরত। ভাই! ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্কণ্ড। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ মনে মেরে প'ড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ ক'রে চ'লে গেল, বল্ বাপু যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো; তা নয়, কেউ ব'লে উঠ্‌লেন, কেমন গান ক'রে গেল, কেউ বল্‌লেন, খেলা কর্‌ছে, যা নয় তাই সকলে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। একটা ফুল ফুটেছে, তুল্‌তে গেলেম, বল্‌লেন, "তুল না, তুল না, ব্যথা পাবে!" যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ করে গেল বল্‌বো, ফুলও ছিঁড়্‌বো; আর এক দৌড়ে চল্‌লেম, সে মাগীর কথা শুনিগে। আহা! সে কেমন বলে 'কে গা তুমি?' আর এঁরা হ'লে বল্‌তেন,"মার্কণ্ড ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাক্‌ছে শোন"। গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয়, আপনারা গাও; দুটো কড়ি-মধ্যম লাগাও; ক'রে তুলেছেন সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে, পাতা গাইয়ে, লতা গাইয়ে,জল গাইয়ে, হওয়া গাইয়ে—সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথা?

হারীত। মার্কণ্ড! তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্কণ্ড। না ভাই সুব্রত, রাগ ক'র না।

সুব্রত। দেখ ভাই! স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন, জ্ঞানীলোকের এই মত যে, অমন কুৎসিত বস্তু আর নাই, স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু, সেই স্বর্গ, যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাক্‌তে, তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্কণ্ড। (স্বগত) কে জানে বাবা কেমন আকরে টানে।

ফু-হাস। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলেই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত! ভাল, আমি দেখ্‌বো! এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত,সুন্দর ল'য়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগ্‌লে ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেল্‌বো, আর এ খেলার পানে ফিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেল্‌বো না— কি খেল্‌বো তাই ভাবি আর ওরা কি বলে, তাই শুনি।

সুব্রত। (দেবমন্দির-সম্মুখীন হইয়া) দেখ দেখ, কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! এস ভাই, আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি।

ফু-হাসি। আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে কি? কে জানে! পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতার কতক কমে।

(সুব্রত, দমনক প্রভৃতি সকলের গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিক্‌বসনা,
নগনা মগনা, রুধির-দশনা ত্রিনয়না তারা
তার দীনজনে।
মুক্ত কেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ-রুধিরে,
তপন-কিরণ, চরণ-শোভন,
অট্টহাসি দামিনী-দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

[প্রস্থান

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হ'য়ে অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বই তো আর গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মহাপাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হ'য়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ করেছিস্‌, তোর পুত্র তোকে তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা কর্‌বে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাক্‌তে সুব্রত কখনো কোন নারীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ কর্‌বে না। মা করাল-বদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নর কিরূপে হরণ কর্‌বে? এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমা বুকে বিদ্ধ হবে। হায় হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখ্‌লেম না। সুব্রত! আমার সুব্রত! হা ধিক্‌ মনুষ্যসন্তান!

ফু-হাসি। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেবে গেল। স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ, শিক্ষিত বিরাগ,—স্বভাবজাত নয়, দেখ্‌বো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখ্‌তে পারে?

চিত্র। দমনক, হারীত, মার্কণ্ড, এরা মনুষ্য-সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশুকাল হ'তে লালনপালন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিছি, এমন কি, তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করালবদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ, সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পাল্লেম না।

ফু-হাসি। আবার আক্ষেপ সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায়, তা দেখাতে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এদিকে আস্‌বে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করাল-বদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা এ খেলা খেলাই থাকে, খেল্‌তে খেল্‌তে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগ্‌বে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত হৃদয় শীতল কর' মা! হায়! মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য কুক্ষণে এ কাননবাসী হয়েছিলেম, তা না হ'লে চন্দ্রশেখর

কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেতো! মা গো, এ অভাগাকে ভুলো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

পর্ব্বত-প্রদেশ, জলপ্রপাত।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

(গীত)

ভীম-পলাশি—মধ্যমান।

ফু-ধূলা— নির্ঝর শীতল, শীতল ফুলদল,
শীতল চন্দ্রমা-হাসি।
কিরণ মাখিয়ে, ফুল-দলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি॥
মুক্ত চিকুর, মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন-বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি॥

ক'দিন হাসির গলা ধ'রে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াতে ভালবাসে, ক'দিন যেন একলা বেড়ান বেড়েচে।

(সুরতাদির প্রবেশ)

(গীত)

শ্রী—ঝাঁপতাল।

সুরত। পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাও হৃদয়।
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পূরিয়ে,
সুর-ব্রহ্মপদে সুর হও গিয়া লয়॥
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐক্যতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ।
ব্যাপিয়া অনন্ত স্থান অনন্ত সময়॥

ফু-ধূলা। আহা! এ কে গান গায়? আহা! কে এ?—আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায়; আমি ওর সঙ্গে কতদূর যাই। ও যদি হাত পাতে, আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখপানে চাই।

(গীত)

গরজ—একতালা।

দম। সিত পীত লোহিত হরিত
মেঘ-মালা গগন ভূষিত,
স্বর্ণ-কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে।
পরিয়া লতিকা কুসুম-মালা,
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা স্বভাব গাঁথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর,
গাইছে শুন মধুর স্বরে॥

ফু-ধূলা। এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর আর তারা সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর, আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর আর শেফালি সুন্দর; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা আপনা আপনি সুন্দর।

সুরত। স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে দেখি, আর কি দেখ্‌তে চাই ভাই?

(ফুলহাসির প্রবেশ)

ফু-হাসি। আমিও তাই চিরদিন মনে কর্ত্তেম, কি দেখ্‌তে চাই? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখ, ও বুঝি যা দেখ্‌তে চায়, তাই দেখ্‌ছে। চিত্রভানু বলেছিল, কুক্ষণে এ কাননে এসেছি, আমি বুঝেছি, ক্ষণ কু নয়, এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হ'ল, কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ ক'রেছি, স্বাধীনতা হারাবো না। কি জানি,নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা! লতাটী কেমন ডালে ভর দিয়ে র'য়েছে! ডালটী না থাক্‌লে অমন আনন্দে দুলতো না।

সুরত। ভাই দমনক! তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না?

দম। ভাই! উত্তর আমিও খুঁজ্‌চি, পাই না।

সুরত। ভাই! আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন?

হারীত। ভাই! প্রাণ তো সকলি চায়, আবার কিছুই যেন চায় না, দেখ, মার্কণ্ড বিষণ্ণভাবে ব'সে আছে।

মার্কণ্ড। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যার কি ভাব্‌বো, তাই ভাব্‌ছি।

ফু-ধূলা। ভাল, আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। (প্রকাশ্যে) তোমরা কে বনে ব'সে গান কচ্ছো?

মার্কণ্ড। আহা, মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে বল্‌বো এখন, তুমি অম্‌নি ক'রে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা করো।

সুরত। ভাই, এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ করবে। চল, আমরা এখান হ'তে যাই। (স্বগত) এ কি! মায়া প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারীত। এস মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। বাবা রে! এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'তোমরা কে' সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুষ, তবু বল্‌বে নয়—নয় তো নয়! বাপু তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। (ফুলধূলার প্রতি) দেখ, আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটাকতক কথা কও না!

[প্রস্থান।

ফু-হাসি! এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো?

ফু-ধূলা। অদৃষ্টে এও ছিল! যারে সুন্দর ভেবে নিকটে গেলেম, সে রাক্ষসী ব'লে চলে গেল!

ফু-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) ধূলা! তুমি একলা দাঁড়িয়ে র'য়েছ?

ফু-ধূলা। কি অসার মন! আমায় যে ঘৃণা করে, তার অনুসরণ কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্ছে!

ফু-হাসি। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ভাই, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না, কি ভাব্‌চ?

ফু-ধূলা। ভাই হাসি! তুমি সত্য বল, একলা বেড়াও কি দেখে? আমিও এবার একলা বেড়াব।

ফু-হাসি। না না, চল, খেলি গে!

ফু-ধূলা। না হাসি। আমার খেলার দিন আজ ফুরা'ল।

[প্রস্থান।

ফু-হাসি। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। দাসী হব না শপথ করেছি, কিন্তু প্রাণ দাসী হ'তে লালায়িত।

(গীত)

প্রাণ বাঁধিতে ফিরাতে নারি;
মনের অনল মনে নিবারি!
পারি কি না পারি, হারি হারি হারি,
ধিক্ জনম ধিক্ নারী,
আমারি প্রাণ নহে আমারি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতপ্রদেশ।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। আহা! আমি ক'দিন হ'তে স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী কন্যা রোদন ক'রে বল্‌ছে, "পিতঃ! ক্ষমা কর!" মা করুণাময়ি! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মা গো! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে?

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। (চরণ ধরিয়া) পিতঃ! তবে ক্ষমা করুন।

চিত্র। এ কি! এখনো কি আমি নিদ্রিত?

উদা। পিতঃ! নিদ্রা নয়, সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বতগুহায় বাস করেছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুরতকে কোলে ক'রে কাঁদতেম। সুরতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা ক'রেছি যে, সুরতকে গুহায় ল'য়ে যাই, কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখ্‌বে না ব'লে আমার মুখাবলোকন করতো না। মার্কণ্ড সুরতের সাথী, সুতরাং আমারও সন্তানতুল্য, আমি কত দিন তারে আদর ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমায় দেখ্‌লে বুড়ী বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন?

উদা। আমার স্বামী লোকনিন্দার ভয়ে আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হ'তে চ'লে এসেছিলাম।

চিত্র। সদ্যোজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে সুরতকে তার পরিচয় দিয়েছিলেম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলেম, তুমি ম'রেছ, এ মিথ্যা কথা লিখ্‌লে কেন?

উদা। আমি মরণ সংকল্প ক'রে তিনদিন এই দেবীর নিকট উপবাসী ছিলেম, কিন্তু কে যেন বল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছুদিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে।"

চিত্র। বৎসে! তোমায় কতদিন দেখিনি!

উদা। পিতঃ! চলুন, বিশেষ কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফু-হাসি। মা গো! তোমার মনে কি এই মা যে, দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহকালে কি শীতল হব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হব না,—আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হব না।—সুরত যদি ঘৃণা ক'রে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুলবো না। কি! দাসী হব?—কখন না;—অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক, কেউ দেখ্‌তে পাবে না! মুখে হাস্‌বো, মন কাঁদে কাঁদুক, তবু মনে জান্‌বো, আমি স্বাধীন। এই ধূলা আস্‌চে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

(অন্তরালে গমন)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূলা। কৈ, সে যোগিনী যে বলেছিল, আজ আমি দেবীপূজা করলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, তাকে তো হেথা দেখ্‌তে পাচ্চি না? দেখি, কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

ফু-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) এল আর চ'লে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। দেখি, কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

[প্রস্থান।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূলা। আমি মিথ্যা কেন সে যোগীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্চি? মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! প্রণাম কর, কুণ্ডস্থিত জল মস্তকে দাও, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূলা। সত্যই কি দেবী কথা কহিলেন? করুণাময়ি! আবার বল? কৈ, আর তো কিছু শুনি না,—ভাল, দেবীর আদেশ পালন করি। (তথাকরণ ও বৃদ্ধাবেশে পরিণত) (জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল? জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন করলে? মা গো! তুমিও রমণী। রমণীর রূপই সর্ব্বস্ব, তা কি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেববাক্যে বিশ্বাসহারা হ'য়ো না।

ফু-ধূলা। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই রবে, আমার আক্ষেপ বৃথা।

(মার্কণ্ড ও হারীতের প্রবেশ)

মার্কণ্ড। ভাই! সে বুড়ী ব'লেছে, দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

হারীত। তার মন ফেরা'বার জন্য তোমার এত কেন?

মার্কণ্ড। এ কি কথা হ'লো? মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌বে না, আমি যে আর পারি না।

হারীত। না পার, বে' কর গে।

মার্কণ্ড। সুরত রাগ করে যে, নৈলে কি ছাড়্‌তেম? আমি সুরতের রাগ সইতে পারি না। আহা! দেখ, দেখ, কি রূপ-লাবণ্য দেখ!

হারীত। আরে আ লো! ও যে বুড়ো ডাইনী রে! ওর আবার রূপ-লাবণ্য কি?

মার্কণ্ড। তুমি ডাইনী ফাইনী বলো না বাবা, আত্মবিচ্ছেদ হবে।

হারীত। আরে! চোখ্ চেয়ে দেখ্ না, কারে বল্‌ছিস্ সুন্দর?

মার্কণ্ড। মাইরি! রসের কথা দেখ! ওকে সুন্দর না ব'লে কেলে ভোমরাকে সুন্দর বল্‌বে!

ফু-ধূলা। হায়! এরা আমায় বিদ্রূপ কচ্চে। আমি এখনি দেবী-সমক্ষে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো।

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

মার্কণ্ড। ঐ যা, দোর দিলে! বলি দেখ দেখি, এতে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে? আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত) ঐ যা, দোরে খিল দেছে—ওগো! আমি তোমায় দেখ্‌বো না, দোর খোল।

হারীত। ডাইনী ব'লে ডাক না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্কণ্ড। ছিঃ! তোমার প্রাণে একটু দরদ নেই। আমার এদিকে প্রাণ ক'চ্ছে তুলরাম খেলারাম, উনি বল্‌ছেন ডাইনী! ওগো। দোর খোল, আমি কালী-পূজা কর্ব্বো! মাইরি! আঃ ছি! দোর দিয়ে রাত দিন তামাসা ভাল লাগে না খোল না হে! না। বাবা, মোলায়েম প্রাণ না; নাও, ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল ব'লে অত গুমর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই?—ও ভাই হারীত! তুই ডাক্ না দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে পড়েছি, একটু উপকার কর্ ভাই।

হারীত। ডাইনী! দোর খোল্—

মার্কণ্ড। ছি! তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না!

হারীত। তুমি এক কাজ কর, একটা গান গাও, তা হ'লেই দোর খুল্‌বে।

মার্কণ্ড। বেশ বলেছ।

(গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা!

প্রাণ জ্বলে সখা রে, সে মুখখানি মনে হ'লে।
মনটা করে আঁদাড় পাঁদাড়,
ভোলাই তারে কি ছলে॥
সাদা সাদা চুলগুলি, গালেতে পড়েছে ঝুলি,
কপালে পরেছে ঝুলি, চক্ষু-দুটী ঢল ঢলে॥

ওরে দুপালটা গাইলেম, তবু দোর খোলে না।

হারীত। তুমি ভাই এক কাজ করতে পার?

মার্কণ্ড। রসো, তুই একটু দাঁড়াস্ ভাই! আমার সেই রাগরঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই। ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আন্‌ছি, সুরতকে দেখাব ব'লে তাদের সাজিয়ে রেখেছি।

[প্রস্থান।

হারীত। দেখি কি তামাসা করে।

[প্রস্থান।

(উদাসিনী ও ফুল-ধূলার পুনঃ প্রবেশ)

উদা। বৎসে! আমি যেমন যেমন বলেছি, তোমার সখিগণকে ল'য়ে তদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূলা। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান ক'ল্লে অবশ্যই হবে।

[উদাসিনীর মন্দিরমধ্যে প্রস্থান।

[ফুল-ধূলার প্রস্থান।

(সুরত, মার্কণ্ড, হারীত ও পঞ্চরাগের প্রবেশ)

শ্রী। আমার বিষম কাঁদন বুকের শ্রী,
মাইরি সবাই দেখে নে।
আমার মাথার ছিরি গোবরগিরি,
আমি দৌড় দিই টেনে॥

রস। র, র, র, শান্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমায়।
এমন খোদন খাদন বদনখানি, বল দেখি কার॥
আবার পেছনেতে আস্‌তেছে যে
বাবা সে আমায়॥

ভৈর। ধপাধপ্ তিনটী নয়ন টক্‌টকে।
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে॥
আবার এক পাশেতে ঘাপ্‌টি মেরে,
নিশি ভোরে,ঘুমের ঘোরে নাদস্বরে উঠি ডেকে॥

দীপ। দপ্ দপ্ জ্বলছে আগুন, ধ্ ধ্ ধ্।

মেঘ। গড়্ গড়্ ফু, ফু, ফু।

দীপ। চোপ চোপ সাম্‌লে থাকিস্, আবার ধ্ ধ্।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়্‌বি কোথা, আবার ফু ফু॥

দীপ। ধ্ ধ্ ধ্।

মেঘ। ফু ফু ফু!

দীপ। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার শালা।

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড়্ গড়্ ছুটে পালা॥

সকলে। রাগরঙ্গে মোরা বঙ্গ ফাটাই।
সুরের ঈশ্বর, সুরের ঠাকুর,
জনে জনে মোরা সুরের কানাই॥
নাচি গাই, আর কেন ছাই,
পালাই পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই॥

[রাগগণের প্রস্থান।

(গীত)

বেহাগ—খেম্‌টা।

সুরত।— প্রাণ ভ'রে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটে না।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না॥
না জানি ক্ষণে ক্ষণে,
কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারু সনে,
সদাই প্রাণে হয় বাসনা॥
ফেরে প্রাণ ছায়া-পথে,
কে যেন কোথা হ'তে,
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাবে না॥

চল ভাই দেবীপূজা করি। এ কি! মন্দিরের কপাট বন্ধ কর্‌লে কে?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হ'তে ইচ্ছা না থাকে, দ্বারে আঘাত ক'রে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'র্‌বো না।

সুরত। এ কে কথা কয়?

হারীত। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুরত। তিনিই বা হন। মাতামহ ব'লেছেন যে, এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন, তিনি অতিপবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মা গো! এ দীন সন্তানকে একবার দেখা দিন, আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস! অপেক্ষা কর।

মার্কণ্ড। এইবার বাবা যায় কোথা!—দোর খুল্‌বে আর ধোর্‌ব অাঁচল টেনে, ভস্ম হই হব।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

ও বাবা! এ কি! এ যে সেই বুড়ীর মতন! আঃ ছি ছি ছি! এর জন্যে এত রাগ-রঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতকে) বৎস! কি চাও?

সুরত। মা! কি চাই তা জানি না, কি চাই তা জান্‌তে চাই।

উদা। ভাল, এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা! আমায়ও একটু দিন।

হারীত। আমায়ও একটু।

মার্কণ্ড। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এই চরণামৃত পান কল্লে, সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্কণ্ড। এমন নইলে চন্নামৃত! যেই দেখ্‌বো, অম্‌নি তেড়ে গিয়ে ধর্‌বো, কি বল হারীত?

সুরত। আহা! আমার প্রাণ মাধুরী-লহরে আন্দোলিত! মরি! মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হ'তে হয়! আহা! এমন সুন্দর তরু তো কখন দেখি নাই।

(বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে গীত)

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী)

হাসে শশধর মধুরাযামিনী।
শীতল সিত করে রজত মেদিনী॥
তারাদল জাগে, প্রেম অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু-নয়না ভামিনী॥
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর-পরশনে কুমারী কামিনী॥
ধূসর নীরদ, চলে ধীরপদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুরত। আহা! এ কি মায়া-তরু?
আয় তরুবর তোরে করি আলিঙ্গন।

(ফুল-ধূলার তরু হইতে নির্গমন)

ফু-ধূলা। দেখ দেখ পদে তব নিলাম শরণ॥

ভৈরবী—ঠুংরি।

সুরত। রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরুরাজি কুসুম-রাশি,
হেরি দিবানিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহি তো প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পুজিত,
না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পূরিল, প্রাণ ভরিল,
কর লো কাতরে করুণা দান॥

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

(একজন স্ত্রীলোকের তরু হইতে প্রকাশ)

স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়বল্লভ॥

হারীত। আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান।

(দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ)

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধীনী পদে কুল শীল মান॥

মার্কণ্ড। আয় রে অটবী তোরে ধরি এঁটে সেঁটে।

(তৃতীয়ার প্রকাশ)

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি ফেটে॥

মার্কণ্ড। আরে র; সে যে ছিল লম্বা চৌড়া, এ যে বেঁটে সেঁটে; যাই হ'ক্,এ তো আমার হলো একচেটে।

সকলে। (গীত)

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥
মুচ্‌কে হাস কুসুম-কলি, মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে॥

ফু-হাসি। হা! একদিনের খেলা আমার একদিনে ফুরাল!

যবনিকা-পতন।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

(১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিল্বমঙ্গল ... ... ধনী ব্রাহ্মণ যুবক।
সাধক ... ... ভণ্ড সাধু।
ভিক্ষুক।
সোমগিরি ... ... সন্ন্যাসী।
বণিক্।
রাখালবালক ... ... ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
পুরোহিত, ভৃত্য, দেওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ, দারোগা, চৌকীদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চিন্তামণি ... ... বারাঙ্গনা।
থাক ... ... চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটীয়া।
পাগলিনী।
অহল্যা ... ... বণিকের স্ত্রী।
মঙ্গলা দাসী ও জনৈক স্ত্রীলোক।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নাবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা, এক দণ্ড বিলম্ব হয়েছে ব'লে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল, এর তাৎপর্য্য ছিল। দ্যাখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম, একবার একটা মিষ্টি কথা কৈলে না,—পেছন ফিরে শুয়ে রইল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন কচ্চিনি। যেমন না ব'লে চলে এসেছি, তেমনি ব্যস্—আজ থেকে খতম। যদি কখন দেখা হয়, দু'টো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয়নি; মিষ্টিমুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত; বল্লেই হ'ত "ভাই, তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম—ব্যস্।" যখন এসেছি, তখন আর যাচ্চি না।

(গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ঝিঁঝিট—আড়খেম্টা।

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়,
কে জানে?
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে,
জুনিয়া দেখে ফাঁক;
কোথাও তরতরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে॥

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে, বাবা!

ভিক্ষুক। মশাই, কিছু দিন না।

বিল্ব। যা যা—দেক্ করিস্‌নি।—কি রে কি? গানটা কি "টেনে টেনে?"

ভিক্ষুক। আর মশাই—পেটে টান পড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন শোন; আমায় গানটা লিখে দেত!

ভিক্ষুক। না মশাই, পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়ানা ব্যাটা, তোকে ভিক্ষা দোব এখন।

ভিক্ষুক। না ঠাকুর, তোমার ভিক্ষায় কাজ নি, তোমার মিষ্টি মুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও; আমি একটা টাকা দোব এখন।

ভিক্ষুক। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষুক। অ্যাঁ? ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে না ত বাবা?

বিল্ব। না না, লিখে দাও।

ভিক্ষুক। এ বাবা, আমার চোরাই গান নয় বাবা, রীতিমত সাক্‌রিদ করে শেখা বাবা!

বিল্ব। আচ্ছা; কি গান বল?

ভিক্ষুক। (সুর করিয়া) ওঠা নামা প্রেমের তুফানে—

বিল্ব। নে নে, সুর রাখ, গানটা বল্; এই কয়লা দে আমি লিখ্‌চি।

ভিক্ষুক। ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেতায় দৌড়, ওঠ বোস করাচ্চে:—তার পর?

ভিক্ষুক। টানে প্রাণ যায় রে ভেসে; কোথায় নে যায়, কে জানে?

বিল্ব। আচ্ছা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারিস্? কি বলিস্, অ্যাঁ?

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিল্ব। তুই বোল্‌তে পাল্লিনি? গলায় গামছা দিয়ে টানে। আমি আর ভুল্‌চিনি, বল্ বল্।

ভিক্ষুক। কোথাও বিষম ঘূরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ডুনিয়া ভাখে ফাঁক।

বিল্ব। পাক ব'লে পাক? দে চড়কীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষুক। কোথাও তরতরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়, টান পড়েছে কি টানে!—এই ত গান হ'ল; কৈ মশাই, দাও?

বিল্ব। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই। শোন, হয়েছে কি? কি? ওঠ বোস ক'চ্চে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ; দিন?

বিল্ব। গলায় গামছা দে নে যায় টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ; দিন না?

বিল্ব। দে চড়কীর পাক;—উঁহুঁ গানটা ঠিক হচ্চে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে ওই?

বিল্ব। হাঁ রে, তুই কখন পিরীতের টানে পড়েছিস্?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নাই; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান,—সে গেরোর ফেরে হয়েছিল; সেই অবধি নেশাটা ভাঙ্‌টা কদাচ কখন করি, পেলুম, কল্লুম—নৈলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ কত্তে পারবি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, আমায় দিন; আমি কাজ পারব না; আমি এমনি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে (টাকা দেওন)। শোন্ না, আরও টাকা পাবি- একটা কাজ কর না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে সন্ধান নিই; বেটীর মন একটু ধুক্ পুক্ কত্তেই হবে; ব'লে পাঠাই, "মনে করেছ সে আবার আস্‌বে, সে দফায় কচু।" (প্রকাশ্যে) শোন্ বলি;—ঐ বাড়ীতে যা; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে; সে কি কচ্চে দেখে আয়; আর বলিস্, "বাছা, মনে করেছ সে আস্‌বে; সে আর আস্‌চে না।"

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন্ বাড়ী?

বিল্ব। ওই—এই বাড়ী। দেখ্‌তে এমন কি? চিম্‌ড়ে ছুঁড়ীপানা; তবে আমার নজরে পড়েছিল, তাই। আর ঐ গানটী শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি বলব? যে মশাই আস্‌চে?

বিল্ব। না না, বল্‌বি যে, শর্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, বুঝেছি! আমি জানি। বেমোল চক্রবর্ত্তী আমায় পাঠাত—রাগটাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি;—কি কচ্চে, কে আছে, সব; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হাঁ, তা কি দিই? আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। ভাখ্ ভাখ্ ভাখ্—ওই যে মাগী আস্‌চে ঐ মিন্সেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তামণির বাড়ী থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস করে ত কিছু বলিস্‌নি। আমি ঐ বটতলায় আছি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ কত্তে কি নারাজ! এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

(সাধক ও থাকর প্রবেশ)

সাধক। ভাখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন কত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি। এ কি যে সে প্রেম? রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

থাক। আমি প্রেমের কি জানি বল? তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; বলেছে, "পুরুষ পরেশ।" তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা!—ভাখ, রাধিকা মামী; কৃষ্ণ—ভাগিনা; রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরও দুটো শোনাতুম। আমার মনের বড় সাধ, তোমায় অসৎ পথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আস্‌বেন একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভালবাসি; তবে কি জান, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—ও মা, কৈ?

সাধক। কি কৈ?

থাক। এই বাড়ীওলা মেসোকে ডাকতে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্সে এইখানে বসেছিল।

সাধক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আসব; যেন বড় গোল থাকে না; আমি তিনটী টোকা দিয়ে ডাকব পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি ত্যাখে।

থাক। তা আসবেন, ভুলবেন না।

[সাধকের প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। ও গো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে?

ভিক্ষুক। কে রে এখন বলচিনি; চল, শীগ্‌গির শীগগির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর মুখপোড়া, তোর মুখে মুড়ো জ্বেলে দিই।

ভিক্ষুক। তা দাও না, আমার চোদ্দ পুরুষের মুখে দাও না; কিন্তু আমি ভোলবার নয়;—চল, এখন তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল; মড়া পাগল না কি?

ভিক্ষুক। নাও নাও, দেরি হয়ে যাচ্চে; আবার আমায় খবর দিতে হবে; তিনি যার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে কে? বল ত, বাড়ীওলা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্ষুক। হুঁ, এখানে ভাঙি! চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর্ মিন্সে, ন্যাক্‌রা করিস্ না কি?

ভিক্ষুক। ন্যাক্‌রা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে বলব।

থাক। বল্ না, বল না; এইখানে একটী বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

ভিক্ষুক। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টেরটা পাবে। আমি কি যার তার কাছে বলি?

থাক। মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে দেখিয়া) এই দ্যাখ, মাসীর আর বাপু তর নাই, আপ্‌নি ই আসছে। আমি কি আর খুঁজতে কসুর কচ্চি?

ভিক্ষুক। ওই ত চিমড়ে চিমড়ে গড়ন; এ বেটীও মাসী বলচে। পেটের কথা শীগ্‌গির বা'র কচ্চিনে, একটু দেখি।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

থাক। বলি, হ্যাঁ গা মাসী, তোমার একটু তর সয় না? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে! লোকে কি বলবে বল ত?

চিন্তা। আর বলুক গে, বাছা; আমার আর সয় না। ডুবটা দিয়ে আসি।

থাক। বলি, কৈ? এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না। বাছা, পরের ছেলে, দুটো মিষ্টি না বল্লে থাকবে কেন?

চিন্তা। আমি আর কি বলেছি? তুই বাড়ী ছিলিনি; আমি খেতে বসেছিলুম, তাই দোর খুলতে দেরি। এই সমস্ত রাত গজগজানি!—ভাল ক'রে কথা কবে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোর বেলা দেখি ডাকছে, আমি আর সাড়া দিলুম না। এই টরটরিয়ে একেবারে সিঁড়িতে! আমার বাছা, রাগ হয়ে গ্যাল, দুবার তিনবার ফিরে এল, আর কথা কৈলুম না।

ভিক্ষুক। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন; ওই ঠাকুরটী যে এখানে বসেছিল?

থাক। কি তা?

ভিক্ষুক। (চিন্তামণির প্রতি) শোন;—(থাকর প্রতি) তোমায় না;—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন; মনে করেছ বাছা, যে, সে আসবে, সে আর আসচে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল?

ভিক্ষুক। চল, আগে তোমার বাড়ী যাই; কি কচ্চ দেখ্‌ব; কি দে ভাত খাচ্চ দেখ্‌ব; কি বলচ শুনব; তবে বটতলায় গে খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চলে।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে গুড়ি মারিয়া অবস্থান)

চিন্তা। ও লো থাকি, ত্যাখ, পেছনের ওই ঝোপের ভিতর এসে মড়া লুকুচ্চে।

(অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভিক্ষুকের গীত)

সিন্ধু-মিশ্র—খেম্‌টা।

বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, থাম্‌কা উঠে,
হাম্বা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে॥
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা! পগার পারে বঁধু যেত এগোনে॥

বিল্ব। (স্বগত) দ্যাখ, বেটীর মনে একটুও দুঃখ নাই,—হাস্‌ছে! (প্রকাশ্যে) দ্যাখ, আমি এ পারে কাঠ কিন্‌তে এসেছিলুম; দেখা হ'ল ত একটা কথা ব'লে যাই; "যত হাসি, তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা।"

চিন্তা। কেন রে মড়া, কাঠ কিন্‌তে কেন? তোর চিতা সাজাবি না কি?

বিল্ব। দ্যাখ, একটা কথা বলি; মনে করেছিলুম যে, তুমি ভদ্দর, তা নয়, তুমি ভারি ছোট লোক।

চিন্তা। আর তুমি খুব ভদ্দর লোক;—আচরণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওয়ালা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত ও ছোট লোক বেটীর কথায় উত্তর দিও না। হ্যা দ্যাখ মাসী, মাসী হও আর যা হও, বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।

বিল্ব। দ্যাখ থাক, আমি আর আস্‌ছিনি; তবে মনের দুঃখ একদিন তোমার কাছে গোটা কতক ব'লে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা, যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি বলেছি? থাক বাড়ী ছিল না, আমি খেতে বসেছিলুম; তাইতে দোর খুল্‌তে দেরি হ'ল। তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ পড়্‌লো না। তা, ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বৈ কি। আমি কিন্তু তোমায় বলেছিলুম; গোড়ার কথা মনে ক'রে দেখ।

থাক। দ্যাখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি, তোমার বাপু আর ভাল দেখায় না; মেয়েমানুষটা যখন রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল! আমি নাইতে এসেছি। তুই বলিস্ থাকি, আচরণ দেখ্‌লি! সকাল থেকে এখানে ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল, কোথা গেল, তা একবার দেখাটী দিলে না।

থাক। এটী মেসো তোমার অন্যায় হয়েছে; মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয়; বলে, "দশহাত কাপড়ে মেয়ে নেংটো।"

বিল্ব। দ্যাখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রৈল।

চিন্তা। থাকে থাক; রাগ করিস্‌নি, চল্ বাড়ী চল্।

বিল্ব। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ; বেলা হয়ে গিয়েছে।

চিন্তা। হাঁ হাঁ, তবে আর দেরি করিস্ নি, যা। বলে যা, রাগ নেই?

বিল্ব। না, রাগ কিসের?

চিন্তা। দ্যাখ বেলা হ'ল, বল রাগ নেই, নৈলে ছেড়ে দোব না।

বিল্ব। না।

চিন্তা। তা চল্, আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধ্যাবেলা আস্‌বি ত? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই?

বিল্ব। না, আজ আর আস্‌ছি নি, নদী পেরুতে নেই ত আস্‌ব কেমন ক'রে?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকালবেলা একবার আসিস্; মাথা খাস্।

বিল্ব। সকালে কি আসা হয়?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস না থাকি, তোর ভদ্রলোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাব না, কাল সকালে আস্‌তে বল্‌চি; বলে, সকালে কি আসা হয়?—আর ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে; যখন যা হয় ব'লে ফেলুম।

বিল্ব। সকালে কি ক'রে আসি? এ কি রাগের কথা? কাজ-কর্ম্ম নেই?

চিন্তা। দ্যাখ্, মাথা খাস্, সকালে আসিস্।

বিল্ব। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়; দুপুর বেলায় তা নৈলে তোর বাড়ীতে গে হাজির হ'ব।

বিল্ব। ঠিক কি ক'রে বল্‌ব?

ভিক্ষুক। হাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে বলেছিলে।

বিল্ব। যা যা!—

[বিল্বমঙ্গল ও পশ্চৎ ভিক্ষুকের প্রস্থান।

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়েনি। বাড়ী নে গেলে না কেন?

চিন্তা। না; করুক্ গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক্ গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা! কাছ থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্! —মাথা-মুণ্ডু নেই;—খালি, "ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!" আরে ছাই, ভালবাসিস্ ত আমায় কি মাথা কিনেছিস্? ওই দ্যাখ, আবার আসচে!

(বিল্বমঙ্গলের পুনঃ প্রবেশ)

বিল্ব। দ্যাখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আস্‌তে

পারব না; আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুনলি, শুনলি! আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি?

বিল্ব। তাই বল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ টিয়ে পাখীটাকে দুটী ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, এক দিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দেব না, ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে মেরে রাখ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার; তাই বল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর যদি শীস্ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি, যাও না; কখন্ শ্রাদ্ধ কর্‌বে? কখন্ খাওয়া দাওয়া কর্‌বে? বেলা কি আর হয় না?

বিল্ব। যাচ্চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ মেড়াটাকে দু'টী দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না। আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না; আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আস্‌বে ত?

বিল্ব। দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন্?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্চি—শোন! আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্যাল। কলির লোক জান ত? যে ধর্ম্ম-ভীত হয়, তারই বিপদ্। আমার নামে তহবিল তছরূপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে; কাশীধামে গমন কল্লেম, তথায় ভাগ্যক্রমে আবার গুরুর দর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বার বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষুক। হাঁ গা, তা তবিল ভেঙেছিলে, ফাঁড়িদার ধল্লে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জ্জনেরা এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্ষুক। বলি—যা হ'ক, ফাঁড়িদার কিছু বলে নি?

সাধক। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয় নি।

ভিক্ষুক। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়ে ছিলুম, আমায় টেনে বার কল্লে।

সাধক। তার পর শোন!—এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম! এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই কত্তে হবে, তাই ভাব্‌চি—তোমায় আমি চেলা কর্‌বো। তুমিও দেখ্‌চি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চাচ্চি।

ভিক্ষুক। না, তুমি গোয়েন্দা নও! কি জান, সকলের বরাৎ সমান নয়!—আমার ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙ্‌টা কত্তে শিখে একটু হাতটান হ'য়ে পড়্‌ল, একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম। তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাট ছিল; যেদিন জটা ঘ'সে ট'সে দিতে বল্‌ত, সেদিন বার ক'রে রাখ্‌ত। গাঁজা-টাঙা চল্‌ত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'ল না—বাটখানা নিয়ে স'ল্লুম।

সাধক। আহা!—তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য।

ভিক্ষুক। তা কাজ তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে সকল জানি। কিন্তু একটা পেঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে, শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটী সরাই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দিব, গেরুয়া প'রে থাক্‌বে, ছাই মেখে থাক্‌বে।

ভিক্ষুক। বলি, সে সব ত ছিল, পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেছি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই, আমি অন্তর্দ্ধান-বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দিব।

ভিক্ষুক। বলছি যে তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ, জান না, কেলে হাঁড়ী মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাক্‌লে ধরে।

সাধক। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, এ ফন্ এক রকম মন্দ নয়, চল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত? না কইবে না?

সাধক। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষুক। ধুনী জ্বালাবে?

সাধক। কখন কখন।

ভিক্ষুক। তোমার ভৈরবী থাক্‌বে?

সাধক। খুব গোপনে।

ভিক্ষুক। লোককে কি বল্‌ব যে, "টাকা-কড়ি নাও না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে"—কি বল?

সাধক। সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে, যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়ে যাবে।

ভিক্ষুক। হুঁ, বুঝেছি। এখন কোথায় আস্তানা করবে?

সাধক। একটা শিবের মন্দির-টন্দির দেখে নেওয়া যাবে।

ভিক্ষুক। এখন কি রকম বথরা বল?

সাধক। দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে পর্‌তে স্ত্রী, একটী ছেলে, আর মা-ঠাকুরুণ। তা গোটা পনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ বাদে—দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষুক। কি, দশ আনা তোমার, ছ' আনা আমার?

সাধক। হুঁ।

ভিক্ষুক। তুমি সাধুগিরী জান না। বাড়ীফাড়ী বুঝিনি, চেলার সঙ্গে আধা আধি বথরা।

সাধক। দেখ, ওতে আট্‌কাবে না। তোমায় আমি শিষ্য করবো, গুরুসেবার জন্য যা দিতে হয়, দিও।

ভিক্ষুক। এ কথা ভাল।

সাধক। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও বিশেষ কাজ আছে।

সাধক। একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষুক। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধক। কি নদীপার?

ভিক্ষুক। নদীপার।

সাধক। আজ কাজ সার্‌তে পার ভাল, না হ'লে কাল থেকে চেলা হবে।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

কাফিমিশ্র—একতালা।

ও মা, কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাকৃচি কত,
বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর,
লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দেখে নাক একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে॥

সাধক। আহা, আহা! বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তোমার বে' হয়েছে?

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগ্‌লী আমার মা।
আমি তাদের পাগ্‌লী মেয়ে, আমার মায়ের
নাম শ্যামা।
বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে
ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে
শোন না॥

[প্রস্থান।

সাধক। দেখ দেখ, এ পাগ্‌লীটাকে হাত কর, ও বেড়ে গায়।

ভিক্ষুক। ব্যবসাটা শীগ্‌গির জম্‌বে।

সাধক। তোমার ভৈরবী কত্তে পার ত ভাল।

ভিক্ষুক। বটে, ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বিল্বমঙ্গলের বাটীর কক্ষ—সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন।

বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন।

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও সন্ধ্যা হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়াবার ধুম।

পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্ব্বনাশটা কল্লি। এমনি দুটী যজমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চল্‌বে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস রয়েছে।

বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দেখ, অমন করিস্ ত লোকে তোকে জাতঃপাত কর্‌বে।

বিল্ব। যাও যাও, এখন তোমার কাজে যাও। ওরে ভোলা!

(ভোলার প্রবেশ)

এই পুরুৎ ঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আয়, আর মথুর ঠাকুরকে এই দিকে আস্‌তে বল্।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন কর্‌বেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চাঙারী খাবার এইখানে রেখে যাক্। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুন্‌চি। রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

বিল্ব। দেখ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল সামগ্রী সব তুলে আন্‌বি—পাঁচ খানা চাঙারী।

[ভোলার প্রস্থান।

ধরনা, চিন্তামণি, থাক—দুই, থাকর মাসী আছে শুনিচি, এই ধর—তিনি চিন্তামণির আর একখানা ধর—চার; ও তিন খানাই ধর—পাঁচ। আমি এখন আর খাব না, দেরি প'ড়ে যাবে, চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস, এই সার্‌লে! পশ্চিমে মেঘখানা বড় উঠেছে—উঃ, বেজায় ঝড়!

(ভোলার পুনঃ প্রবেশ)

ভোলা। ও গো, বামুনদের পাতা উড়ে গেল।

বিল্ব। তা যাক তুই পাঁচ চেঙরা খাবার এনে এইখানে রাখ না; একটা লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস্। আমি নৌকা দেখ্‌তে চল্লুম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, তবে বলিস্—আমার বড় জ্বর। (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল! আবার দাওয়ান ব্যাটা এল।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। (আপন মনে) ঘরের ভিতর সব পাত ক'রে দিই, মুষলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত কর গে যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক্। পরন্তু আমার একশ' টাকা চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখতে চাও, বুঝেচ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত করি গে।

বিল্ব। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন কত্তে হবে না।

[প্রস্থান।

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি! কিন্তু এ সময় না বেরুলে নৌকা ঠিক কত্তে পার্‌ব না। যা ভাড়া লাগে, পার হ'তেই হবে।

[প্রস্থান।

ভোলা। এই যে সিন্দুকের চাবি ভুলে গিয়েছে! মাইনে যত পাব, তা ত বুঝ্‌তে পেরেছি, আজ যা পাই, তাই নিয়ে সট্‌কাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ—শ্মশান।

ঝোপের পার্শ্বে চিতা জ্বালাইয়া পাগলিনী উপবিষ্টা।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। দেখি, আর দু' ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে।—একখানা কি জেলেডিঙ্গিও বাঁধা থাক্‌তে নেই? একখানা ভেলা টেলা, কাঠ টাট কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি! রাগ ক'রে এসেছি, ব'লে এসেছি আস্‌ব না, চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে! আহা! প্রাণেশ্বরী, আমরা দু'জনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী; মাঝে এই প্রবল নদী। এ ঝোপটার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো; এ বৃষ্টিতে চিতের আগুন নেবে না!—কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চলেছে! আমার যে প্রাণ যায়! উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন,—যেন পিশাচ যুদ্ধ কচ্চে! প্রাণ, তোরে আমি তুচ্ছ কর্‌তুম; কিন্তু যে চিন্তামণিকে দেখ্‌তে পাব না। উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এমনি হচ্ছে, স্ত্রীলোক—কি কর্‌বে? নৈলে, নদী পার হ'য়ে এসে, আমার গলা ধরে কেঁদে আমার তিরস্কার ক'ত্ত! চিন্তামণি আমার, আমি চিন্তামণির; আমার প্রাণ নয়, চিন্তামণির প্রাণ;—সে যে আমায় ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে একখানা মোটা কাঠ এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি! পেত্নী না কি? পেত্নী বৈ কি; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে খাবে! ওরা মনে কল্লে পার ক'রে দিতে পারে, বলি, এয়েও প্রাণ গেছে, ওয়েও প্রাণ গেছে। (পাগলিনীর প্রতি) ও গো, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজা দেবো, তুমি যদি আমায় পার ক'রে দাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিন্তামণির জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

পাগ।—(বেগে দণ্ডায়মান হইয়া)

কই সই, কই চিন্তামণি?
বল, কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে;—
সে ত নাই লো এখানে!
পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন!
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়;
খুঁজে খুঁজে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না!
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে?
কই—কই চিন্তামণি?

বিল্ব। (স্বগত) এ কে? চিন্তামণিকে ডাক্‌চে কেন? এ ত পেত্নী নয়! পাগল বোধ হ'চ্চে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, চিন্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার, নাম ধ'রে ডাকি নি, ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়েমানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা, ভক্তমনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর, জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা;
প্রেমে চলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;
বিপরীত রতি,
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি "ফুরাইল" বাক্;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা, সে রূপ

দেখতে দেখতে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি কর্‌বো? কেমন ক'রে যাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবে না। জলে ঝাঁপ দে দেখেছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে দেখেছি—আগুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি। মা—মা! কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা!

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার, দিক্ নির্ণয় করা দুষ্কর! সত্য কি প্রাণ যাবার নয়? ওহো! যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্‌তে পাব না। মেঘগর্জ্জন! তোমায় ভয় করি না; তরঙ্গ! তোমার ও কল-কল নাদে ভয় করি না; দেহ! তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখ্‌তে পাব না, ওই ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।—চিন্তামণি! চিন্তামণি!

পাগলিনী।— (গীত)

কানেড়ামিশ্র—একতালা।

সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি॥
সে কোথা একলা ব'সে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাকছে কত না জানি॥
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি॥

[প্রস্থান।

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌ব। চিন্তামণি! চিন্তামণি! (জলে ঝম্পপ্রদান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটী—থাকর ঘরের দাওয়া।

(সাধক ও ভিক্ষুক উপবিষ্ট)

সাধক। বলি, তোমার এ বাড়ীতে কাজ ছিল কি?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থাকতে নেই? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবে না।

সাধক। বলি, তবু কি শুনি?

ভিক্ষুক। ঠিকে কাজ ঐ যে বাড়ীর গিন্নী আছেন, তাঁর মানুষটী আমায় বল্লেন, "যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর রাখ্‌বি, কে আসে যায়, দোরগোড়ায় ছিলুম; ঝড়-ঝাপটায় ঘরে এসে ঢুকিচি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও ঠকে;—বল্লুম বাবা, "বিদেশী অতিথ" তাই চিঁড়ে মুড়কি দৈ—ফলার করালে। কিন্তু, শেষটা চিনে ফেল্লে, বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে,—সেই পোড়ারমুখো, ওই পোড়ারমুখো পাঠিয়ে দিয়েচে।" ঝাঁটা ঝাড়ছিল, বড় ঝড়-বৃষ্টি দেখে "মা, মা" শব্দ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম, এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখ্‌ছি সারা রাতটা মশা তাড়ালে; ব্যাপারখানা কি?

সাধক। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি দুটো কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই, এই বাদলার দিন—ওইখানে একটু মুড়ি দে ঘুমাও। চেলাগিরি ত? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে, না না, থাক এলে ব'ল যে আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ? দ্যাখ, হেথা ক্ষুরের ধার, গুরুগিরি চেলাগিরি চল্‌বে না। তোমায় আস্‌তে বলেছিল, তা আমি শুনেছি, সেই, যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে একটু না চিন্‌লে আমার রীতের কথা খুল্‌তুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব'লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি?

ভিক্ষুক। দ্যাখ, তুমি খুব সেজেছ গুজেছ বটে, কিন্তু তুমি চার আনা বখরারও যুগ্যি নও। বলি, আক্কেল নেই? সকাল বেলা গুরু শিষ্যে দেখা নাই; আর রাতদুপুরে "গুরবে নমঃ"।

সাধক। তবে তুমি একটু স'রে যাও, আমি থাকর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা ক'ব।

ভিক্ষুক। ভোর বেলা কল্লে এখন। ভোর না হ'লে ত আর তার দেখা পাচ্ছ না, সে এখন হাপরখাটে শুয়েছে; রুপ্রাঙ্কির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠ্‌বে? টাকার শব্দ কল্লে পাল্লে ত সে কথা ছিল।

বাবলাটা জমিয়ে কিছু হাত কর, তার পর এসো। —দ্যাখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগ্‌লীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়েছিলুম, ভয় হলো, বাবা! বেটী শ্মশান বাগে চ'লে গেল।

সাধক। আমার ভৈরবী কেন? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষুক। ও হরি! আমি তা বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি আবার সৌখীন, সে ভৈরবী মনে ধচ্চে না, তাই থাকমণির কাছে এসেছ! দ্যাখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি, (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী? ও ভৈরব! দেখ না ব্রহ্মদত্যির মতন চ'লে আস্‌ছে! (মুড়ী দিয়া শয়ন)

(থাকর প্রবেশ)

থাক। (স্বগত) হুঁ পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে, তালা ভেঙে ত সেঁদোয়নি? কে জানে, চোর কি নয়। (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই আছেন কি?

সাধক। (সুর করিয়া) হুঁ—আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল! বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছা যান (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ আসে নি ব'লে আট্‌কে রেখেছিল, আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হ'য়েছে, তামাক-টামাক পাওনি, আর সন্ধ্যা থেকে ব'সে আছ, তা কি করব বল? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দি, তার পর, পিঁড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক। বিশ্বাস দেখেছ? ঘর ঢোকাবে না। দ্যাখ, তুমি আমায় আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে দুজনেরই গলা ধাক্কা!

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুয়ে আগুন! তামাক ছুঁছিলিম্ এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধক। তা থাক্, তামাক থাক্, তুমি ব'স। দ্যাখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি; কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা বল্লেন, ওইটী পাওয়া মুস্কিল। এই, প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল;—ও কুড়িও যার নাম, একুশও তার নাম, কুড়ি এখনও পোরে নি; এই চোৎ মাসে উনিশে পড়েছি,—তা কৈ, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধক। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে। তা দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পারব কি?

সাধক। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধা-প্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব' না।

সাধক। তবে মন দে শোন। বলি, তর্‌তে ত হবে—এ ভব-সমুদ্র তর্‌তে ত হবে?

থাক। তা বটে ত।

সাধক। তাই তোমায় বল্‌চি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচজনের মুখ আর চেও না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই, যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমি হরিনাম না ক'রে জল খাই নি, আর যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মত দেখি; আর পর-পুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলুম।

সাধক। দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝ্‌তে পার্‌চ না। রাখারাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই, হাজার হ'ক, আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝ্‌তে পার্‌ব।

সাধক। দ্যাখ, এক কথায় বলি,—আমি তোমায় দেখব যেন রাধা, আর, তুমি আমায় দেখবে যেন কৃষ্ণ। তার পর, যা খুসী তা কর, আর পাপ নেই। কেমন, রাধা হ'তে পারবে?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পাচ্চিনি।

সাধক। স্থাখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান কর্‌বে, আমি পায়ে ধরে ভাঙ্‌ব, আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কৈ কৃষ্ণ কৈ" বলে অধৈর্য্য হবে।

থাক। তা আমি সব পার্‌ব। আপনি যদি আমার ভার নেন—ত, আমার একটা পেট; আর একখানা কাপড়; বিছানা মাদুর ক'রে দাও, তুমিই বল্‌বে, গয়নাগাটি তোমার মন হয়, দিও, না হয় না দিও।

সাধক। দেখ, আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই, তবে, দুটো একটা বিদ্যা জানি—এই হরিতালভস্ম, তাঁবাকে সোণা করা—তোমায় শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তাঁবাকে সোণা ক'ত্তে জানেন?

সাধক। গুরুর কৃপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন ক'ত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজী কত্তে এয়েছে না কি?

সাধক। আমি বিদ্যাই শিখেছি, কর্‌বার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর এক বৎসর মন জুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই, নৈলে ঘুমুনো হবে না! (প্রকাশ্যে) তা, দেখুন, আপনি আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াই গে। (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি, ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ, আমি ঘুমুই গে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেরী কর্‌বেন না।

(প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন)

ও মা গো, বাবা গো, মাসী গো, দেখসে গো, ডাকাত গো, এরা সব কেটে ফেল্লে গো!

নেপথ্যে। কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসী গো, আলো নে শীগ্‌গির এসো গো; পড়ে কে গোঁ গোঁ কচ্ছে গো!

(আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। অ্যাঁ, অ্যাঁ! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেছে? গোঁ গোঁ ক'চ্চে কেন? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ কচ্ছিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে পড়েছে—কেমন বেকায়দায় পড়েছে।

চিন্তা। অ্যাঁ! মিন্সে হাতে দড়ী দেবার যোগাড় ক'রেচে—ও মা, এমন জ্বলনেও পড়্‌লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ও গো, আছে গো আছে।

চিন্তা। থাক্‌বে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এস না গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমায় কারুকে ধত্তে হবে না; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর; তোল। নাও—ওঠো।

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা?

চিন্তা। থাকি, তুই কেমন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্ নি। সন্ধ্যাবেলা তিকিরি মড়াকে পাঠিয়েছিল; রাত দুপুরে দেখ্‌তে এয়েচে, মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি, তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি চিন্তামণি!

চিন্তামণি। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো। কি দুর্গন্ধ গা!

[বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান।

ভিক্ষুক। দ্যাখ, তোমার বখরা দু'আনা—দু'আনা; এই হাটে এসেচ ছুঁচ বেচতে; আর ভাবচ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত করবে। আমিও সর্‌তুম, তবে কি না আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

(থাকর প্রবেশ)

থাক। থু, থু, থু! মাসী দ্যাখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসে নি? থু, থু! এ যে নাড়ী উঠে গ্যাল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। ও লো থাকি, সর্ব্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'চ্চে! বিছানা মাদুর সব ভরে গেছে লো সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে মর্‌ব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো, এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি।

থাক। বলি হাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার বল্লে কথা শোন না কেন বল দেখি?

সাধক। কাল একবার দেখা কর্‌ব; কি বল?

থাক। এখন যাও; তা তখন দেখা যাবে।

[সাধকের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ঠাকরুণ, আমি এতক্ষণ সটকাতুম, তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে বলুচে যে, "মানুষ ধত্তে আসি নি,

তোমায় দেখতে এসেছি।" তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা, ও ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে? শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ সব মিছে, এ পারে কোথা ব'সে ছিল—আর, পাঁচীল টপকালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল, খড়া ফড়া ত নেই।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ী ফেলে রেখেছিলে চিন্তামণি!

চিন্তা। শুনচিস্ না, ঠাট্টা শুনচিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ী ফেলে রাখি।

বিল্ব। সত্যি চিন্তামণি, দড়ী ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে বলচি বাছা, এমন জনমে আর কখন পড়ি নি। একটা পয়সা চাইলে সাতদিন ভাঁড়াভাঁড়ি; বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা পড়েচে; এখন মৈ বেয়ে পাঁচীল টপকে লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া!

বিল্ব। সত্যি চিন্তামণি, মৈ দে উঠিনি; দড়ী দে উঠিচি। আর দাওয়ানকে আজ ব'লে এসেচি, পরশু এক শ টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব; তোর দড়ী দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল চিন্তামণি, আমি দড়ী দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত; ফরসা হয়েছে; দেখি, ওর দড়ী কেমন।

[থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গ্যাল, গ্যাল কি বলচি, বাবা? রাত্তিরবাসই লাভ! সাক্ষীফাক্ষী কাজ নি বাবা; হাকিমেরা আপনারাই মকদ্দমা করবে এখন।—বল্‌ছে ত মিছে নয়; এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর আমিও ত ঠাওর ঠাওর রেখিছি; পাঁচাল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি! মৈ লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

প্রাচীর—মৃত সর্প লম্বমান।

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

বিল্ব। এই দ্যাখ, দড়ী দ্যাখ।

চিন্তা। কৈ, দেখি। (প্রাচীরের নিকটে গিয়া) ও গো মা গো, এ যে অজাগর গোখরো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখরো সাপ?

ভিক্ষুক। ও গো ঠাকরুণ, হয়েচে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দ্যায়, ল্যাজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েচে! (স্বগত) উঃ, মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাত মহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বার ক'রে আন্‌তে পার্‌ত।

[প্রস্থান।

থাক। (স্বগত) একেই বলি, টান, একেই বলি, মনের মানুষ। নৈলে, হুদে পোড়ারমুখো—খেংরা মারি,—খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখ্‌চ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম;—ভাবলুম, সাঁতরে পার হব; কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি বল্‌তে পারিনি!

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধর্‌লে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাওনি। তা হ'লে বুঝ্‌তে— প্রাণ অতি তুচ্ছ; তা হ'লে জান্‌তে, সাপেতে দড়ীতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয়

তুমি প্রেমিকা নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখ্‌চ?

বিল্ব। দেখ্‌চি তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি; তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে দশদিক্ শূন্য দেখি; তোমার চক্ষে জল পড়্‌লে আমার বুকে শেল বাজে: এতেও কি বুঝ্‌তে পারনি, আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব খাণে বিকিয়ে যাচ্চে; একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য বল্‌চি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দ্যাখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্যাখ! সত্য, চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, বক্‌চ কেন?

বিল্ব। জানি না।—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এত দিন কা'র পূজা করিচি? তোমায় দেখ্‌চি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে, আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

[সকলের প্রস্থান।

(টহলদারদিগের প্রবেশ)

ভৈরবী—কার্‌ফা।

কি ছার! আর কেন মায়া?
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত,
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে,
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন' মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ;
বেলাবেলি চল্ রে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কারু নয়, দ্যাখ না চেয়ে—
কবে ফুট্‌বে আঁখি
আপন রতন বেচে নে চল, হরি ব'লে ডাকি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীকূল—গলিত শব পতিত।

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

বিল্ব। সত্য সকলই মায়া! কৈ, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—যা'র জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সেও ত আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়।

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী; নদী চারপো' হ'য়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হ'ল? কৈ, কাঠ কৈ?

বিল্ব। ওই।

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শব দেখিয়া) এ কি! এ যে পচা মড়া! দ্যাখ, আর আমার অবিশ্বাস নাই। তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, তুমি দড়ী ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর! দ্যাখ, আমি একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম; আমার আজ কথাটী মনে পড়্‌ল।—এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বল্‌ব? তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'য়ে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের ল্যাজ ধ'রে উঠ্‌লে! দ্যাখ আমাদের সকলই ভাণ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভাণ হয়, এমন ভাণ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম! এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী—এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে
তবে, হায়! প্রাণ দি'ছি কারে?
কা'র তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি!
ওই উষা—ও-ও ছায়া!
মিথ্যা,—মিথ্যা,—মিথ্যা এ সকলি।
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;—
আমি কা'র? কে আছে আমার?
কা'র তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে, ঘুরিতেছি

নশ্বর—নশ্বর ছায়া-মাঝে !
কোথা, কে আছ আমার ?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ ;
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ মন করি' সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার,
হেথা কোথা প্রেমের আধার ?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ
মিশে যা'য় হবে লয় ?
কোথা আছ কে আমার, বল ;
সাধ হয় দেখিতে তোমারে ;—
আত্মজন দেখি নাহি জন্মাবধি !
কোথা যাব ?
কোথা দেখা পাব ?
অন্ধকার-মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে,
কাঁদ্‌লে কাঁদে
কত রাখে আদরে॥
আমি [illegible] পেলেম তাই,
কে বলে রে আপনার [illegible] নাই ;
সত্যি মিছে দ্যাখ না কাছে,
কচ্চে কথা সোহাগভরে॥

[পাগলিনীর প্রস্থান।

চিন্তা। আহা, কি মিষ্টি গায় !

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই ? অবশ্যই আছে, আমিই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চি না ; আছে—আমার কাছে কাছে আছে! নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে ? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে ? কে আমায় ব'লে দিলে, সংসারে আমার কেউ নাই ? কে আমায় এখন' বলচে, "আমি তোর আছি।" কে তুমি ? তোমার কি রূপ ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর। দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চিনি। কে আমায় চক্ষু দেবে ? আমি কোথায় যাব ?

[প্রস্থান।

চিন্তা। কোথা চল্লো ? এ কি বিবাগী হ'ল না কি ? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নাই। দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

সোম। আপনি দেখ্‌চি, বিদেশী ; আমার বোধ হ'চ্চে, আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি কে আমার—বল্‌তে পারেন ? সংসারে ত আমার বল্‌বার কেউ দেখ্‌চি নি ! ব'লে দিন, আমার কে, ব'লে দিন।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ ; আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হ'ন, [illegible] আমায় নমস্কার করবেন না ; আপনার চরণে আমার নমস্কার !—
ও হো, শূন্যাগার হৃদয় আমার !
কে আমার—এস হৃদি-মাঝে ;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ ! হতাশ !

একা আমি প্রান্তর-মাঝারে!
কেবা আমি? কেন আমি এসেছি এখানে?
কি হেতু উদাস?
প্রাণ কিবা চায়?
কে কোথায় আছ প্রেমময়?—
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

সোম। আপনি ভাগ্যবান্; প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন, আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে।

বিল্ব। আপনি আমার গুরু! প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু, গুরু আর কেউ নাই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন?

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি। প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাইনি। আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা, সত্য,—এত দিন চ'খে পড়েনি; সত্য, অতি সুন্দর! এ ছবি কি সত্য দেখা যায়? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন; তিনিই ব'লে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। আপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

সোম। আপনি ভাব্‌বেন না, কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেল্‌বেন না। আপনার সঙ্গ আমি কখন ছাড়্‌ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার কল্লেন। যদি কখন আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ।

(চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

থাক। বলি, মাসী, তুমি দেখ্‌চি, বাছা, ভালবাস। বল্‌বে, "ভালবাসি বল্লে গাল দিচ্চে", তা নয়। খাওয়া নাই নাওয়া নাই, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাবনা! যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুট্‌বে না গা? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা? বেটা দশ দিন থাকুক—পনেরো দিন থাকুক—এক মাস থাকুক—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না।

থাক। না আস্‌বে না! তোমার বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না, যা মুখে বেরোয়, বল! সেয়ানা বেটাছেলে, তাই দু'দিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্ নি;—সে আমা ভিন্ন জান্‌ত না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চ'লে গেছে।

থাক। তা যাক্ গে, তোমার গতর সুখে থাকুক্। ঐ দত্তদের মেজবাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত বলেচে; তা ও কথায় আমি কাণ দিতুম না। সে দু'খানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা, সে আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছিল; শেষটা আমিই তারে দেশত্যাগী কল্লুম!

থাক। হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হতে গেল গা? তুই ত কিছু জানলি নি,—ও পুরুষের দম।

চিন্তা। যদি রাগ ক'রে থাকৃত ত বাড়ীতে থাকৃত। শুনেছিলুম, মানুষের বিরাগ জন্মায়—এ সেই বিরাগ।

থাক। তুমি মনে করেচ বুঝি, সে বৈরাগী হবে? সে হয় অমন ঢের ব্যাটা!

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে; আমি জানতুম, ভালবাসা একটা কথার কথা; তা নয়—ভালবাসা আছে। তারে এক দিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলি নি; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে শুয়েছি—সমস্ত রাত ছাদে ব'সে আছে; আমায় একবার ডাকেও নি, পাছে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়; রাগ ক'রে যদি কখন আমার চক্ষু দে জল পড়্‌ত, শত ধারে তার বুক ভেসে যে'ত! আমি

এত দিনে জানলুম, যে আমার ছিল, তাকে আমি দু' পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার মা? তবে পেট বড় বালাই, তাই লোকালয়ে থাকতে হয়।—আর্সীর মুখ দেখা; তুমি ভেংচোও, ভেংচোবে; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত। থাকি, সত্যি বল্‌চি, আপনার মানুষ পেয়েছিলুম; সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পার্‌তুম; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নাই। আমি রাজরাণী হ'তে পারতুম; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম, সেই ঘৃণিত বেশ্যা!

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না। হরি আছেন, ভাব্‌চ কেন?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা কর্‌বেন? শুনেছি, তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা; আমি প্রেম কখন দিতেও জানি নি, প্রেম কখন নিতেও জানি নি; আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পারব না; আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখন প্রেম দেখি নি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়, —আমি কি বরাবরই এম্‌নি? না পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায়? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি, ভগবান্‌, আমি কি দাগা পাই নি? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল; শেষ দেখ্‌লে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে,—প্রেম-ময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি,—মরু-ভূমিই থাক্‌বে!

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি। মানুষ গেছে, গুণ গান কর্‌, অন্য মানুষ দ্যাখ্‌। আমি বাপু, আর পারি নি।

চিন্তা। হ্যাঁ থাক, সে পাগ্‌লীর খবর নিয়েছিলি?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ; বাপ, মা, কেউ ছিল না; মাসী মানুষ করেছিল, বিয়ে দিয়েছিল; বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল, তার পর মাগী পাগল হয়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি?

থাক। ও মা! আমি জানি নি? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্‌নি বেড়াত; ওর দেওরগুলো ধ'রে নে গে মারত।—ওই নাও, সেই পাগ্‌লী আস্‌চে।

চিন্তা। এও সামান্য পাগ্‌লী নয়; একেও দাগা দে ভগবান্ গৃহত্যাগী করেচে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। মা, তুই ভাবিস্‌ নি; তোকে হরি কৃপা কর্‌বেন। সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে; —সে আমায় দেখ্‌তে পারে না।

(গীত)

পরজ-যোগীয়া—একতালা।

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগ্‌লা নিয়ে যায় গো মা, জাগা॥
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি;
ভূতে খায়, মা, বাটি বাটি,
বল্‌ব কি বল? বোঝে না মা,
তার ওপর মিছে রাগা॥
কাছে এসে, ছাই মেখে বসে,
মরি গো মা, ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি মা, নিয়ে এ ন্যাংটা নাগা॥

চিন্তা। মা গো, তুই কে? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হ্যাঁ মা—হ্যাঁ; আমি সেই আবাগী মা সেই আবাগী! দেখ্‌না মা, সব সেই—সব সেই। কিছু বলিস্‌ নি মা; চুপ ক'রে থাক;—লজ্জা করে মা—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদ-মস্তক কাঁপে মা, তুই কে?

পাগ। আমি মা, পাগ্‌লীদের মেয়ে; আমি মা, তোর মেয়ে। তুইও পাগলী মা, আমিও পাগলী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেন রে পাষাণ-হৃদি
হতেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখিনি তোমায়।
আরে মন, এ কি তোর প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশ-ভূষাপরায়ণা,
মলিনবসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হতে চাও?
তবে,
কেন তোর এত প্রবঞ্চনা?

কেন এত করেছ ছলনা ?
কা'র তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন ?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কা'র তরে করেছ সঞ্চয় ?
কা'র তরে প্রাণ বিনিময়
কর নাই এত দিন ?
এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন ?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন, গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরে ত পাবিনি আর।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী ?

পাগ। ও মা, তবে আসি মা ? বেলা গেল মা !

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে ; আয়, তোরে গহনা পরিয়ে দিই। (পাগলিনীকে গহনা পরাওন)

পাগ। দে, মা - দে।

[প্রস্থান।

থাক। ও যে চ'লে গেল গো ?

চিন্তা। থাক, চল—বাড়ীর ভিতর যাই।

[প্রস্থান।

থাক। অ্যাঁ ! মাগী ক্ষেপেচে।

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক। থাক, থাক !

থাক। কি গো, কি ? আমার এখন মাথা ঘুরচে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোনবার এখন সময় আছে ?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি,—সময় আছে।

সাধক। বলি সে নয় ; বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও ; একটা ফন্দি কল্লে হয় না ? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে ; একে দিয়ে কিছু আদায় কল্লে হয় না ? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাউরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার ?

সাধক। পারি ; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্যাকাম আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বলতে পার ? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা সাজতে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই ; আমি তোমায় পেন্নাম করব। কিন্তু যা আদায় হবে, দু' আনা মজুরী কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধক। থাক, এই জন্যেই তোমায় আমার এত পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে ?

সাধক। (ক্রন্দনের স্বরে) কেউ নাই থাক—কেউ নাই।

থাক। যা রোজগার করবি, আমায় দিবি ?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন,—আমার আলাদা বাসা, তোমার আলাদা বাসা, তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থাকবে, কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধক। তাই হবে থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যার সময় এসো ; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় কত্তে হবে। ফিটফাট হ'য়ে এসো না ; ছেঁড়া কাপড় টাপড় একটা প'রে আসবে, পাগলের মতন আসবে।

নেপথ্যে। থাক।

থাক। যাই মা—যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যার সময় এসো ; আমার এখন কাজ আছে।

[প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল ?

সাধক। আর কি হবে ? একবার সন্ধ্যাবেলা চেষ্টা ক'রে দেখব ; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি বল্লে ?

সাধক। তুমি ঠিক বলেছ ; "টাকা নিয়ে এসো"।

ভিক্ষুক। ঠিক ঠাক মিলিয়ে পেলে আবার সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্চ ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না ;

কুসুর ফাসুর ঢের কথা হয়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধক। কি কথা? তা চল, এখন যাই। তোমায় বল্লুম, চিনতে পারবে না, তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পাল্লে না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি; খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আস্‌ত; এখন কুঁতিয়ে ধমক দিচ্ছ; ভাব্‌ছ, শালা ছিল না, হয়েচে ভাল। তা, যাও এখন; বখরা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধক। আমি সে মানুষ নই—হ্যাঁ, দ্যাখ,—সন্ধ্যার সময় আমায় পাবে না; কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় তোমার পেছু পেছু ফিচ্চি। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামণির গহনার মতন ঠেক্‌চে। যণ্ডা মাগী,—কি ক'রে হাতাই?

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। দ্যাখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওন)

ভিক্ষুক। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

[পাগলিনীর প্রস্থান।

না বাবা,—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা নড়্‌চে? কে আস্‌ছে বুঝি? (ত্রস্তভাবে গহনা লওন) যদি বেচ্‌তে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে বসব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাপীতট।

(সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ)

সোম। চল, আজই বৃন্দাবনযাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কৈ, যে মহাপুরুষ-দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায়?

সোম। আমার যে মহাপুরুষ-দর্শনলাভ হয়েচে। তুমি কি দেখ নি?

শিষ্য। কৈ প্রভু, কৈ দেখি নি ত।

সোম। কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন! আপনি একজন লম্পটকে দেখ্‌তে এসেছেন! ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হয়েছে, কতদূর স্থায়ী হয় বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—
এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ;
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমে' এ সংসারে, ঢের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী কাঞ্চন ত্যজি;
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;—
অবহেলে' কামিনী কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ
করেছিল বেশ্যা-উপাসনা;
বিফল কামনা—
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান!
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়।
অতি তার বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার,—
একমনে ডাকে ভগবানে।

শিষ্য। প্রভু, মম সংশয় না যায়,
বলুন কৃপায়,
এঁর কিসে মাহাত্ম্য অধিক?
কামিনী কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে,
গৌরব কি হেতু নাহি তার?

সোম। বৎস, জান না—জান না
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে,
জটা ধরে শিরে;
কাহারও বা সাধুর আকার,
নারী সঙ্গ করিতে বিহার,—
সন্ন্যাসীর ভাণ,
ভুলাইতে বামাগণে;

কেহ মান করিতে সঞ্চয়,
দীর্ঘ জটা বয়,'
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশা;
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ;
মান অপমান সুখ দুঃখ নাহি জ্ঞান;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু
কিছু নাহি জানে;
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেশ্যার কারণ—
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে,
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই?
শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম
সাধুজন-দর্শন-মানসে,—
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল।
পরে, প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য-ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা।
ত্যজি' প্রতারণা
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব?
সোম। নহে কিছু গোচর আমার,
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান্।
তাঁহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন,
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা।
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান,
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ;
কভু
কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর-কৃপায় আমি দেখেছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধু সদাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ বৎস,
সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।
শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব ত'ার?
সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব রাম গুরু শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার!
জগদ্গুরু সেই সনাতন।
শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য ভাব?
সোম। এ সংসার সন্দেহ-আগার,
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর;—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান;
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ;
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে-জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত-গুরু তার,—
যার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগদ্গুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি।
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন;
প্রেমহীন আমি—
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী!
এস, বৎস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল,

যাও কোথায় যাবে; দেখি, কতক্ষণ ঘোরো।
জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

(চক্ষু মুদিত করিয়া উপবেশন)

(অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। দ্যাখ্, দিদি, এই মড়া, কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল!

অহল্যা। ও কি বল্‌চিস্? ও কোন সাধু হবে;— দেখ্‌চিস্ নি, জপ ক'চ্চে বসে?

স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে! ও একটা উন্মাদ পাগল। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগ্‌লা, ও পাগ্‌লা, দুটী ভাত খাবি?

বিল্ব। ইস্! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওন) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্‌বি।

স্ত্রী। দিদি, দ্যাখ্, বৈরিগী ঠাকুর তোর মুখপানে চেয়ে রয়েচে। দিদি, তুই চ'লে আয়, ও মিন্‌সে নেশাখোর ফেশাখোর হবে;—চোখ দুটো যেন করমচা! (প্রস্থানোদ্যত)

বিল্ব। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস ক'রে রাখ্‌বে। (প্রস্থানোদ্যত)

স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে পেছনে আস্‌চে গো!

অহল্যা। আসুক না, তুই চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিল্ব। আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি;
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে।
সুখ আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা।
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন,
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল;
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয়,
তবু ছলে আঁখি বলে, "জুড়াবার এই ধন।"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি! তোমার কি দিব দোষ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ।

ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান।

(থাক ও সাধকের প্রবেশ)

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল। এর চারি দিক্ ফাঁক; কেউ কানাচ থেকে শুন্‌তে পাবে না।

ভিক্ষুক। (স্বগত) নেহাৎ ফাঁক নয় বাবা! আমি আছি ঘাপ টী মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষী এঁটে এসেচ? বল্লুম পাগলের মতন হ'য়ে আস্‌তে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটী কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাখ; কি কর্‌বে ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না, ভিখারী নাগারী যে আস্‌চে, দু'হাতে দিচ্চে। এখন, যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক!

থাক। কি বল না?

সাধক। এর জড় মার্‌লে হয় না?

থাক। তুমি কি বল্‌চ, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

সাধক। কিছুই ত দেখে না?

থাক। তুমি বল্‌চ চুরি কর্‌বে?—ঘরটী আগ্‌লে বসে থাকে; বেরিয়ে গিয়েচে, ঘরে দোরে চাবি দে গিয়েচে,—একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে যায়। আর, ঘটীটে বাটীটে নিয়েই বা কি কর্‌বে? নো'র সিন্দুক ত আর ভাঙ্‌তে পার্‌বে না যে সোণা দানা পাবে?

সাধক। তুমি বুঝ্‌লে না, আমার ভাব বুঝ্‌লে না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না, তবে আর তোমায় বল্‌চি কি?

সাধক। এস না কেন, নিশ্চিন্দি হই।

থাক। আরে, কি করে—ঘ্যান্‌ঘেনে মিন্‌সে যদি বল্‌বে!

সাধক। দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। অঁ্যা! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পার্‌ব না। তুমি আমার গর্দ্দানা দেওয়াবে?

সাধক। ভাব্‌চ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আস্‌ব; আর উঠানে পুঁতলেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে, সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, এক দিকে চ'লে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপচে; আমি ভাই, তা পার্‌ব না। কোথায় বিষ পাব? দেবার সময় কেউ দেখুক, আমায় কত যত্ন করে, আমি ভাই তা পার্‌ব না।

সাধক। থাক, বুঝলে না; যখন পাগল হয়েছে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না ভাই, আমি তা পার্‌ব না।

সাধক। (ট্যাঁক হইতে একটী মোড়া বাহির করিয়া) থাক, দ্যাখ—এই বিষ। বাড়ী নেই বল্‌চ, দুধে এইটুকু দেওয়া—ব্যস্‌, আমি রাতা-রাতি পুঁতে ফেল্‌ব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথা পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে;—আমি মরবার জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি! তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণ-ত্যাগ কর্‌ব।

থাক। কি বল ভাই বুঝতে পারি নি! হেঁসেলঘরে কড়ায় দুধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই বাড়ী থাক্‌ব না; তুমিই যা হয়, কর!

সাধক। একলা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাল্‌কি মানুষ; তুমি অমন যোয়ান বেটাছেলে,—পার্‌বে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধক। তোমার কিছু ভয় নেই; আনাড় জায়গা—তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

থাক। দ্যাখ, যে কথা,—আমার জিম্মে সব থাক্‌বে। ভদ্দর লোকের এক‌ই কথা—এবার বুঝব।

সাধক। এখন, তুমি ঠিক থাক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা, সেই কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভিতরে এত? যা থাকে কপালে, মাগী আসচে, আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আহা! সেই পাগলীটে আস্‌চে! যাঃ, ওর জন্যে খাবার আন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ কল্লে মনের ধোঁকা সারে না;—আহা! এই নেলা খেলা মাগীকে মনে করেছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটী আবার তখন বল্লে, "বাবা, তুই আমার ছেলে।"

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী; ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে, তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমার আপনার ঘরে শুতে নিবারণ কচ্চে! যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবিনি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না! যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত করেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরী মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, মরতে হবে এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার কর্‌বে? যাব—আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমায় ঘৃণা কর্‌বে না; সে আমার পরকালের উপায় কর্‌বে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। আমি মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখ-ছিলুম। দ্যাখ, মা, দ্যাখ, ঐ শেয়ালটা খাচ্চে দ্যাখ—পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই। পাখী গুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখিচি মা, দেখিচি,—সে দেয়।

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না, মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা, ঘরে সে নেই মা;—তোর সে পাগলা জামাই মা; সে ঘরে নেই; সে শ্মশানে থাকে;—আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি বলেচিস্ ঘরে যেতে আমা-রও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্‌সেতে পরামর্শ কল্লে, সমুদ্র-মন্থন দেখতে গেল। বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা; তুই বিষ খেতে পারবি নি মা! সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্ নি মা? হরগৌরী দেখতে গেল জানিস নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়; এ সব ঠিকঠাক বলছে। (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি। (পাগলিনীর প্রতি) মা তুই কে মা?

পাগ। ওরে পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।
ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই,
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন;—নাহিক মরণ,
কত আর আছে তার মনে!

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী,—
এই, দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ,
না, মা, আমি, এক-ভাতারী এয়ো;
আমার ভাতার সেই মা, সেই!
সে বিনে আর নেই, মা নেই!
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী;
সে বাঁকা হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী, মা, বাঁশী।
আমার লজ্জা করে মা—লজ্জা করে;
ঘরে থাক্‌তে নারি মা—থাক্‌তে নারি;
বিষ, বিষ, বিষ!
তুই পালিয়ে আয় মা—
পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ কি! জ্ঞানেও আবার, পাগলও আবার; (চিন্তামণির প্রতি) ওগো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'র না; ও সব ঠিকঠাক বলচে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই, তোমাদের থাক, না কি—আর, সেই যে গেরুয়া-পরা, আমার সঙ্গে সেই রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দু'জনে ঠাউরেছে, তুমি পাগল; তোমার দুধে বিষ দিতে গিয়েছে; তার পর, তুমি ম'রে গেলে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁত্‌বে।

চিন্তা। বিষ! মন সব টের পায়! থাকি আমায় পাগল ঠাউরেচে বটে। পোড়া মন, এক-বার দ্যাখ, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত জুড়িনি কোন কালে,
বলি মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও, বাছা, তুমি যাও চ'লে,
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"
তুই আয় মা, আয়;
আর ঘরে থাক্‌ব না মা, থাক্‌ব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার,
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ;—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়াসম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।
মাতা, সত্য কথা—শূকরে উদর পূরে;
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।
বল মা, আমায়— কোথা' যাব,
কোথা নিয়ে যাবে মোরে?

পাগ। চল গো চল—সেই যমুনা-তীরে চল।

চিন্তা। চল মা, যাই। (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমায় দিবি মা?

চিন্তা। নাও মা; চল।

পাগ। এই তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। এ কি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চল্লো না কি? আঃ, দূর মন! আমি আর কা'র জন্য গাঁট দিই? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখিছি, দু'টী খেতে পাওয়া যায়;—তবে ওই পরওয়ানার কি করি? এখনই বা কি কচ্চি? যা থাকে বরাতে হবে, সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই,—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ কি সাম্‌লাতে পারব? দেখি, মা দুর্গা আছেন।

এই ত চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারগার হাত থেকে বাঁচব না?'

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জনৈক বণিকের বাটীর সম্মুখ।

(দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট—বণিকের প্রবেশ)

বণিক। তুমি কে?

বিল্ব। আমি পথিক; আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণিক। আপনার এ দশা কেন? আপনার নিবাস?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণিক। আপনি কি সংসারাশ্রম করেন না?

বিল্ব। না।

বণিক। আপনি আজ আমার আতিথ্যস্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণিক। আমার পরম সৌভাগ্য! আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণিক। আজ্ঞা করুন?

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন, আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসারতাড়িত।

বণিক। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—আপনি নারায়ণস্বরূপ; কৃপা ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন।

বিল্ব। আমার প্রয়োজন শোনেন নি।

বণিক। বলুন।

বিল্ব। নারী তব সুবেশা-সুন্দরী;—
বাপীকূলে হেরি' তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন।
পশু-মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পা'বে পুনঃ;
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি সৎকার—
কর অঙ্গীকার
একা মম সনে
দিবে আনি' পত্নীরে তোমার;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয় কর মতিমান্।

বণিক। (স্বগত) নারায়ণ!
এ কি আজ প্রতারণা!
দেহ বল,
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে
কি জানি—
কি ছলে, ছলে আজি কোন্ জন!
অতিথি-সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের,
তাহে কি বঞ্চিত হ'ব?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।
কেবা কার নারী?
ধর্ম্ম সার,—ধর্ম্ম রক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয় আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি—
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি,
পূরাইব বাসনা তোমার,
আজ রাত্রে পতি তুমি পত্নীর আমার।

বিল্ব। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল করেছে তোমারে আঁখি!
দেখ কত বাকি আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর।

(অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা)

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা; পাগলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি—তার যা ইচ্ছা হয়, কিছু থাক।

মঙ্গলা। আমি বাপু আর, পারি নি; সে পাগলা সাড়াও দেয় না—শব্দও দেয় না!

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রাত হ'ল, যা বাছা, যা—আর একবার যা। কর্ত্তা যদি শোনেন, অতিথ এতক্ষণ ব'সে আছে—খায় নি, তা হ'লে আর আমার মুখ দেখবেন না; তাঁর আসবারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হাঁা, মুখ দেখবেন না, আর আমরা বল্‌ব না যে, পোড়ারমুখো অতিথ দু'টী ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না হতচ্ছাড়া মিন্‌সে!—ভাল মানুষের মেয়ে নেয়ে এসে ছোলাটী পর্য্যন্ত দাঁতে কাটতে পেলে না। ও উন্মাদ পাগল; আমি বল্লুম, কলসী কতক জল মাথায় ঢেলে দিই;—একটু ধাত ঠাণ্ডা হ'লে খেতো দেতো এখন।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক। মঙ্গলা, যা, অতিথ ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এইখানে পাঠিয়ে দিস্।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগলা অতিথ কোথা গেল?

বণিক। মঙ্গলা, পাগল বলিস্ নি, তিনি মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁরে এইখানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান।

প্রিয়ে, আজি বেশভূষা হেরিয়ে তোমার
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে,
পরীক্ষার স্থল এ সংসার।
অতি যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা হয়;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান সতি, যবে বাঁধিনু বসতি
অঙ্গীকার করিলাম দুইজনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চলে;
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি—
হের, দীন হীন মলিন বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।

শুন, সুলোচনা
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি' পত্নী তার।
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সৎকার।

অহল্যা। এ কি নাথ, কহ বিপরীত?
রমণীর সতীত্ব ভূষণ!
নিজ করে দেছ, নাথ, সিন্দুর কপালে—
মুছাইতে কেন চাহ?
অধর্ম্মে না হয় প্রভু, ধর্ম্ম-উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি—অন্যে আকিঞ্চন;
সতীত্ব বিহনে, রমণীর রত্ন কিবা আছে আর!
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান স্বামী মন প্রাণ।
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনা অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে;
তুমি সর্ব্বদেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ, নাথ?

বণিক। জানি আমি—কায় মন প্রাণ
সকলই সঁপেছ মোরে,
কভু, সতি, চাহ নাই বিনিময়।
নাহি কর স্বার্থের বিচার,
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে সত্যভঙ্গ হবে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব।
মূঢ় আমি করি হে স্বীকার—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি;
স্বার্থপর!—
ধর্ম্ম উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান
পুনঃ কাহ, পরীক্ষার দিন;
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি' আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে;
আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা;
ধর্ম্ম মাত্র সাক্ষী তার।
আজি যদি ভাঙি অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার,
কিন্তু ধর্ম্ম-সাক্ষী এখনও সুন্দরি!
প্রিয়ে, গৃহবাসী তব প্রেম-আশে!—

আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব,
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার;
হের, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার?
স্বামী, প্রভু কি পরীক্ষা আর?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণিক। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান,—
শুভাশুভ বিচারের নহে।

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। ও গো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

বণিক। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ, তুমিই রক্ষা কর্‌বে; আমি অবলা।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক। এই আমার গৃহিণী, আপনার দাসী।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না, আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই দেখব।
(স্বগত) ভেবে দ্যাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন।
ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার,
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে!
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ;
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে।
সর্পে রজ্জুভ্রম,
হেন অন্ধ করেছে নয়ন,
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!
মন, হাসি পায়,
হ'ল তোর বৈরাগ্য-উদয়,
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি;
"কোথা কৃষ্ণ" বলি, হ'লি উত্তরোলি—
যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার,
শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার, চাহিলি নয়ন মেলি';
দ্যাখ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর!
মন, তুমি আঁখির গরব কর?
নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন;
দ্যাখ্ তোর আঁখির আচার!
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেইমত গলিত হইবে;
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ;—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার?
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার,
এ রতন বাঞ্চিত যে জন?
বুঝ মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন!
এর ছলে কত দিন র'াব ভুলে?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'টা কাঁটা খুলে দাও। (অহল্যার তদ্রূপ করণ) মা, তোমার স্বামীকে বল গে, আমি তোমার পাগল ছেলে। যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন কত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন?

[প্রস্থান।

বিল্ব। মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্যে সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন!

(চক্ষু বিদ্ধকরণ)

চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ।

থাক ও সাধক।

থাক। কোথায় গেল? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌চি।

সাধক। আমার বোধ হচ্ছে, পাগ্‌লামীর ঝোঁকে বেরিয়ে প'ড়েচে।

থাক। তা, এখন উপায় কি?

সাধক। বড় শক্ত সমিস্তে; হাকিম টের পেলে সব নে যাবে। কি করি?

থাক। নে যাবে না? ওই, অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয় একটা কর, আমি মেয়েমানুষ কি কিছু কত্তে পারি?

সাধক। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখিনি।

থাক। কি ক'রে সরাবে? ভারি ভারি সিন্দুক, দেলের সঙ্গে সব গাঁথা।

সাধক। তাই ত ভাব্‌চি।

থাক। (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে যেতে পাল্লি নি? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি?—কালের ধর্ম্ম!

সাধক। থাক, ধর্ম্ম কি আর আছে? দ্যাখ না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

থাক। নাও ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ; পোড়া সিন্দুক কুড়ল দে ভাঙ্গা গেল না? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না; আমি যে জোরে মাত্তে পারি, উনি পারেন না।

সাধক। আরে, বোঝ না, বড় শব্দ হয়—জোরে কি মার্‌বার যো আছে?

থাক। আমার বাপু, গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে একটা উপায় কত্তে পারে না!

সাধক। থাক, স্থির হও, আমি যা হয় একটা উপায় কচ্চি।

থাক। ময়না মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পার্‌লি নি! হাকিমের লোক এসে করুক, তার পর ঠাওরাবি!

সাধক। অকূল পাথার! ভাব্‌লুম এক, হ'ল আর এক!—দেল খুঁড়ে'ত সিন্দুক বার করি; যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্দুকে আঘাত)

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোলো।

থাক। ওই! কে ও?

নেপথ্যে। কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল। আরে, শোনে না, হাকিম খাড়া।

থাক। ও গো, কি হবে গো? ও গো, কি হবে গো?

নেপথ্যে। আরে দরজা ভাঙ্‌।

সাধক। থাক, আমি বল্‌ব, আমার মালেকান্ স্বত্ব; তুমি সাক্ষী হ'ও।

(দারগা ও চৌকীদারগণের প্রবেশ)

থাক। দোহাই কাজী সাহেবের! চোর—চোর—চোর—

দারগা। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙ্‌ছিল।

দারগা। হাম্‌লোক যব্ দরজা ভাঙলে, তব্ "চোর, চোর" কর্‌লে, হারামজাদি! হাম্ সব্ বুঝে। (সাধকের প্রতি) ওরে তোম্ কোন্ রে?

সাধক। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ কর্‌ব।—আমি চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র; আমার এতে মালেকান্ স্বত্ব আছে; আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দারগা। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ?

১ম চৌ। খোদাবন্দ্, নেই হ্যায়; রহ্‌নেসে তোড়েগা কাহে?

দারগা। তোম চুপ্। (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে?

সাধক। (স্বগত) ইস্! জেরায় জব্দ কল্লে!

দারগা। (১ম চৌকীদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও; উস্‌কো ঠাণ্ডা গারদ্‌মে—আউর ইস্‌কো পহেলা হামারা কোঠ্‌রি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদ্‌মে লে যাইও; হাম থানাতল্লাসী কর্‌কে যাতা হ্যায়।

১ম চৌ। যো হুকুম, খাবিন্দ্।

থাক। দোহাই দারোগা সাহেবের। ঐ মিন্‌সে চুরি কত্তে এয়েছিল। আমার নীচের ঘর, চিন্তামণি আমার মাসী হয়। দোহাই দারোগা সাহেব!

তোমায় ধন, মন, প্রাণ, সব সমর্পণ কল্লুম; আমায় বেঁধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চৌ। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যাওগে—তোমরা বদ্‌মাসিসে মারা যাওগে; হাকিমকা সামনে কবুল নেই দিয়া! চল্।

সাধক। আরে, চল।

[থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া লইয়া প্রথম চৌকীদারের প্রস্থান।

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়্‌নেকো ওয়াস্তে ক' আদমি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কেঁও?

২য় চৌ। নেহি খোদাবন্দ, জাতসিং আউর ধনি সিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেগা ভাই? নেই চলে ত কেয়া করে? কেঁও, দোপাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২য় চৌ। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দারোগা। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম্। হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে, চিজ বস্‌কুছ নেই থা; সিন্দুক তোড়্‌কে চোর লিয়া, চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২য় চৌ। হাঁ, আপ ত মুন্‌সি হ্যায়, ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাক্‌মে বৈঠ্‌তা; তোম্ উনলোক্‌কো বোলায় লাও।

(প্রথম চৌকীদারের প্রবেশ)

১ম চৌ। খোদাবন্দ, কয়েদি জহর থাকে গির্ গিয়া।

দারগ। জহর্? কাঁহা মিলা?

১ম চৌ। মরদ্‌কা পাশ্ থা।

দারগা। মরদ্‌ঠো গির্ গিয়া?

১ম চৌ। নেহি, খোদাবন্দ! দোনো কয়েদি গির্ গিয়া।

দারগা। বেকুব! দোনো ক্যায়সে গিরা?

১ম চৌ। পহেলা মরদ্‌ঠো খা'কে গির্ পড়া; হাম্ উস্‌কো সাম্‌হার্‌নে গিয়া, রেণ্ডী বি পিছু খা লিয়া। শ্বাস্ নেই চল্‌তা, দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দারোগা। চল্, চল্। দেখো, মানসিং বদ্‌বক্ত!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

(চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ)

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও, আমি আর চল্‌তে পারি না; এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স মা, ব'স। আমি ত বস্‌তে পার্‌ব না মা; সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি হ'লে আবার কি বল্‌বে? তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার,— এক কৃষ্ণ ষোল শ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়; তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট! তবে যাই মা? না, একটু বাস; তুই বল্‌ছিস্— একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্যি; আমি কার সঙ্গ নিয়েছি? এ যেই হোক্, বাহ্যিক একজন পাগল বৈ ত নয়। যদি সকল ত্যাগ কত্তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ কত্তে পার্‌ব না? কেন, বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্চে। আমি আর পাগ্‌লীকে আমার সঙ্গে থাক্‌তে অনুরোধ কর্‌ব না, যা হয় হবে। শুনেছি, কৃষ্ণ সকলেরই। দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে, পাগ্‌লীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে।

পাগ। দ্যাখ, পাখীটে একলা বেড়াচ্ছে, আর গান কচ্চে।

চিন্তা। মা গো, বুঝেছি সকলই,
কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে।
মা গো,
তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে মা, বাসনা!—
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়;
সাধু সদাশয়—
শত অপমান করেছি তাঁহার,
কিসে পা'ব কৃষ্ণের চরণ?
আমি তাঁর কাছে যাব,

পদধূলি লব,
ক্ষমা চা'ব কৃতাঞ্জলি হয়ে,
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণপদে মতি।
যুক্তি তব লব ;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম কখন করিব গান।
যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার—
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থেক না।
যাও, সতি, যথা তোরে ডাকে পতি।

পাগ। যাই মা, যাই ; আবার আস্‌ব। আমি, মা, পাগলদের ; তুইও পাগলী মা ;—তোর কাছে আমি আস্‌ব। তবে যাই মা, যাই ?

(গীত)

মাঝ-মিশ্র—পোস্তা।

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চ'লে যাবে মান ভরে॥

[প্রস্থান।

চিন্তা। কাঁদ, আঁখি—
কভু কাঁদি নি পরের তরে ;
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে !
কাঁদ প্রাণ ভ'রে ;
তোর জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা ;
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল আঁখি প্লাবনের ধার ;
নহে, মলা নাহি হবে দূর।
উঠ বারি, প্রস্তর ফাটিয়ে ;
ঢাল—ঢাল, এ শ্মশান প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থচিন্তা সতত প্রবল !
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ করেছ কি লাভ ?
তবে
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে ?
কেন মোরে করেছ পাষাণ ?
ভগবান্ পতিতপাবন, রক্ষা কর দয়াময় !
মরি প্রভু মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটী ব'সে কাঁদ্‌চ কেন ? বাড়ী ফিরে যাবে ?

চিন্তা। তুমি কে ?

ভিক্ষুক। আমি সেই যে—যাকে পাগলী চাবি দিলে? যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখ্‌চ কি ? তোমার ঠেঙে ত কিছুই নেই যে, কেড়ে নোব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষুক। তবে কোথায় যাবে ?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষুক। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্চি কেন, শোন ;—আমি মনে করেছি, বৃন্দাবন যাব ; যদি যেতে, একসঙ্গে দু'জনে যেতুম ; তোমার স্কন্ধে দিনকতক খোরাকীটে হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমি ত জান, আমার কিছু নেই, আমি ভিক্ষা ক'রে খাব।

ভিক্ষুক। তোমার ঠেঙ্গে নেইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু, তুমি কি মনে করেছ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব ? তা নয় ; অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না যে, কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দ্যাখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি ?

ভিক্ষুক। দাঁড়িয়ে দেখলুম, আর দেখি নি ? তবে দাঁড়াও পুঁটলী খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গহনা কা'র ?

চিন্তা। কা'র গয়না ?

ভিক্ষুক। দ্যাখ, ভাল ক'রে দেখ ; চিন্‌তে পেরেছ ? তোমারই ; পাগলীকে যা দিয়েছিলে।

চিন্তা। তুমি কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। আমি চুরি কর্‌বার ফিকিরে ছিলুম ; তা, তত কষ্ট হ'ল না ; পাগলী দিয়ে দিলে।

চিন্তা। তবে ও তোমার, আমার কেন বল্‌চ?

ভিক্ষুক। ও গো, গয়না শুদ্ধ ধরা পড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলীর ঠেঙ্গে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঙ্গে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল; পাগলী দিয়েছে ব'লে যদি আমার হয়—তোমায় দিলুম, এবারে ত তোমার হ'ল?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না, আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ, এ কি পাগল না কি?

ভিক্ষুক। তুমি মনে কচ্চ, আমি খুব বোকা—আর, তুমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ', আমার কিছু হাতটানটা আছে; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব; কিন্তু চুরি টুরী না কত্তে পাল্লে রাত্রে নিদ্রা হয় না, ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই করি কি জান? একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর"! তক্কেতক্কে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে। দুপুর রাত্রে যখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি অম্নি পোঁটলা নিয়ে সর্‌লুম, দৌড়—দৌড়, যেন চৌকীদার আস্‌চে, তার পর, একটা ঝোপে গিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই। তোমার ঠেঙ্গে গয়না দিলে আমি চুরি কর্‌বো; আর, গয়না বেচে খাব, আর, সব গয়না ফুরিয়ে গেলে ইট বেঁধে পোঁটলাটা নিয়ে নাড়া চাড়া করব। আর তোমার সুবিধার কথা বলি, একেবারে অতটা সইবে না; কখন ত ক্লেশ কর নি. একবারে অতটা সইবে কেন? যখন পাগলীর মতন স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'র।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব-সংস্কার!

এ বিকার কত দিনে হবে দূর?
বসি' তরুতলে,
মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—
যথা দেহপণে কিনিয়াছি ধন;
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শত্রু যাহে গরল মিশায়;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা
ভাবি তাই,
কতদিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাবচিস্ কি? মা বেটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয়।

চিন্তা। কোথা যাবে?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক— (গীত)

ভৈরবী—যৎ।

ছাড়ি যদি দাগাবাজী,
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;
আমি কি পার্‌ব, বাবা?
দেখি বেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত,
এমন লোক দেখ্‌লে হত,
দাগাবাজীর উপর বাজী
খেলা বড় বিষম ভারি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বণিকের বাটী।

বণিক ও অহল্যা।

বণিক। হাস্‌চ যে?

অহল্যা। এই তোমার একগাছ চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হাস্‌চ যে?

বণিক। ভাবচি বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্চি দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে; তোমার আর বে হবে না।

বণিক। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি করব বল দেখি? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক। কোথায় বল দেখি?

অহল্যা। আমি কি জানি, তুমি বল না?

বণিক। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন?

বণিক। বলি, বুঝেচ কি? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না।

বণিক। শোন!

কহে শুভ্র কেশ শিরে,
এই ত রে শমন ধরিল আসি;
কহে কেশ—'আর নহে বালক এখন;
যেতে হবে—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,'
এ সকল কিছু নহে সাথী।'
দিন গেল,কৌতুকে কাটিল;
হরিনাম হ'ল না এ দেহে।
ধূলা মাখি' খেলিনু প্রথমে;
যৌবনে যুবতী কাঞ্চন সনে।
কহে শুভ্র কেশ,
"এবে তোর সে খেলা ফুরা'ল
কিবা খেলা খেলিবি নূতন?
খেলা তোর ফুরা'বে ত্বরিত;
একা এলি একা যেতে হবে।"

অহল্যা। প্রাণনাথ,

সে ভাবনা নাহিক আমার;
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে;
প্রাণ—বাঁধা আছে—
যাব পাছে পাছে;
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব।
স্বামী—তাঁর আমি;
স্বামী-পায় বিকাইত কায়।

বণিক। চল বৃন্দাবনে যাই।

অহল্যা। চল।

বণিক। তবে গুছিয়ে নাও।

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবন যাবে?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা, দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলটী! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কাদের ছেলে বাবা?

রাখাল। দেখ্‌তে পাচ্চ না, আমি রাখালদের?

বণিক। তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

রাখাল। আমি অমন আসি।

অহল্যা। তুমি কেন এসেচ?

রাখাল। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা কত্তে, বৃন্দাবন যাবে?

বণিক। কেন, তুমি বৃন্দাবন যাব—জিজ্ঞাসা কচ্চ যে?

রাখাল। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

বণিক। কেন জিজ্ঞাসা কর?

রাখাল। আমার দরকার আছে, বল না?

অহল্যা। যাব; তুমি যাবে?

রাখাল। হু।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা, ছেলেটীকে যেন বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। (রাখাল-বালকের প্রতি) তোমার মা কিছু বল্‌বে না?

রাখাল। আমার মা নেই;—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক?

রাখাল। ওই গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গোরু চরাতে পার?

রাখাল। হুঁ।

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই?

রাখাল। (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা; (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কই, "মা" বল দেখি?

রাখাল। মা, মা, মা!

বণিক। ছেলেটী অনাথ।

রাখাল। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণিক। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখাল। হো, হো, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে!

বণিক। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন?

রাখাল। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি।

বণিক। তোমার আবার মুস্কিল কি?

রাখাল। ও গো, তার জন্যে গরু চরাতে পাই নি, তার জন্যে খেলতে পাই নি, তার জন্যে যার বৃন্দাবনে যেতে পাই নি। এই, তোমরা তা'কে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।

বণিক। কেন?

রাখাল। দেখ, সে দেখ্‌তে পায় না; সে "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে! সঙ্গে যাই;—কোথা কাঁটাবনে

পড়্‌বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না; কে দেবে বল? কাণা মানুষ;—আর, সে যার খেতেই চায় না; আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ও গো, সে যেখানে বন-বাদাড় পায়, সেইখানেই যায়।

বণিক। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ওই করে আর কি! কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর।

বণিক। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখালবালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন টিপ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক্—বৃন্দাবনে যাক্; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কচ্চে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক। কেমন ক'রে জান্‌লে?

রাখাল। বৃন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখাল। হ্যাঁ, পায় না বৈ কি! তুমি ত বড্ড জান।

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কচ্চি? আমি ঐ "কাণা কাণা" কচ্ছি, কাণাকে পাব,—যে যা চায়।

বণিক। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হচ্চে। বৃন্দাবনে কি যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখাল। তা দেখ্‌বে চল না। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌকা করবে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্চি। ওই যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না—সে সেইখানে আছে। আমি আর থাক্‌ব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! ছেলেটী মা বল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বণিক। আহা, ছেলেটী যেন ব্রজের গোপাল। গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল! ভাব্‌চি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি করেছিলুম, এখানে থাক্‌বার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন—আমি এত খুঁজলুম, একদিনও দর্শন পেলুম না। আহা, রাখালবালকটী কে,—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর তাঁর সেবা কত্তে যায়?

অহল্যা। দেখেচ? আমি না বিইয়ে কানায়ের মা! যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" বল্‌ত, তেমনি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম।

বণিক। ভাবচি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয়, ও গোপাল, ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুল্‌বেন।

বণিক। চল' তবে আমরা সত্বর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট)

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথা তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্যামী—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও, দীননাথ, তুমি কোথায়? কোথায় তুমি,—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! (মূর্চ্ছা)

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

বিল্ব। (চৈতন্য পাইয়া)

কই কৃষ্ণ?
কই শুনি বাঁশরী নিনাদ?
কই কালাচাঁদ!
সাধে বাদ কে সাধে এমন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।

হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা,
সে ত কই আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে, ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি জেনেছি মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি, কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী এস—এস বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখিপাখা!
দেখ একা আমি,
এস এস হে অনাথনাথ!

রাখাল। কেন ভাই? একলা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডাক্‌তে পারি না! তুমি কেন ভাই, আমার জন্য অমন কর? যাও ভাই, ঘরে যাও।

তোর পায়ে ধরি,
একে জ্বলে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না;
কত জ্বালা জান কি রাখাল?
জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হ'ব, কেনা রব তোর।
যাও তুমি—যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল?
ত্যজি সংসার আশ্রয়,
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর,
সে রাখে, রহিব, সে মারে, মরিব!
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন!
কেন হে রাখাল,—এস তুমি গহনকাননে,
হেন অভাজন-সহবাসে?
হে রাখাল, জান যদি বল—হৃদয়ের আলো
কোথা বনমালী কালো।
দাও—এনে দাও—
প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

রাখাল। আমায় যেতে বল্‌চ ভাই? তুমি যে খাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি বল্‌ছি খাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুন্‌লে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে!

রাখাল। তুমি খাবে? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে? ব্রহ্ম-দত্তির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না ভাই।

বিল্ব। রাখাল, তুমি যাও ভাই!

একে অন্য মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না;
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন,—কবে তবে কৃষ্ণ পাব?

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-নাদ শ্রবণ)

ওই শঙ্খঘণ্টানাদে—সায়ং-সন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল?
এস—এস, কোথা গুণনিধি,—
মরি যদি দেখা ত হবে না।
দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়!
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি।
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
এস' বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপ্‌টী কোরে বোসে শুনি।

বিল্ব। না ভাই, তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থাক্‌বে?

রাখাল। তুই যে ভাই, বনে থাক্‌বি; "একলা আমি, একলা আমি" ব'লে চেঁচাবি। আমার ভাই, বড় কান্না পায়।

বিল্ব। না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না, আবার কেন মোহ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন কর্‌বে ভাই।

বিল্ব। রাখাল, তুই কে? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব? তুই যে দেখ্‌চি আমায় মত্তেও দিবি নি!

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না ভাই! চল্ চল্, বৃন্দাবনে চল্; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি চল।

কথা আমার মিথ্যা নয়,
দ্যাখ্ না কেন—নয় কি হয়!

বিল্ব। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব আমি প্রেমহীন!

প্রেমধামে যথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী;
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে;
বনহারে সাজায় রাখাল—শ্রীগোপাল
চল—চল দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ডাকি উভরায়
প্রেমধারে ভেসে যায় কায়;
প্রেমের পুলক কম্প ঘন ঘন;
উন্মাদ নর্ত্তন,
কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে প্রাণকৃষ্ণ মোর।

(গমনোদ্যত)

রাখাল। ও দিকে যাচ্ছিস্ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিল্ব। এই কি সে মধু বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই,
কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

রাখাল। আয়, দেখ্‌বি আয়।

(গীত)

পাহাড়ী—কার্‌ফা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরা'ব।
খেল্‌ব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইতে আসি,—
আমার মনের মতন খেলার জুটী কতজন পাব॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।

চিন্তামণি আসীনা।

চিন্তা। মন, আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই পর্‌তিস্; এখন বল্, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা কর্‌বেন। দেহ, তোমায় স্বর্ণ-অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী-প্রাণের পরিচয় দিয়েছ! বিভূতিই তোমার ভূষণ, নইলে সাধুত্তম তোমায় কৃপা কর্‌বেন না; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই। (অঙ্গে বিভূতি লেপন)
পরেছি ভূষণ; এবে কেশের বিন্যাস।—
কেশ, তুমি অতি প্রতারক;
কহিতে সতত, তুমি বন্ধু মম,
অন্যে মজাইতে চাহিতে সতত;
তোর ছলে ভুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছ মোরে;
আজি তব নূতন বিন্যাস,—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলা'তে নারিবি আর।
তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব;—
আরে, আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিতপাবন!

(চুল কাটিতে উদ্যত)

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি, ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন ভাই? চুল কি কাট্‌তে আছে? ছি ছি, চুল কে'ট না।

চিন্তা। আহা, আহা, ছেলেটী কে গা! মরি, মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল!

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর? উঁ উঁ? ছি ভাই, কথা কইলে না? আমি তবে চল্লুম।

চিন্তা। আহা, তুই কে রে?

রাখাল। ছি ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না; তুমি বল্‌বে, "তুমি কে, ভাই?" আমি বল্‌ব, "কেন ভাই, তোমায় বল্‌ব কেন ভাই?"

চিন্তা। কেন ভাই বল্‌বে না ভাই? আহা, আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল! এখন যে ভাই, তুমি কথা কচ্চ না ভাই?

রাখাল। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ভাই।

চিন্তা। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তবে তুমি বল ভাই, কৃষ্ণকে ভালবাস কি আমায় ভালবাস?

চিন্তা। আহা, আমি অভাগিনী প্রেমহীনা—আমি কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবাস্‌ব?

রাখাল। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও কি আমাকে চাও ভাই? বুঝেছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও ভাই; আমি চল্‌লুম ভাই।

চিন্তা। যাও কেন ভাই? শোন না।

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেছ—ঠিক কথা বল, কৃষ্ণকে চাও কি আমাকে চাও?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। আহা, আহা, কি সুন্দর রাখালের ছেলেটী রে—যেন ব্রজের বালক!

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর! ভাব বল্লে, তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে? আমায় দাও।

(পুঁট্‌লী কাড়িয়া লওন)

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন?

ভিক্ষুক। সত্যি, দ্যাখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি। (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে? হাত পা মন ত আমার।

রাখাল। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম; আর গেরো দোব না।

(দূরে পুঁট্‌লী নিক্ষেপ)

চিন্তা। কেন ভাই, তুমি যে আর একজনের সঙ্গে ভাব কচ্চ?

রাখাল। কেন ভাব করব না, ভাই?

চিন্তা। তবে যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখাল। যাব? তবে যাই; আর খুব না ডাক্‌লে আস্‌ব না। (প্রস্থানোদ্যত)

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখাল। না, আর দাঁড়াব না।

[প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা! যাক্, খিদে-টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষুক। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম। দেখ, সেই পাগলীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা কর্‌বেন, মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হচ্চে। আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মা আমার কা'র সঙ্গে কথা কচ্চে? ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে?

ভিক্ষুক। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে; ও বেটী কি রকমে ফির্‌চে।

(পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ)

পাগ। বাবা, চল যাই; আর কেন বাবা? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা, আর ত কাজ বাকী নেই, চল, যে কাজে এসেছি, সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থাক্‌তে পারি নি; বাবা, আমার মন কেমন করে; বাবা, দেখ দেখি, কত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি! আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা? আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে!

চিন্তা। মা, করুণাময়ী মা, সত্যি তুই আমার মা! দয়াময়ী আমায় ত ভোল নি।

পাগ। ও মা, আমি নই মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর; বাবা তোরে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি, তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি—আশীর্ব্বাদ

কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহা-পাতকী,—রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া কর্‌বেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া কর্‌বেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম?

প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে;
তাহে, অনুতাপ—প্রবল অনল—
দিবানিশি দহে!
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব?
পিতা, কৃপা ক'রে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি কি উপায় কর্‌ব? বৃন্দা-বনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন; তাঁর শরণাগত হও; তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু, যখন তুমি বল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহা পাতকী; আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু; সাধু কারও অপরাধ ল'ন না।

চিন্তা। দেখ বাবা, আমার অদৃষ্টদোষে গুরু-বাক্য যেন বিফল হয় না। বাবা, ব'লে দিন, তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দাবন আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান কচ্চি, কোথায়ও তাঁর দর্শন পাই নি।

পাগ। তুই দেখা পাস্‌নি? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন মা, আমার মেয়ে; তোর স্বামীর কাছে রেখে আস্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি,—আর তো মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না; তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আস্‌ব। ও মা, লজ্জা করে মা লজ্জা করে।

ভিক্ষুক। মা, তোর বেটাকে যে ভুলে গেলি?

পাগ। ভুল্‌ব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না?

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম;—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দে থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখনচোরকে চুরি কর্‌বে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি, চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে থাক; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ বেটীতে হাত ধরাধরি ক'রে চলে যাব। আর কি করতে থাক্‌ব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

[চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান।

(শিষ্যগণের গীত)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খাম্‌শা।

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা;
জয় গোবর্দ্ধন—চেতন শিলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু;
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা খেলা মেলা;
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারারণ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

বিল্বমঙ্গল আসীন।

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ কল্লে; আমি কোন মতেই তারে ভুল্‌তে পাচ্চি নি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণ-দর্শন কর্‌বি কি ক'রে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির কত্তে না পারি ত আত্মহত্যা করব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধি-পত্য রাখাল কিরূপে কল্লে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা কচ্চ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি

মুহূর্ত্তেই বোধ হচ্ছে, সে এলো। আমি কি করব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি; মন আমার যে তার জন্যেই লালায়িত। শুনেছি, একুশ দিন অনাহারে থাকলে প্রাণবিয়োগ হয়; আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি, প্রাণ যায় যাবে। না, সে রাখাল ছোঁড়া আমায় মরতে দেবে না; সে বারণ কল্লে আমি মরতে পারব না। আমি এই ধ্যানে বসলুম। আর উঠ্‌ব না; সে এলে মরব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!—দেখ, এ কি হল? কৃষ্ণ ব'লে ডাকতে রাখাল বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি—আর একবার দেখব। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে; এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হ'তেও সাধ হয় না—তার কথা শুনতে পাব না! চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হচ্ছে; রাখাল বালকটী কেমন, একবার দেখ্‌তে পেলুম না! দেখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাবছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল—রাখাল!

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ? আমি দুধ হাতে ক'রে সাতদিন বেড়াচ্চি; তুমি মারতে এসো ব'লে ভয়ে আসতে পারিনি।

বিল্ব। রাখাল! তুমি আমায় খোঁজ কেন?

রাখাল। তুই যে ভাই অনাথ; আমি যে ভাই অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস?

রাখাল। এই দ্যাখ্‌ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ! (প্রকাশ্যে) রাখাল, রাখাল! আয় রে প্রাণের রাখাল—আয়।

রাখাল। না ভাই, যাব না ভাই; তুই যে ধর্‌বি ভাই।

বিল্ব। কৈ, আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাইনি।

রাখাল। আয়, রোদে ব'সে আছিস্, ছায়ায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি ত দেখ্‌তে পাই নি।

রাখাল। আয়।

(বিল্বমঙ্গলকর্ত্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ)

বিল্ব। আর ত ছাড়ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি।

রাখাল। আমার কচি হাত, ছাড় ছাড়, লাগে।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন)

এই—এই ত ছেড়ে দিয়েছিস্। (পলায়ন)

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে,—
সেই প্রেমে—হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি!
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্ কথা?
ধরিব তোমায়;
দেখি—পারি কিবা হারি হরি!

রাখাল। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু,—কৈ, ধর দেখি?

(বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন)

রাখাল। দ্যাখ্ দেখি, কেমন সেজেছি! চা, তোর চোখ হয়েচে।

বিল্ব। আহা—আহা, মরি মরি! নয়ন দ্যাখ্—তোর কত দেখ্‌বার সাধ!

নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন, হৃদয়-রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর গুঞ্জন,
মুরলী মোহন তান।
কুসুম ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী-প্রাণ॥
শ্রীপদ-পঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দীন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব রব
প্রেম-মাধুরী-লীন॥

রাখাল। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌চে, আমি লুকুই। তোর কাছে কেঁদে আস্‌চে, ভাই, তুই থাক। আমি এইখানে আছি; ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেল্‌ব।

বিল্ব। না দয়াময়, আমার আর কারুকে প্রয়োজন নেই।

রাখাল। না ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে ভাই, আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্যে কাঁদ্‌বে?

রাখাল। তুই কেন ভাই, দ্যাখ্ না। তুই এখানে ব'স; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দ্যাখ্, ওরা আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

(নিমীলিত-নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান, বণিক্ ও অহল্যার প্রবেশ)

বণিক্। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে? সে বলেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমায় "মা" বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাইনি।

নেপথ্যে। মা!

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ঐখানে ব'স।

অহল্যা। আহা! রাখাল বল্‌চে, এইখানে বস্‌তে।

নেপথ্যে। হাঁ, ব'স, কৃষ্ণ এলেই তোমায় বল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা, কি রূপ দেখ্‌লুম! রাখালরাজ! রাখালরাজ!

(চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

পাগ। তুই যা মা; আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। বাবা, ব'স— চুপ ক'রে ব'স। এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষুক। আর কেন, মা?

পাগ। নিবি নি? তা না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পাস ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা আচ্ছা মা।

(সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণ মাত্র। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ। বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণ-দর্শন কর্‌ব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাঁকে লম্পট বলেছি, যাঁকে বেশ্যা বলেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম। আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)

চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী—
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়;
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি;
আজি হ'ও না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর গুণধাম,
হের প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারীবধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে;
আকিঞ্চন—
করিব হে কৃষ্ণ-দরশন
তব কৃপা-বলে, প্রভু!

বিল্ব। আহা, আহা! কৃষ্ণনাম আমায় কে শুনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) এ কি! গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্ব-মোহিনী? আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম করণ)

চিন্তা। প্রভু, অকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা করো না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার!—আমায় বলেছিলে, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার, তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও;—না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাক্‌বে—আমায় এক-বার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিত-পাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না না, হৃদয় আমার শূন্য, জান ত— হৃদয় আমার পাষাণ! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও! ভক্তবৎসল, না দেখা দিলে তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হা! আমি চিনেও চিনি নি। প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূন্য, তুমি জান ত,—নিজ গুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। মা, দেখ।

[পট-পরিবর্ত্তন]

দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি।

সকলে। জয় রাধে! জয় রাধাবল্লভ!

বণিক। আহা!

অহল্যা। বাবা, চাঁদমুখে আর একবার মা বল।

চিন্তা। দ্যাখ্ রে, প্রাণ ভরে ছাখ্।

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন।

ভিক্ষুক। মাখনচোর, তোমায় চুরি কত্তে পারি, তা হলেই আমার চুরিবিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা, আমার কান্না পাচ্ছে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল বাবা, যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকী, দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনী-বল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলে।— (গীত)

বাগেশ্রী (মিশ্র)—ধামার।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখ রে নয়ন!
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,
রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয় ত এ অনুভবে,
দেখবে যখন—নীরব রবে;
এমন সাধের রতন সাধ করিস্ নি,
না জান রে তুই কেমন!
(দ্যাখ্) তেম্নি করে মোহন বাঁশরী,
তেম্নি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী;
তেম্নি গোপী, তেম্নি খেলা,
শুনেছিলি রে যেমন॥

যবনিকা-পতন।

শান্তি।

(বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)

(১৩০৯ সাল, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র।

পুরুষগণ

বৃটিশ-রাজমন্ত্রী।

লর্ড কিচ্‌নার ... ... বৃটিশ সেনাপতি।
ডিলেরী ... ... বুয়র-নায়ক।
ডিউয়েট ... ... ঐ

দূত, বুয়রগণ ও কাফ্‌রিগণ।

স্ত্রীগণ

বুয়র-রাজলক্ষ্মী।

শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবী; বুয়র-রমণীগণ ও কাফ্‌রি-রমণীগণ।

প্রথম দৃশ্য।

আফ্রিকা-প্রান্তর।

চিন্তামগ্না বুয়র-রাজলক্ষ্মী আসীনা ও বুয়র-রমণীগণ।

বুয়র-রমণীগণ— (গীত)

মাগো ঘুমায়োনা আর।
ওই শোন উঠে হাহাকার॥
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্য ঘর,
না শোভে প্রান্তরে শস্য-শীর্ষ-হার।
দিক্ ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ,
বজ্রনাদে ঘোর কামান ঝঙ্কার॥
বিহীন অশন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শবাকার।
ঘোর রণনাদে মিলে আর্ত্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান্ অরি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অশ্রুধার॥

বুয়র-রমণী। মা গো, পূর্ব্ব-পুরুষদের আবাস-স্থান ত্যাগ ক'রে, শ্বাপদসঙ্কুল-বনপ্রদেশে দীনবেশে, স্বামী-পুত্র সঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম। মনে মনে আশা ছিল, হেথায় আর বিবাদ-বিসংবাদ থাক্‌বে না, মৃগয়ায়, কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে; কিন্তু মা, এখন সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। শোন মা, রাজ্যময় হাহাকার শব্দ শোন, মুহুর্মুহুঃ তোপ-ধ্বনি শোন। আর্ত্তনাদ, রণ-কোলাহল অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, উর্ব্বরা-ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত, বনরাজী নগর আক্রমণ করচে! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, সদাই সশঙ্কিত। কিরাতের মত তোমার আশ্রিত বুয়রেরা দিবানিশি মহা আতঙ্কে ভ্রমণ করচে। বলবান্ বিপক্ষ, কখন্ আক্রমণ করে, কখন্ আবদ্ধ করে, কখন্ প্রাণ সংহার করে, সদাই এই চিন্তা! পতি-পুত্রহীনা রমণীর রোদন-রোল কাননে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত,— মা রাজলক্ষ্মী, সদয়া হও, ঘোর সঙ্কটে নিষ্কৃতি দাও!

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। বৎসে, আমি কি উপায় কর্ব্বো? এ নিভৃত প্রদেশে সমরানল কে প্রজ্বলিত করলে? দাম্ভিক ক্রিগার আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টায় বৃটিশ-সিংহকে কোপাবিষ্ট ক'রেছে মন্দমতি বোঝে নাই যে, 'মোজুবা'র যুদ্ধে যদিও ইংরাজ পরাজিত হয়েছিল, যদিচ ইংরাজ বদান্যতাবশতঃ সে সময় সন্ধিস্থাপন ক'রেছিল, হীনবুদ্ধি ক্রিগার বোঝে নাই যে, ইংরাজ দয়াগুণে যা'তে নূতন বুয়র-জাতির বাল্যাবস্থায় উচ্ছেদ না হয়, সেই জন্যে যুদ্ধে ক্ষমা দেয়,দুর্ব্বলতাবশতঃ নয়—বীরত্বসূচক ঔদার্য্য-গুণে। সেই ক্রিগারের কথায় ও ইংরাজরাজশ্রী-দ্বেষী অপরজাতীয় হীন-ব্যক্তির উত্তেজনায় তোমাদের স্বামী পুত্র উৎসাহিত হ'য়ে বিপুল এংলো স্তাক্‌সন্ জাতিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে। এ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভব! এখনও যদি সমূলে উচ্ছেদ হ'তে না চাও, ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দয়াশীল সপ্তম এডওয়ার্ড অচিরে রাজ্যাভিষিক্ত হবেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কৃপায় দগ্ধ বুয়র দেশে শান্তি স্থাপিত হবে। এ সুযোগ উপেক্ষা করলে আর উপায় নাই। তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা বীর্য্যবান্ বটে, কিন্তু কেবল বীর্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। অর্থ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, আহার নাই, প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজের সহিত কিরূপে আর যুদ্ধ কর্ব্বে? যুদ্ধে ক্ষমা দাও, অর্দ্ধ পৃথিবী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত কর্ব্বে,—তোমরাও স্বীকৃত হও, সকলই থাক্‌বে; পুনরায় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হবে, পুনরায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হবে, পুনরায় নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে, নিজ নিজ আবাসে, ইংরাজের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পার্‌বে। আর বিলম্ব করো না, কদাচ এ সুযোগ উপেক্ষা করো না।

বুয়র-রমণী। মা, কি উপায় কর্ব্বো?

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট প্রার্থনা কর,—রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। এসো, আমরা সকলে শান্তিদেবীর উপাসনা করি, অবশ্যই তিনি প্রসন্না হবেন।

(গীত)

করুণানয়না কর কৃপাদান,
রণ-হুতাশন কর মা নির্ব্বাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ,
উর গো জননি সমাজবর্দ্ধিনী।
বিকাশ মা আসি তব চারু হাসি,
দেখাও মানবে শান্ত রূপরাশি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি যাক্ ভাসি,
পুন ফলে-ফুলে হাসাও মেদিনী॥
শোকার্ত্ত এ ভূমি কর আমোদিনী,
স্তব্ধ হোক্ রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকাশ্রেণী প'রি রাজধানী,
হোক্ পুনঃ মা গো জনসোহাগিনী॥
অসি রাখি কোষে পানপাত্র ধরি,
ভ্রাতৃভাবে যেন সম্ভাষে মা অরি,
উর শুভঙ্করি উর ত্বরাত্বরি,
সঙ্কটে স্মরি মা সঙ্কটবারিণী॥

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ওই দেখ শান্তিদেবী গগনে আবির্ভূতা, ঐ দেখ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে আশ্বাস প্রদান কচ্চেন! দেখ, দেখ—তিনি উত্তরাভিমুখে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট গমন ক'চ্চেন! ভয় নাই, ভয় নাই! যাও, সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গল গান কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বুয়র-শিবির-সম্মুখ।

(ডিলেরি ও ডিউয়েট)

ডিলেরি। বীরবর, কি ভাব্‌চো?

ডিউয়েট। ভাব্‌চি, মাতৃভূমি শত্রু-করগত হ'বার পূর্ব্বে কিরূপে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো? পুনঃ পুনঃ দুর্গম রণসন্ধিমধ্যে প্রবেশ ক'রেছি, যথায় তোপের গর্জ্জন, যথায় গুলিবর্ষণ, পরমোৎসাহে সেখানে ধাবিত হয়েছি, কিন্তু হায়, চতুর্দ্দিকে মাতৃ-ভূমি-বৎসল বীর পুরুষেরা বক্ষের শোণিত প্রদান কর্‌চে দেখ্‌চি,—আমার কেশাগ্রও বিপক্ষ-অস্ত্র স্পর্শ করে নাই, যেন কোন কুহকবলে আমার জীবন রক্ষা হয়! হায় হায়—জন্মভূমির এ দুর্দ্দশা কতদিন দেখ্‌বো?

ডিলেরি। ভাই, আমিও ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেম, রাত্রিশেষে কোন অদ্ভুত দর্শন হ'য়েছে। শুনলেম, সহসা নারীকণ্ঠে কে আমায় আহ্বান ক'রলেন, অপূর্ব্বা রমণী,—প্রশান্ত বদনমণ্ডল—স্নেহবাক্যে আমায় সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন,—

"বৎস, আর কেন? দিন দিন বীরপুত্রের বিনাশ আমি কত দেখ্‌বো, হাহাকারধ্বনি আর কত শুন্‌বো?" আমি করযোড়ে বল্লেম,—"মা, দাস কি উপায় কর্ব্বে?" মধুরভাষিণী উত্তর কর্‌লেন, 'বৎস, উপায় আছে। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছ, অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় জগতে প্রদান ক'রেছ। তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা, ইংরাজ শতমুখে ক'র্‌চে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যেরূপ শত্রুতা করেছ, সেরূপ দৃঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হও। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদেশ তাদের সহিত একত্রে ভোগ কর,—যেরূপ শত্রু ছিলে, সেইরূপ বন্ধু হও,—নির্ব্বিঘ্নে পুরুষানুক্রমে মণিপ্রভৃতি বিশাল রাজ্যের অধিকারী হও।" আমি করযোড়ে বল্‌লেম, 'মা, এ কি সত্য? চিরশত্রু ইংরাজ কি বন্ধু হবে?"

ডিউ। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকেও দেবীমূর্ত্তি ঐরূপ আদেশ করেছেন। আমায় বলেছেন যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাবান্, তোমরা তাঁর প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট সন্ধি প্রার্থনা কর, সম্মানের সহিত সন্ধিস্থাপনা হবে। আমি স্বপ্নজ্ঞানে সে কথা উপেক্ষা ক'রেছি।

ডিলেরি। এস না কেন, আমরা সেই আদেশমত সন্ধির প্রস্তাব করি।

ডিউ। কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন? অধীনতা স্বীকার কর্ব্বো?

ডিলেরি। এরূপ প্রস্তাব করা কি আমা দ্বারা সম্ভব বোধ করেন?

ডিউ। তা তো নয়—তা তো নয়।

ডিলেরি। সন্ধির প্রস্তাব করা যাক্, ইংরাজ কি উত্তর দেন, তা শোনা যাক্। নচেৎ তো জীবন-বিসর্জ্জনে আমরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা কৃতসঙ্কল্প।

ডিউ। উত্তম।

ডিলেরি। আসুন, উপযুক্ত পাত্র প্রেরণ করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাফ্রি নরনারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

পুরুষগণ— পিয়ো স্ হুঁপি পিয়ো ভোরপুর।
স্ত্রীগণ— টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ নেশামে হো যাও চুর॥
পুরুষগণ— তোড়ো ওরম্বুজ তাজা তাজা,
স্ত্রীগণ— আধা মুখে দি যে, আধা তুনে খা যা,
পুরুষগণ—কোল্ড চিকিন, লেও দাঁতেসে ছিন,
স্ত্রীগণ— ইট ইউ "হ্যাম" "পসম" ইট জ্যাম,
উভয়দল—পিস্ পিস্ পিস্ ওয়ার ড্যাম্ ড্যাম্‌ড্যাম্,
হুর্‌রা হুর্‌রা কর ব্লাকি মুর॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লণ্ডন মহাসভা।
বৃটিশ রাজমন্ত্রী।

রাজমন্ত্রী। লোকে কি নিমিত্ত উচ্চপদের প্রার্থনা করে? কি কাজ কর্‌লেম? স্বদেশবাসীর শোণিতে দূর আফ্রিকা রাজ্য প্লাবিত,—গৃহে গৃহে শোকোচ্ছ্বাস, কষ্টার্জ্জিত প্রজার অর্থব্যয়, নরহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ন, স্বধর্ম্মী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুয়র, দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত! এই কি আমার মন্ত্রীত্বের পরিচয়! ইতিহাসের পত্র কি এই বর্ণনায় কলঙ্কিত হবে? ক্রিগারের দুরাকাঙ্ক্ষাচালিত বুয়র তো সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না, এরূপ বীর-জাতিকে উচ্ছন্ন কর্ব্বো—এই কি যুদ্ধের পরিণাম! বীর, বীরের সমাদর করে,—দেখ্‌চি আমার দুর্ভাগ্যে সমস্ত বিপরীত ফল!—মহারাজ অচিরে অভিষিক্ত হবেন; কিন্তু রাজা-রাণী উভয়ে ম্রিয়মাণ; তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা—সন্ধি, কিরূপে সন্ধি হয়? যদি হীনতা স্বীকার করি, ইংরাজ-বিদ্বেষী জাতিরা উপহাস কর্ব্বে, কিরূপে সম্মানরক্ষা আর সন্ধিস্থাপনা হয়?

(শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবীর প্রবেশ)

সকলে— (গীত)

তুমি উচ্চমতি, তব উচ্চজাতি
উচ্চাশ্রয়ে মোরা করি সবে বাস।
এ কি বিড়ম্বনা, বিষম কামনা
শুনি রণনাদ টুটে মন আশ॥

বাণিজ্য—ক'রেছ তোমরা বাণিজ্য স্থাপন,
শিল্প— তবাশ্রয়ে সুখে বঞ্চে শিল্পিগণ,
শান্তি— তব রাজ্য যথা শান্তি-নিকেতন,
কৃষি— ধন-ধান্যপূর্ণ মঙ্গল বিকাশ॥
সকলে— অভিমান বৎস, দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাত চিরদিন শান্তির আসন,
তবে কেন আজি কামান-গর্জ্জন,
শুনি মুহুর্মুহু জন মন ত্রাস॥

রাজমন্ত্রী। আমার জাতীয়-উচ্চপ্রকৃতি রূপ ধারণ ক'রে আমায় সঙ্গীতছলে উপদেশ প্রদান কর্‌লেন। এ ভ্রম নয়—সত্য। এংলো স্যাক্সন জাতির উপর পৃথিবীর মহৎ কার্য্যের ভার, পৃথিবীর মঙ্গল সাধন তাদের কর্ত্তব্য। এ উচ্চ ব্রতে অভিমান বিসর্জ্জন প্রয়োজন। শত্রুকে বন্ধু করাই মন্ত্রীর কার্য্য। যদি এ বীর-শত্রু বন্ধু হয়, তা হ'লে আফ্রিকা-শাসন নিতান্ত সহজ হবে। সন্ধিই সদ্‌যুক্তি। কেবলমাত্র ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনত্ব যদি বুয়র স্বীকার করে, তাদের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য তাদের ইচ্ছামত প্রদান কর্ব্বো। এতে অস্বীকার হয়, সমূলে উচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমাদের বদান্যতা জগতে প্রকাশ পাবে। সন্ধি—সন্ধি—আর যুদ্ধ নয়! সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে যেন জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

(রাজদূতের প্রবেশ ও পত্রপ্রদান)

রাজমন্ত্রী। (পত্রপাঠ করিয়া) এই যে বুয়র, সন্ধিতে প্রস্তুত! সপ্তম এডওয়ার্ড, তোমার জয় হোক্, শান্তি দেবী তোমার চিরসঙ্গিনী হোক্। জয় জয় মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তর।

(বুয়র স্ত্রী-পুরুষ)

(দ্বৈত গীত)

পুরুষ— ঘুমে ঘুমে জান্ হায়রান্ মেরি জানি।
স্ত্রী— কিন্ কহো কাহে ঘুমনা, তক্‌লিফ্ উঠানা?
কিস্ দেও বুঝ্ লেও, পিস্‌কা কারদানি॥
পুরুষ— দানা ইংরাজ পিস্ কিয়া,
স্ত্রী— ঠাণ্ডা হুয়া বহুৎ মেরি হিয়া,
উভয়ে— য়হা হুনো বেগানা বেগানী॥
পুরুষ— আবি আও,
স্ত্রী— কিন্ ঘর বানাও,
পুরুষ— পরোয়া কেয়া,
স্ত্রী— দুস্‌মন্ দোস্ত হুয়া,
উভয়ে—ইমান্‌সে পিস্ হুয়া নেহি হোগা বেইমানি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আফ্রিকা ইংরাজ-শিবির।

(লর্ড কিচ্‌নার, ডিলেরি, ডিউয়েট ইত্যাদি)

কিচ্‌নার। এই সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন। এই দেখ, বিবিধ জাতি বহন কচ্ছে। এসো ভাই—এসো বন্ধু, সম্মানের সহিত সিংহাসনতলে সেলাম প্রদান করি।

ডিলেরি। লর্ড কিচ্‌নার! ইংলণ্ডেশ্বরের ক্ষমাগুণে আমরা সকলে বশীভূত। আমি আমার জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করলেম। আমরা যেরূপ পরস্পর শত্রু ছিলেম, সেইরূপ আজ হ'তে পরস্পরের বন্ধু।

ডিউয়েট। বীরশ্রেষ্ঠ ডিলেরি আমাদের সকলের মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন। যদি ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, কায়মনোবাক্যে বুয়র সে কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হবে না।

কিচ্। আমার প্রতিও রাজাদেশ এই যে, বুয়র ইংলণ্ডের বন্ধু, বুয়রের অহিত-সাধনে অন্য হ'তে কেহ কখনও সাহসী হবে না। বুয়রের প্রতি রাজার কিরূপ স্নেহ, তা বিপুল রাজব্যয়ে পুনশ্চ বুয়র-রাজ্য সুসজ্জিত হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। লর্ড মেথুয়েনের প্রতি তোমাদের যে সদ্ব্যবহার, ইংলণ্ড কখনও তাহা বিস্মৃত হবে না। আর আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, আর কখনও বুয়রজাতিকে কোনও কুমন্ত্রী, কুমন্ত্রণায় চালিত করতে পারবে না।

সকলে। জয় রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

(সমবেত সঙ্গীত)

দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী।
দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়
করুণা-অর্ণব, অরি হয় বান্ধব,
অতুল সৌরভ, অতুল গৌরব,
গণ্য বদান্য, এডওয়ার্ড ধন্য,
করুণা-প্রবাহ জনমঙ্গলবর্দ্ধিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

যবনিকা-পতন।

কবিতা ও গান।

নির্ঝরিণী।

(বাউলের সুর)

গান ক'রে মধুর স্বরে,
বয়ে যাও নির্ঝরিণী, কার রমণী,
প্রভাতে এ প্রান্তরে ?
ছিলে মগ্নমনে, গহন বনে,
উদাসিনী কার তরে ?
তুমি বিমলবারি, সুধার ঝারী,
জন্ম কেন পাথরে ?
দোলা হেলা, লীলা-খেলা,
চলেছ প্রমোদভরে ;
নিয়ে সোণার ভূষণ, রবির কিরণ,
পরেছ থরে থরে।
ফলে ফুলে, তরুদলে,
দু'ধারে নয়ন ঝরে ;—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি,
ডেকে কারে অন্তরে ?
দিয়ে আপন শরীর, অমৃত নীর,
তোষ তৃষা-কাতরে ;—
তুমি, অপার সীমা, কার মহিমা,
করুণা দেখাও নরে।

ধুতূরা।

১

কেন গো সেজেছ তুমি যৌবনে যোগিনী,
কার ধ্যানে মগ্ন প্রাণে, চেয়ে আছ শূন্যপানে,
কি মন-বিরাগে বল শ্মশান-বাসিনী ?

ত্যজিয়ে সংসার সার ক'রেছ শ্মশান,
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান ?

৩

যোগিনী দেখিয়া ভয়ে অলি না সম্ভাষে,
দারুণ তোমার মন, কঠিন তোমার পণ,
অভিলাষ বিসর্জ্জন দেছ অনায়াসে।

৪

পরিমল নাই, তুমি তাই কি কাতর,
অযতনে অভিমানে, এসেছ কি এই স্থানে,
এ ভীষণ ভূমে তোমা' কে করে আদর ?

৫

কভু কি কোমল প্রাণে পেয়েছ যন্ত্রণা,
কার সনে কয়ে কথা, জুড়াও মরম-ব্যথা,
কাঁদিলে পরাণ তব কে করে সান্ত্বনা ?

৬

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন যৌবন মন, যার তরে সমর্পণ,
আসন্নসময়ে তারে দেখিতে কি পাবে ?

হলদিঘাটের যুদ্ধ।

১

গম্ভীর আরাবে ভেরী ভেদিল গগনে,
বাহিরিল কুলনারী, ধরি হাত সারি সারি,
গাইল মঙ্গলগীত মলিনবদনে ;

কথা না সরিল কার, না ঝরিল অশ্রুধার,
কেবল বহিল শ্বাস, মিশাল পবনে,
নীরবে বিদায় দিল নয়ন নয়নে।

২

কাতার কাতার সেনা আনত-আননে,
রাখি প্রাণ কায়া চলে, ফিরিল রমণীদলে,
নূপুর-কিঙ্কিনী-রোল ভাষে সমীরণে,
অধীর হৃদয়বীর, শ্বাসহীন রহে স্থির,
অধীর ডাকিল ভেরী গভীর গর্জ্জনে,
নড়িল চলিল ঠাট হল্‌দিঘাটরণে।

৩

ঝন্ ঝন্ চলে সেনা কাতার কাতার,
মরমে দারুণ ব্যথা, কেহ না কহিল কথা,
রয়েছে কিঙ্কিনী-ধ্বনি শ্রবণে সবার,
রক্ত আঁখি বিঘুর্ণিত, দীর্ঘশ্বাস কদাচিত,
কদাচিৎ কেহ করে স্পর্শ তরবার,
পশ্চাৎ ফিরিয়া কেহ না চাহিল আর!

৪

ভৈরব ভেরীর রব আবার অম্বরে,
কাঁপাইয়া ধরাধর, ডাকে ঘন "অগ্রসর"
চমকিল প্রতিধ্বনি সে ভীষণ স্বরে!
মত্ত তনু বীরমদে, চলে সেনা দ্রুতপদে,
অস্ত্রের ফলক ঝকে নব দিনকরে,
সঘনে কাঁপিল ধরা বীর-পদভরে।

৫

শতমুখে নদ যথা প্রবেশে সাগরে,
শতমুখে বহি ঠাট, প্রবেশিল হল্‌দিঘাট,
অদূরে যবন-ধ্বজ ভাতিল অম্বরে;
প্রতাপ সমরে ধীর, চৈতক-আরোহী বীর,
কহিল সম্বোধি সেনা সুগভীরস্বরে,—
"হের দেখ উপনীত যবন সমরে।"

৬

নীরব হইল বীর শ্বাস না বহিল,
নীরব সলিল স্থল, নীরব অচল চল,
নীরব গগনে স্থির সমীর হইল;
নীরব রবির কর, পড়িল ধরণী'পর,
নীরব বাহিনী, তাপে মরম দহিল,
ক্ষণেক নিরখি রবি নীরবে রহিল।

৭

হেনকালে অদূরে উঠিল সিংহনাদ,
সাগর যেমতি ঝড়ে, যবন-কটক নড়ে,
সাগর-কল্লোল জিনি দুন্দুভি-নিনাদ,
প্রাণে জাগে অপমান, মানসিংহ আগুয়ান,
বেষ্টিত শিক্ষিত সেনা হৃদে রণ-সাধ,
উল্লাসে উন্মত্ত সবে আসন্ন বিবাদ।

৮

গভীরে কহিল রাণা, "বিলম্ব কি আর";
করি মহাগণ্ডগোল, সমরে বাজিল ঢোল,
"অগ্রসর" ভেরীবর গর্জ্জিল আবার;
প্রলয়-কল্লোল উঠে, বদ্ধ বায়ু যেন ছুটে,
রণরঙ্গে ধায় সেনা ধূলায় আঁধার,
জলদ গর্জ্জন জিনি ঘন হুহুঙ্কার।

৯

বারিতে সৈন্যের স্রোত সতর্ক যবন,
শ্রেণীবদ্ধ দৃঢ়মত, বিস্তৃত প্রাচীরবৎ,
সহস্র কামান করে অনল জৃম্ভণ,
মুখেতে শমন বসে, নাদে গিরি-শির খসে,
ধূলা সহ মিলি ধূম ছাইল গগন,
ঘোর রোল রণ ঢোল জীমূত-গর্জ্জন।

১০

পুনঃপুনঃ কালানল চপলা-কিরণ,
পুনঃপুনঃ ভীমনাদ, বাড়িল সমরসাধ,
সিংহনাদ করে রণে রাজপুতগণ;
ধূলায় দিবস নিশা, প্রকাশ না পায় দিশা,
বীরদাপে একচাপে করে আক্রমণ,
বারিতে যবন-যত্ন করে প্রাণপণ।

১১

সংগ্রামে প্রবেশে রাণা চৈতক-বাহন,
তীর তারা উল্কা প্রায়, বলবান্ বাজী ধায়,
যথায় বারণ-পৃষ্ঠে আক্‌বর-নন্দন,
করিবারে রিপু জয়, সমর-দীক্ষিত হয়,
করি-করে একপদ করে উত্তোলন,
রাণা হানে ভল্ল জিনি দামিনী-গমন।

১২

ফাঁপর হইল রণে আক্‌বর-নন্দন,
মুখে হাহাকার রব, ধাইল যবন সব,
প্রাণ উপেক্ষিয়ে করে রাণারে বেষ্টন;

রাণা করে ঘোর রণ, ধূমহীন হুতাশন,
শত শত পড়ে, ধরা করিয়ে ছাদন,
চারিদিকে ক্ষত্রিয় করিল আক্রমণ।

১৩

ঘোর রণে মিশামিশি ক্ষত্রিয় যবন,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, ঝাঁকে ঝাঁকে তরবার,
উঠে পড়ে মেঘে যেন দামিনী-কিরণ;
অসংখ্য যবনগণ, অনেক করিল রণ,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম নারে করিতে বারণ;
কে বারে সাগরে, বদ্ধ করে সমীরণ!

১৪

মানসিংহ কহে সেনা সম্বোধি তথন,
"হের দেখ রণরঙ্গ, যবন হইল ভঙ্গ,
দেখ না সমরে রাণা সাক্ষাৎ শমন;
কি দেখ কি দেখ আর, রণে হও আগুসার,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব যুদ্ধে দাও মন,
বীর্য্যবান্, রাখ মান রাখ সিংহাসন।"

১৫

"জয় মানসিংহ"!—শব্দ উঠিল গগনে,
রক্তধারা বহে গায়, প্রতাপ ফিরিয়া চায়,
গভীরে কহিল বীর সম্বোধি স্বগণে,—
"হে সেনা সমরদক্ষ, দেখ না বিপক্ষপক্ষ,
কুলাঙ্গার রাজপুত মানসিংহ সনে,
সচল প্রাচীর সম প্রবেশিছে রণে।"

১৬

গভীরে কহিল রাণা, রহিল না আর,
জ্বলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে রাণা-সেনা ধায়,
চারিদিকে রণসিন্ধু উথলে আবার;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনাৎকার, ঘন ঘন হুহুঙ্কার,
রুধিরপ্রয়াসী অসি মণ্ডল-আকার,
ছিন্নশির, ধনুর আকার রক্তধার।

১৭

পুনঃ পুনঃ রাণা-সেনা করে আক্রমণ,
মানসিংহ রণ-ধীর, সসৈন্যে রহিল স্থির,
না হেলিল না টলিল একটী চরণ;
ভাবিল প্রতাপ রায়, রণে বিসর্জ্জিব কায়,
প্রবেশিল অরি-মাঝে ভেদি সৈন্যগণ,
মেঘমালা-মাঝে যেন মধ্যাহ্ন-তপন।

১৮

পূর্ণচন্দ্র-ছটা—শিরে ছত্র শোভা পায়,
সেই ছত্র লক্ষ্য করি, অসংখ্য অসংখ্য অরি,
অস্ত্র বরষিল যেন বারি বরিষায়;
অরি করি তৃণজ্ঞান, ফিরে রাণা বীর্য্যবান্,
ঝলকে দলকে অসি দামিনীর প্রায়,
হস্ত পদ মুণ্ড স্কন্ধ ধরণী লুটায়।

১৯

সংগ্রাম হেরিল দূরে, ঝাল্লার সর্দ্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমরদক্ষ,
বিপক্ষ বেষ্টিত, বক্ষে বহে রক্তধার,
রক্ষিতে প্রতাপরাজে, প্রবেশিল অরিমাঝে,
শীঘ্র ছত্র ল'য়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণাজ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার।

২০

অমিত-বিক্রম বীর, ঝাল্লার সর্দ্দার
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার,
শত হস্তে চালে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার;
অসংখ্য অরির ঘায়, ক্রমে অবসন্নকায়,
পড়িল সংগ্রামস্থলে করি মহামার,
বীরসাজে বৈরিমাঝে বীর-অবতার।

২১

জ্ব'লে জ্ব'লে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান্ ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল;
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে,
অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল,
হল্‌দিঘাট-ইতিহাসে রহিল কেবল।

দেওয়ানা তাতার বালকের গীত।

—*—

১

কার তরে প্রাণ উধাও ধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কাঁদে॥

দিন বহিল, আশ রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
দেখিয়া মোহিনু, সোহিনু দোহিনু,
ভজিনু, মজিনু, নিশি দিন পূজিনু,
প্রাণ গলা'য়ে, সুখ বিলায়ে
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে।

২

হিয়া হিয়া মিলি, চ'খে চ'খে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাসরি।
প্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জ্জন,
গতি মতি পতি-পদ
গৌরব সম্পদ,
মঞ্জু-লতিকা তমালবিহারী॥
ঘোর আঁধারে, দুখ-পারাবারে,
ঢাকিলে আশা হৃদয়-তারা,
ভৈরব গর্জ্জন, তরঙ্গ নর্ত্তন,
জীবন-পথে দিশেহারা;
দুর্গমে রণে বনে,
প্রণয়িনী, পতি সনে,
দেহ প্রাণে ছেদ, তবু না বিচ্ছেদ,
হাসি কুতূহলে,
ঘোর চিন্তানলে
প্রাণ ডালে সতী নারী॥

বারাঙ্গনা।

—*—

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী-হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অন্য নারীসম হৃদয় কোমল,
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম-অভিলাষ,
সে কথা স্মরিলে হায় চ'খে আসে জল।

৩

অতীত বালিকা-কাল কলিকা যৌবন,
নবীন বিপিন সম,
ছিল এ হৃদয় মম,
জানি নি জননী জেলে দিবে হুতাশন।

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁখি-বিনোদন,
টল টল ঢল ঢল
কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষৎ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন—

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ-রতন,
কুসুম-নির্ম্মিত তনু,
কেশে বসে ফুলধনু,
শুভ্র-রেখা-মাঝে রাখি ফুল শরাসন।

৬

ফিরায়ে বদন তুলি যুবক চাহিল,
অমনি নয়ন ভুলি
কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরা'ল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল,
পণে তনু বিতরণ,
অন্ধ খঞ্জ আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি আছে রমণীর ছল।

নবমী।

—*—

১

বহুদিন পরে পুন উঠে আজি মনে,
প্রিয়াসনে চন্দ্রমা-কিরণে,
এই নবমীর নিশি, পরাণ গলায়ে হাসি,
গিয়েছে সে দিন ভাসি, মিশেছে স্বপনে,
সে স্বপন ফুরা'ল জীবনে।

২

উন্মত্ত মধুর আশে ললনা আননে,
ভ্রান্ত মন মোহিনী কাননে,

নারীর হাসির আশে, একমনে রুদ্ধশ্বাসে,
রমণীর নিশি কত বঞ্চেছি রোদনে,
গিয়েছে সে দিন আজ মিশেছে স্বপনে।

৩

বিগত-বান্ধবগণে পড়ে আজি মনে,
কত কথা দূর স্মৃতি সনে;
শতধারে মুক্তদ্বারে, প্রীতি-বারিধারা ঝরে,
এই নবমীর নিশি মিশাবে স্বপনে,
উৎসব নীরব যথা দেবী-বিসর্জ্জনে।

৪

নবমী যামিনীকোলে জাগে আজি মনে,
চিত্তহরা প্রতিমা বদনে,
দেখেছি দেখেছি হাসি, সে হাসি মা ভালবাসি,
অভয়া গো! অভাগারে রেখো মা চরণে,
পুন যেন যায় দিন কিশোর স্বপনে।

মেঘনাদ অভিনয়ের প্রস্তাবনা।

—*—

যদি ধন প্রয়োজন, না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন?
বিমল কবিত্ব আশে কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন।

আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোকে কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন,
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে, কহে করে মস্তকে ধারণ।

সুধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর দোষ বারণ কারণ,
এন্‌কোর, ক্লাপে যার, আছে মাত্র অধিকার,
তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণ-বন্দন।

সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন;
রুণুঝুনু নাহি আর, কঙ্কনের ঝনাৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন॥

তুলিয়া গম্ভীর তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু,
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।

হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবনসঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে জ্যোতিরে বলিদান,
নাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যে কার্য্য আমি করিব এখন॥

জুডিসিয়াল সম্মিলন সঙ্গীত।*

—*—

আজি পুন মনে জাগে কিশোর সময়।
সরলতা ফুল্ল-প্রাণ শৈশব-প্রণয়॥
নবতরু নবলতা, আজি পুন কহে কথা,
আনন্দ-হিল্লোল বহি দোলায় হৃদয়॥
আজি নব অনুরাগে, দূর-স্মৃতি হেসে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয়॥
শ্রমের সংসার ভুলি, আজি পুন কোলাকুলি,
চারিদিকে হাসিমুখে সব মধুময়॥

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব।

আমি সাধে কাঁদি!
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে,
কেমনে প্রাণ বাঁধি॥
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুলহারে সাজাইব কারে,
পোড়া বিধি হলো বাদী॥
ভাবে ভোরা মাতুয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে, নাচ কুতূহলে,
এস গুণনিধি সাধি॥

---

* সদর-আলা ও মুনসেফদিগের সম্মিলন-সভার জন্য প্রণয়ন।

চলে গেলে আর এলে না,
জীব তো হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, যদি দীন-হীনে,
কর' পদে অপরাধী ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণাকমলে, মোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীরমদে অম্বুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলি বিপিনে ॥

কৃষ্ণদাস পাল।

শুয়েছ পুরুষ-সিংহ অনন্ত-শয়নে!
নিদ্রা যাও বৃন্তহীন কুসুম-শয্যায়,
নিদ্রা যাও ভারতের গৌরব-স্বপনে,
জাগিয়াছ আজীবন জন্মভূমি দায়।
নিদ্রা যাও কুসুম-শয্যায়!

অবিশ্রান্ত রণে ক্লান্ত ঢালিয়াছ কায়!
নিদ্রা যাও দৃঢ়ব্রত স্বদেশ-বৎসল!
বিশ্রাম কর হে স্বীয় কীর্ত্তি-গরিমায়,
আছে ত ভারতভাগ্যে রোদন কেবল।
নিদ্রা যাও স্বদেশ বৎসল!

কর্ম্মক্ষেত্রে মহাকৃতী আদর্শ মানব।
সহায় সম্পদ মাত্র আত্মবলিদান,
মাতৃকোলে শুয়ে শিশু শুনিবে গৌরব,
ভয়ে ভীত উত্তেজিত হবে কত প্রাণ,
আদর্শ এ আত্ম-বলিদান !!

সুখে দুখে অটল নির্ভীক মৃত্যু-দ্বারে!
জন্মভূমি অনুরাগ, কার্য্য উচ্চ আশ,
প্রত্যয় না করে বঙ্গ সুখে বারে বারে,
সত্য কি নাহিক আর নাহি কৃষ্ণদাস।
"নাহি কৃষ্ণদাস" কহে কঠোর নৈরাশ!

আঁধার।

—০—

১

তরুলতা ফুলপুঞ্জ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার,
রবি শশী তারাহার, হাসি মুখ ললনায়,
কেবল তোমারে ভালবাসি হে আঁধার,
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন,
না হাস, না কাঁদ, নহ কালের অধীন।

২

তোমায় জানে না নরে, তাই ত তোমারে ডরে,
অসময়ে তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার;
জ্বলে শুধু স্মৃতি, চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।

৩

শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে
ঘুমায় জাগে না আর দেখে না স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ;
কারো অধিকার নাহি তব অঙ্কোপরে,
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস স্পর্শ নাহি করে।

৪

গৃহ-মাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে একদিন,
তুমি তম নিরুপম, শান্ত ভীম পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন;
ব্যাপিয়ে অসীম স্থান তব আয়তন,
অদ্যাবধি নাহি যথা কালের গঠন।

৫

পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলা প্রায়,
একত্র যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়,
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে।

পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি করে সৃষ্টি,
আলোক যথায় তব নাহিক গমন,
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন ;
তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায়,
শিহরিয়া উঠে হেরি আপন ছায়ায়।

আমি না বুঝিতে পারি, সৃজে কত নর নারী,
তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
দুখ-সুখ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে,
নাহি সুখ যতদিন সুখের বাসনা ;
উন্মাদ সতত সাধ যেন না ঘুমায়,—
বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায়।

কবিতা ও গান সম্পূর্ণ।

গল্প ও প্রবন্ধ।

ছাবা

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—"না ভিজ্‌লে নয়?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"স্ত্রীলোকটী মারা যায়।"

গৃ। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্য্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বি। কি জান, পরোপকার পরমধর্ম্ম। শিশু সন্তানটী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা তুমি যে বাইরে গেলে, আমার পূজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমাকে দাও।" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল, "আমি অভাগা, পরোপকারক! আমার উপকার কই?"

বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে গা?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"হরমণির পরম কাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"যাও, যাচ্চি।" কিন্তু গেলেন না। পূজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটীকে জুতা দিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান্ হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই ক্ষোভ হইল। তেমন বয়স নয় যে, পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে, সংসার নির্ব্বাহ হয়—মোটা ভাত, মোটা কাপড়; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ডাক হইল,—"বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ?" অগন্তুকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,—"মহাশয়ের কৃপায় যে চাকরীটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায় বাহাদুর আমায় চোর ঠাওরাইয়াছেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমি কি করিব?"

কে। দুই এক কথা আমার হ'য়ে বলিয়া দিবেন।

বি। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। "লাভ" এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই; সুতরাং উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে?" বিশ্বনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,—"তাই ত, তাই ত।" কেনারামের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন,—"পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই? কেহ লাট সাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্যদশা কে দেখে?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি, বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পরপীড়ন করিব? ক্ষতি কি?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। সাব্যস্ত হইল পরপীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন, ঘনঘটাবৃত রজনী, টীপ্ টীপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন, কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর চরমকাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেন্দ্রবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ, তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্র বাবুর রুগ্নশয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্র বাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটী রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সৌদামিনীকে পূর্ণযৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্পবয়সে দুটী সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে, একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে—"জল চাই, বা বাতাস চাই" কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই। এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, আহার হইয়াছে?" এ কথায় সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না, বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে, সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ, এইরূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন; কার্য্য সমান হইল, কিন্তু সে ভাব নাই, সৌদামিনীকে বলিলেন,—"আমি শিয়রে বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর।" ক্ষুধা অনুরোধে যত হ'ক বা না হ'ক, বিশ্বনাথের কথা অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন, সকলকে বলিলেন,—"ডাক্তারবাবু আমায় বলিয়াছেন, এত লোকসমাগম ভাল নয়।" সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র বাবু, দুটী ছোট ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"বিশ্বনাথ বাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে, আমি বাঁচিব?" বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন,—"আমি তা বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—"বুঝিলাম, কিন্তু সৌদামিনী যেন এ কথা না শুনে।"

বিশ্বনাথ বলিলেন,—"শুনা আবশ্যক। কারণ তিনি ব্যতীত অছি হইবার জন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"কেন, মহাশয় অ হউন না?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমার ইচ্ছা ব কিন্তু ভয় পাই, পাঁচ জনে কি বল্‌বে।"

দে। পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সৌদামিনী ছেলে মানুষ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না।

বি। ভাল, ঝঞ্ঝাট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটী একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল, সৌদামিনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"আমার নীরদ কোথা?" নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস-দাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—"মা গো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দি

ছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম, তুমি তিন দিন আহার কর নাই। শোক কর, শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু এক একবার ছেলেগুলিরে না দেখিলে ত নয়? মা চিনির পানা আনিয়াছি, একটু মুখে দাও।"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,—"উঠ, স্নান কর। রাধামণি ছুটী প্রসাদ আনিয়াছে, তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, "কাঁদিব" ভাবিল, [illegible]স্তু মরিব না।" উঠিল, রাধামণির প্রসাদও [illegible]র্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,—[illegible], তোমার স্বামী আমার প্রতি একটী গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী নহি, এ বিষয়কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখিব শুনিব, সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুই-বার আসিতে হইল। কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে, আমি তাই ভাবিতেছি।"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন,—"বাবা, তুমি না আসিলে কে ছেলে দুটীকে দেখ্‌বে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে?"

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সৌদামিনীর মুখে সৌদা-মিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয়, কিন্তু ঘন-মালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি [illegible]স্ত্র জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী [illegible]ষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ [illegible]ী, কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই। [illegible]শ্বনাথ বলেন আবশ্যক, সুতরাং স্বাক্ষর দেন; কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। বিশ্বনাথের আর দৈন্যদশা নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোল-পাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রাসে গ্রাসে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখ ছিল, তাহা আর বিশ্বনাথের নাই।

'পরোপকার পরম ধর্ম্ম' এই কথাই প্রচার, তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপসত্ত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটীকে মনে করুন, যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা।—সে নোট কাটে, সৌর-ভকে রাখিয়াছে, পূজাতে সৌরভের মাকে বারা-ণসীর সাটী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয়; ইহাতে যদি সুখ থাকে—থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সৌদামিনী কাঁদে না, বলে—"মা গো, হাবাকে আমি মানুষ ক'রে তুল্‌ব, আর আমি কি মোট বইতেও পারিব না? সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সম-বয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ, বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল —এখন তাহার আবশ্যক নাই। মলিনচীর, রুক্ষকেশ, চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ কেন ধরে না? এ কি রূপ? এ কি সন্ন্যাসিনী? না, তা ত নয়। নীরদ ও হাবা দুটী ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি, পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদা-মিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সেরূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশু-সন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদা-মিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, কি জানি, যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? "নীরদ নীরদের ন্যায় গম্ভীর, সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক দিন সৌদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।"

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী বলি বলি করিয়াছে যে, তুমি দুরাত্মা, কিন্তু বলে নাই। বদ্ধ শ্বাস বশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ, তাহা প্রেমে নয়, যে

লজ্জা দেখিতেছ, তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধি-মতী, সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে, বলে—"কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর।" কিন্তু অবলা, ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে; এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত, বিশেষ কার্য্য। দাসী সৌদামিনীর শয়নগৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সৌদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—'আমায় দয়া কর!" সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না, নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক্ বিপরীত হইল। এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন। আমরা নীরদের কাছে যাই।

পর-চর্চ্চা-প্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন? ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা এত রাত্রে বিশ্বনাথ বাবু কেন আসিয়াছিলেন?"

সৌ। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, এ কি মা?

সৌ। এ কি? আর বলিব না, নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন, হাবা নিদ্রিত। সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল,—"মা, তুমি ত আমায় একলা শুয়াও; আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।" সৌদামিনী বলিলেন,—"হাবা, ওঠ, আমার বিপদ, স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব?"

হাবা বোকা ছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশু সন্তানের চাহনীতে বহু দিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

"মা, তুমি দাদাকে বল না, দাদার গায়ে বেশী জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই। চল মা, আমরা পালাই।" সৌদামিনীর মনের দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু সন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়। কিন্তু ছেলেটী বলিল, পালাই। কেন পলাইব? হাবা বলিয়াছে পালাই, পলাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আমায় বলিল,—"মা, চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে দেখার দরকার নাই। আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক একবার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় মরতে বলে।"

হাবা, হাবা নয়, হাবা যেন উন্মাদ!

সৌ। হাবা, ঘুমো।

হা। না মা, চল, আমরা দু'জনে পালাই। দাদা যায় যাবে, নয় আমরা দু'জনে পালাই।

পূর্ব্বদিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল 'মা' বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—"মা, কই চল।'

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল জানি না; কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্যহৃদয়ে উদয় হয়, কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটী সত্য। সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাত্রেই জানেন যে, তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। "কি, এত স্পর্দ্ধা! আমাকে বিমুখ করে।" তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনী সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—"এখন মা চল।"

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারি ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল, "মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পারবি? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাইব।"

সৌ। কোথায় যাবি হাবা?

হা। কুটীরে।

সৌদামিনী অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, হাবা বলিল,—"কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই।"

সেই দিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সৌদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—"দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না।" সাতদিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ-প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ সম্ভাবনা বলিয়াছে। সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল কহিল,—"তুই কে রে—কে রে?" হাবা বলিল,—"আমি দেবেন্দ্র বাবুর ছেলে।"

মা। তোর সঙ্গের মাগীটা কে রে?

হা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদপ্রান্তে টিপ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ক্রটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল —"আয়, এদিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই চ।" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল,—"মা চল, এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন, মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ক্রটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইব, তার স্থির নাই; ইহাতে মাতাল কি পুরাতন গল্পের ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন। বহির্ব্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিনীকে ডাকিল,—সৌদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিনী বাহিরে আসিল। মাতাল কহিল, "এই নাও।"

গৃহিনী "কে লব?" না বুঝিয়া দুইজনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়া গেল, সেইদিন গৃহিনীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিত-চক্ষু মাতাল, সৌদামিনীকে বলিল,—"মা, এ ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুরে তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিয়ে এসেছিল। বাড়ীর লোকের, বালাই বিদায় হ'ল জ্ঞান। মা-বাপ ছিল না, এক কাকা বাবু। তিনি ছেলেটাকে পাওয়া যায় না ব'লে পার পেলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্কুলে দিয়া আমায় উকিল করেছেন। বেশ দু' টাকা পাই। মা, আমার মনে হচ্চে, তুমিও ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্চ। এখন ধ'রে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল, সেই স্থানেই রহিলেন। একদিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে, সৌদামিনী জানেন না, সৌদামিনী যত্ন করিয়া বলিতে গেলেন,—"বাবা তুমি আমার ছেলে।" মাতাল উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" সৌদামিনী ভাবিলেন, "এ কি উত্তর!" কিন্তু ভয় হইল না,মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে, নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে, তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে! মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সেই নীরদ ইহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন করে তাঁহাকে বাঁচাই; তাই উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব। কিন্তু কি জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল,—খুন করিবার জন্য নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকীল, যে কথায় বুঝেন,এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী হইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল ভাবিতেছিল,—দূর হ'ক বালাইয়ে কাজ নাই, কাল আপিল করিব।" দীপে দীপনির্ব্বাণের ন্যায়, হৃদিবেদনায় হৃদিবেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী রমণীর নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করে। সেই দিন ফাঁসীর দিন। প্রমদা (মাতালের স্ত্রী) বলিল,—"মাগো আজ তোমার নীরদের ফাঁসি। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।"

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন, রহিলেন না।—হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্‌নির্ণয় নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে সেই দিকে চলিতেছেন। কোমলপদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। রুক্ষকেশ আকাশে দুলিল,পবনে বসন উড়িতে লাগিল; তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসীদর্শনেচ্ছু নির্দ্দয় হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল। সকলে-

স্থান দিতে লাগিল। ঠিক ফাঁসীর সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত। কহিলেন,—"নীরদ, আমি অসতী নহি।"

নীরদ ফাঁসীতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর কথা কাণে গেল কি না জানি না। উন্মাদিনী সেই-খানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়া-ছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়ীতে লইয়া আসিল। যথানিয়মে সৌদামিনীর সৎকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকীলের কৌশলে পিতৃ-অর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত,—"মা আমায় এইরূপ চুম্বন করিতেন।"

দীননাথ।

—*—

কৃষ্ণাষ্টমীর সন্ধ্যা। কংস কারাধ্যক্ষকে বলিল,—"সাবধান! দেবকী আজ প্রসব হইবে।" দেবকী কংসের ভগিনী। কংস রাজা। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র—তাহার যম। এই নিমিত্ত দেবকী কারাগারে। পত্নী অনুরাগী স্বামীর সেই দশা ভিন্ন আর অন্য দশা নাই। কংস বলিল,—"সাবধান!" কারাধ্যক্ষ প্রণাম করিয়া গেল। অজচ্ছল জল-ধারা। ধারা এমন কেহ দেখে নাই। বিদ্যুৎ খেলি-তেছে—খেলিতেছে, পুনঃ পুনঃ খেলিতেছে, বজ্র-নাদে মুহুর্মুহুঃ খেলিতেছে—ঘোরতর জলধারা! বিদ্যুৎ খেলিতেছে, ঘোরতর কঠোর বজ্রনাদে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। ঘন গভীরারাবে বজ্র পড়ি-তেছে—ঝরিতেছে। ঘোর নাদে দামিনী দলকে—বারি বর্ষণ হইতেছে! কারাধ্যক্ষ, কংস অনুচর নিজা-লয়ে গমন করিল। ঘোর রজনী! সতর্ক রজনী! জীবকুলভয়াত্মক রজনী! রজনী প্রলয়রূপিণী—রজ-নীর তুলনা নাই। এ রজনীতে কে কোথায় যায়! বিকট রজনী, এ রজনীতে স্থান চাই, কারাগারেও স্থান চাই। ঘোরতর রজনী! প্রখর বেগে ঝঞ্ঝা-বাত! বিদ্যুৎ খেলিতেছে—দুলিতেছে, চারিদিকে বজ্রোৎপাত হইতেছে। মুষলধারে বারি মেদিনী প্লাবিত করিতেছে। ঘন ঘন ধারার সহিত বজ্রোৎ-পাত হইতেছে। দেবকী, কংসের ভগিনী, জিজ্ঞা-সিলেন,—"বসুদেব, পুত্র হইলেই ত কংস-অনুচর বধ করিবে? বাছা, তুমি অন্য কোন স্থানে শ্মশানভূমে জীবিত হও। থাক, আমার গর্ভেই থাক।"

ধারা ঝরিতেছে,—বিদ্যুৎ খেলিতেছে,—বজ্রোৎপাতে মেদিনী-বক্ষ বিদারিত হইতেছে। প্রকৃতি বলবতী! দেবকী প্রসব-বেদনা সংবরণ করিতে পারিলেন না। সন্তান, পুত্র সন্তান, দেবকী চাহিতে ভরসা করিতেছেন না। 'আহা! মা বলিতে জানে না, মা বলা মুখ। হস্ত নাড়িতেছে, আমায় খুঁজিতেছে। এখনই কংস-চর প্রস্তরে প্রক্ষেপিস্ত করিয়া প্রাণনাশ করিবে?' বসুদেব বলিলেন, "সন্তান সকলে বলে ভাল; সকলে বলে, সন্তান দ্বারা কারামুক্ত হইব; এই সেই সন্তান! সন্তানকে লুকাইতে পারিব কি? সন্তান প্রসন্ন-মূর্ত্তি! সন্তান কৃষ্ণবর্ণ! সন্তান অদ্ভুত ভাবোৎপন্ন-কারা! সন্তান কিছুই বলে না, মার কোল-পানে ধায়,মার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করে। সন্তান নির্ব্বল! নির্ব্বলে অতি বলবান্। সন্তানের মুখ দেখিয়া পিতা প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত, সন্তানের কল্যাণ চায়। মাতা সন্তানকে দেখিতে চায় না, জীবন কামনা করে। এই আমার সন্তান, সন্তান জীবিত থাকুক, মাতার কল্পনা।

ঘোর ঝঞ্ঝাবাত! প্রতিকূল ঝঞ্ঝাবাত! ধারা মুষলধারে! ধারা করিকরাকারে! মাতার প্রতি-কূল ধারা! বসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তা-নকে লুকাইবার স্থান কি নাই?" বন্দী কহিলেন,—"আছে। এ ঘোর ভূতদ্বন্দ্বে কারাগারেরও দ্বার মুক্ত। যাই, সন্তান লইয়া যাই। ভগবান্ কৃপা করুন, সন্তান অক্ষয় হউক।" পিতা মাতার প্রভাবিনী স্নেহময়ী শক্তিতে প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বল রক্ষা-কর্ত্তা বেশ ধারণ করিলেন; সন্তানকে কোলে লই-লেন। 'যাই—কোথাও যাই; এখনই কংসচর বধ করিবে, সন্তানকে লুকাই।'

মমতা-শূন্য ধারা করিকরাকারে ধরণীবক্ষে আঘাত করিতেছে। দামিনী আর নয়নরঞ্জিনী নয়, ঘোর ভয়োৎপাদিনী! প্রত্যক্ষ হেথা সেথা বজ্রোৎপাত! যামিনী কাল-রাত্রিস্বরূপিণী। কখনও বজ্রনাদে চীৎকার করে, কখনও নীরব, ভয়োৎপাদিনী। হুঙ্কারে দামিনী আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। ঘোরনিনাদিনী দামিনী কার্য্যে সন্তানের প্রতিকূল! প্রহরী অসতর্ক, কারণ, কারা-বাসী, যাহার প্রাণের নিমিত্ত উদ্বেগ আছে, আশ্রয় পরিত্যাগ করিবে না। এ বিষম রজনী

কখন দেখি নাই। প্রহরীই বা কিরূপে দেখিবে? গণনা, অতি স্থির সিদ্ধান্ত গণনা বলিতেছে, এরূপ গ্রহ-নক্ষত্রের সমাগম কখনই হয় নাই; যদি সম্ভাবনা থাকে, কেবল আজ,এইরূপ আজই সম্ভাবনা; অতএব, যুগযুগান্তর অথবা অনন্ত সময়ে এইরূপ সময়েই সম্ভাবনা। এরূপ রজনী আর হয় নাই; হইবার সম্ভাবনা নাই। রজনী কালরাত্রিস্বরূপা। কিন্তু কালরাত্রি হইতে মাতৃস্নেহ বলবান্। প্রস্ফুটিত পিতৃস্নেহ সেইরূপ বলবান্। পিতা ভাবিলেন,— "সন্তানের একমাত্র রক্ষার উপায় স্থানত্যাগ।"

কখন কি কেহ কোন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াছেন? ভয়ঙ্কর রিপু! যে আমাদের অনিষ্ট-সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না, যে রিপু ধর্ম্ম ও কার্য্য সকলই বলে পরিত্যাগ কর; যে রিপু লক্ষ্য করিয়া লোক-সমাজ চিরকাল বলিতেছেন, এ ব্যক্তি ঘৃণ্য, এ রিপু-পরবশ। সেই রিপু, সেই স্বার্থ, সেই স্বার্থোদ্দীপক, সেই প্রবল প্রতাপশালী, নর-অহিতকারী রিপু, বসুদেবকে বলিল, অতি স্নেহময় ভাবে বলিল, "বসুদেব, তোমার দুঃখ ফুরাইয়াছে, পুত্রকে রক্ষা কর।" বসুদেব শুনিল। শুনিবে না, অদ্যাবধি এমন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। নিঃস্বার্থ, যাহা স্বার্থের প্রবলতর বিকাশ, সেই স্বার্থ বলিল,—"সন্তান জীবিত থাকুক।" সেই স্বার্থপরবশ হইয়া বসুদেব পুত্র কোলে করিল।

পুত্র চায়, স্বার্থপর হৃদয়ে ঘা দেয়। পুত্র কৃষ্ণবর্ণ; কৃষ্ণে প্রাণাকৃষ্ট। বসুদেব, কৃষ্ণবর্ণ প্রফুল্ল নয়ন পুত্রকে কোলে করিল। "যাব, পুত্রকে লইয়া যাব, কোথায় যাব? কারাগার, আমার ত বাহিরে যাইবার অধিকার নাই।" এ কি? কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটন! কচিৎ কোন সতর্ক প্রহরা স্বপ্ন দেখিল, কে যায়? জাগিল না। ঘোর দুর্য্যোগ। কে কোথায় যাইবে? কে আত্মঘাতী আছে? প্রান্তরে ধারায় তাহার প্রাণবধ হইবে; এই, সেই, হেথা সেথা বজ্রাঘাতে কে প্রাণ পাইবে?

অতি স্বার্থে, প্রাণপ্রেয়সীর অনুরোধে, বসুদেব কারাগার-জনিত পুত্র লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। অষ্টম গর্ভের পুত্র, সকলেই বলে, এ পুত্রোৎপাদন ভাগ্য অপেক্ষা করে। কথা ন্যায্য বা অন্যায্য হ'ক, কারাবাসী কেবল ভাবিলেন, "পুত্র থাকিলেই হয়, আমি মরিলেই আমি থাকিবার সম্ভাবনা, আমারই পুত্র।"

দেবকী, তাঁহার ভাব বর্ণনা করিতে জান না। পত্নী পতির নিমিত্তই কারাবাসিনী,— পতির নিমিত্তই দশ মাস সন্তান ধারণ। কারাগার তথাপি আশ্রয়স্থল, সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পতি চলিলেন। "হায়! বাছা স্তনপান করিতেছিল, ক্ষুধা পাইয়াছে, বাছা কোথায় স্তনপান করিবে! আমার নয়, নাই হ'ক, বাছা জীবিত রহিবে। বসুদেব সেই কার্য্যে গিয়াছেন। আশ্চর্য্য হইয়া বসুদেব দেখিলেন, দ্বার রক্ষিত নয়। স্বাধীন হইলে এ অবস্থায় স্বাধীন হওয়া যায়। অতি ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা—মুহুর্মুহুঃ প্রাণবিনাশিনী স্বাধীনতা! বসুদেব ভাবিলেন মাত্র। বসুদেবের পুত্ররক্ষার ভার, ভাবিবার অবকাশ নাই। বসুদেব ভাবিলেন, নন্দঘোষের সহিত প্রীতি করিয়াছিলাম, আর ত কেহ আমার কোথাও নাই, তাঁহার নিকট সন্তান রাখিয়া আসি। বিস্তার যমুনা! পারে যাইতে হইবে, তটে আসিয়া অনুভব হইল। কারাগার হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু যমুনা পার অসম্ভব। অসম্ভব কেন? ঐ না শৃগাল পার হইতেছে। শাবকস্নেহে শিবা ঘোর দুর্যোগ অবহেলা করিয়াছে! শাবকস্নেহে শিবা যমুনা পার হইবে! জননীস্বরূপিণী শিবা ব্যগ্র সন্তানকে স্তনপান করাইবে! মাতার আদর্শ শিবা যমুনা পার হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিশ্ব লয় হওয়া অতীব যুক্তিসঙ্গত; এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিশ্বে মাতার প্রয়োজন নাই; এ চেষ্টা বিফল হইলে, যমুনাস্রোত মাতৃস্নেহ হইতেও বলবান্; এ চেষ্টা বিফল হইলে, সংসারে মা নাই—কিন্তু সংসার সংসার। মাতার স্নেহ বলবান্ হইল। শিবা যমুনা পার হইল। মাতৃস্নেহ প্রতিফলিত স্নেহকে পথ প্রদর্শন করিল। বসুদেব সেই পথেই চলিলেন।

যমুনাপারে নন্দঘোষের আলয়। আলয়ে দেখিলেন, সেই জনমনোবিকার-সম্পাদিনী রজনী এখনও বিরাজিতা। এখনও ঘোর উদ্বেগস্তম্ভিনী নিদ্রা, ব্রজবাসীকে অভয় প্রদান করিতেছে! কালরূপিণী যামিনী, নিদ্রার মোহিনী মায়ায় হেথায় সুখ-প্রদায়িনী; আর ভয়ঙ্করী নয়।

বসুদেব যশোদাদুলালীর পরিবর্ত্তে হৃদয়দুলাল রাখিয়া চলিলেন। প্রাতঃকালে মথুরায় যাহাই হ'ক, কংস-অনুচর-অন্বেষিত পুত্র বা কন্যা কংসের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হ'ক, মানব-কুল-সম্ভবা দেবী চীলরূপে

উড্ডীয়মানা হউন বা না হউন, মথুরায় অষ্টম গর্ভজাত পুত্র নিহত হইল না। কংস অষ্টমগর্ভসম্ভূত কালস্বরূপ পুত্রসন্তান নিহত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন না। আপাততঃ মথুরায় এই।

সন্তানপ্রসবিতা গোয়ালিনী সময়প্রভাবে নিদ্রাভিভূতা ছিলেন, দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ সন্তান স্তনানুসন্ধান করিতেছে। সন্তান কাঁদে না। ঘোর দুর্যোগে যমুনা পার হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে যমুনাগর্ভ হইতে মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বর্ণনায় ভুলিয়াছি, বসুদেবের হস্ত হইতে যমুনায় পতিত হইয়াছিল।

এখন নন্দালয়ে শিশু সন্তান স্তনানুসন্ধান করিতেছে। যশোমতী পুত্র সন্তানের মুখ সন্দর্শন করিলেন। আহা! এ পুত্র কি গোয়ালিনী-গর্ভে জন্মিবার সম্ভব? রাজবংশ-স্রোত-প্রবাহে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতি ললিত কলেবর, অতি প্রফুল্লবদন, পদ্মপলাশলোচন পুত্র, যশোদা বক্ষে ধারণ করিলেন। পিতামাতা পরিত্যক্ত পুত্র মাতা পাইল। বিহ্বলা যশোদার বক্ষে মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া স্তনপান করিতে লাগিল। যশোদা মুগ্ধা, দুর্দ্দিনজাত পুত্র সন্তানও মুগ্ধ, যশোদার স্নেহময় অঙ্কে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যশোদার বার্দ্ধক্যের সন্তান; যশোদা একটী দীপ জ্বালেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না; দুইটী দীপ জ্বালেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না, তিনটী, চারিটী, গোয়ালিনী পাঁচটী দীপ জ্বালিয়া দেখেন, রজনীযোগে নিত্যই দেখেন, সন্তান কেমন আছে; সেই প্রফুল্লপদ্মপলাশলোচন পুত্র, অতি দীন সন্তান, যশোদার কোলে নিশ্চিন্ত সন্তান, মাতা বই আর জানে না; যশোদার মুখপানে চায়, দীপালোকে যশোদা দেখেন, যশোদার মন ভরে না। এমন কোটি আলোকে, কোটি সহস্র লোচন হইলে, ভাবেন বুঝি সন্তানের রূপ দেখিতে সমর্থ হইবেন; কেন না, যতই দেখেন সন্তানের আকর্ষণকর রূপ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয়।

যশোদা গোপাল পালন করিতে লাগিলেন। গোপাল ভিন্ন গোয়ালিনী উচ্চ নাম জানেন না। গোয়ালার সন্তান গো-রক্ষা করিবে, এই যশোদার আশীর্ব্বাদ। কিন্তু আর একটী নাম যশোদার মনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। শ্যামজ্যোতি মণি আছে, তাহার নাম নীলমণি, যশোদা নীলমণি নাম দিলেন। আদরে লালিত সন্তান বড়ই দুষ্ট। নীলমণি বড়ই দুষ্ট, কিন্তু মাতা ব্যতীত জানে না, মাই তার সর্ব্বস্ব। পুত্রের রূপে নন্দ মুগ্ধ, যশোদার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া বক্ষ শীতল করেন। নীলমণি পিতা-মাতার সর্ব্বস্ব। নীলমণিও মাতাপিতা ভিন্ন জানে না।

যে না মাতাপিতার অঙ্কে প্রেমশিক্ষা করিল; তাহার দেহ বৃথা, জন্ম বৃথা, সে মনুষ্য না হইয়া কুকুর হইলে ক্ষতি ছিল না। যার মার মুখ না মনে পড়ে, তার পৃথিবীর অতি অল্প ভগ্নাংশই মনে পড়ে। মুক্তযোগী শুকদেব মাতার আশ্রমে মায়াখণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যিনি মা চেনেন নাই, তিনি বিশ্বে চেতন পদার্থ কিরূপে স্থাপিত, মহাবিজ্ঞান জানিয়াও জানেন না। কিরূপে বিশ্ব থাকিবে, কিরূপে বিশ্ব চলিতেছে, ইহা মাতৃস্নেহ অনুভব ব্যতীত উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং তাহার বিপরীতই সম্ভব। কিন্তু যিনি মাতৃপ্রেম পান; প্রেম তাঁহার বাল্যাভ্যাসিত, প্রেমের ক্রিয়া তাঁহার অতি সহজ। নীলমণি, রাখাল-বালককে পরিপ্লাবিত মাতৃস্নেহের অংশ দিল। সে স্নেহের অংশই সম্পূর্ণ। এটী কবিতা লেখা নয়, প্রবন্ধ লেখা নয়, একবার মাতৃস্নেহ অনুভব করিলেই অনুভূত হইবে। আমি এত দোষী, তবু দোষী নয়, এ স্নেহের অংশ নাই, খণ্ড নাই, সম্পূর্ণ। ঈশ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ! নীলমণি রাখালকে সেই মাতৃস্নেহ দিল। ইচ্ছায় নহে, তাহার ক্ষুদ্র দেহে ধরে না,—ব্যাসদেব বলেন ঈশ্বর, তবু তাহার ক্ষুদ্র দেহে ধরে না, রাখালকে মতৃস্নেহ দিল। রাখাল কানাই বই জানে না, কানাই বই শুনে না, কানাই না মিষ্ট বলিলে বনফল মিষ্ট লাগে না। দীন কানাই, কারাগারে পরিত্যক্ত কানাই, দীন রাখালসহবাসে দীনের বেদনা বুঝিল। জীবনে আর ভুলিল না। দীন তাহার সর্ব্বস্ব, দীনকে মাতৃস্নেহ দিয়াছে; অতি দীন, দীনের রক্ষক দীননাথ।

এই কানাইকে আমরা মথুরাবাসী দেখি। কংস তাহার মাতুল। কংসের অনেক কারণ ছিল, যাহাতে তাহাকে বধ করে। কারণ, পাঠক অনুসন্ধান করুন। কল্পিত কারণ বলিলেও আমাদের প্রবন্ধের ক্ষতি নাই, কিন্তু কল্পিত কারণ বলিলেও ইতিহাস-সঙ্গত বলিতে হইবে। এ স্থলে বিস্তার করিব না, সংক্ষেপে বলি। যদি কোন রাজার ভাগিনেয়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকে এবং তাহার বধ-সাধনের নিমিত্ত অপর চেষ্টা বিফল হয়, যেরূপ পূতনা প্রভৃতির প্রেরণ বিফল হইয়াছিল, কৌশলে, তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া বধ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমিত করা অসঙ্গত নয়, মনুষ্য প্রকৃতি-সঙ্গত, তাহা ইতিহাসে হইয়াছে

এবং হইতেছে। জ্ঞাত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, যথা মাতুল তাহার ভাগিনেয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইলে, লোক-ধর্ম্ম-অনুসারী হইয়া যাহাতে লোকে তাহাকে দুষ্ট না বলে, ঐরূপ করাই সম্ভব; মাতুল বলিয়া দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে স্থলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই স্থলেই লোকভয়। যদি বিস্তার করিবার আবশ্যক হয়,অন্য প্রবন্ধে বলিব। হিন্দুস্থানে মহম্মদীয় রাজ্য তাহার জাজ্বল্য উদাহরণ। লোকধর্ম্ম স্থাপিত রাখিয়া, তাহার ভাগিনেয়ের প্রাণবধের উপায় করিলেন। সরলপ্রাণ ভাগিনেয় প্রেম বিতরণকর্ত্তা ভাগিনেয়। প্রেমই জানে, লোকধর্ম্ম জানে না, প্রেমাভাব সহজেই বুঝিল, সদ্যোজাত বালক বুঝে। লোক কি বলিবে ভাবিল না, কংসকে বধ করিল। তৎকালে মথুরার অবস্থা অতি মন্দ। কংসের ভয়—অতি দুরাত্মা, সেই কারণেই ভয়। কংস জানিত, তাহার বধকর্ত্তা জন্মিবে, এই আশঙ্কায় শিশুবধ হইতেছিল। ঐতিহাসিক পাঠক, হিরড্ সাময়িক যেরূপ বালকহত্যা কল্পনা করুন, মথুরায় বালকবধ হইতেছিল। কংসবধে নিবারণ হইল। যে নিবারণ করিল, অতি জড় নিয়মে—প্রজার প্রাণ আকৃষ্ট করা অতি অসম্ভব। কৃষ্ণ সকলের প্রাণ আকৃষ্ট করিলেন।

আমাদের নীলমণির নাম কৃষ্ণ। কিন্তু সেই কৃষ্ণ মাতৃপ্রেমে এখনও পরিপূর্ণ। এখনও তাহার বিতরণ করিলে ক্ষয় হয় না, সমুদ্র হইতে বিন্দু বিতরণ তাহার দৃষ্টান্ত নয়। কারণ, সমুদ্র হইতে, বিযুক্ত করিলে অন্ততঃ বিন্দু গেল। এ পূর্ণ বিতরণ, পূর্ণ বিতরণে ক্ষয় নাই, পূর্ণ থাকে। মাতৃপ্রেমপালিত গোপাল, প্রজার সন্তান রক্ষা করিয়া প্রেম বিলাইয়া দিলেন। প্রজার বুঝা সম্ভব, গোপাল রাজা হইলেই ভাল হয়, কিন্তু গোপাল রাজা নয়, উগ্রসেন রাজা। যে সমস্ত পরিবার কংস-তাড়িত হইয়াছিল, মথুরায় তাহাদেরই পুনরাধিপত্য হইল। গোপাল রাজা হইলেন না কেন? প্রেমময় ব্রজ ছাড়িয়া আসিয়া গোপাল রাজা হইলেন না কেন? রাধিকার প্রেম এক প্রসঙ্গে বিকশিত হয় না, এই নিমিত্তই বলি নাই। রাধিকার প্রেমপ্লাবিত ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া গোপাল রাজা হইল না কেন? উগ্রসেন কি প্রতিবাদী ছিল? না, উগ্রসেন অতি দুর্ব্বল। উগ্রসেন রাজা হইবে না, গোপালই উগ্রসেনকে রাজা করিল। কেন? যিনি যত কারণ দিন, গোপাল দীননাথ, এ কারণ ব্যতীত অন্য কারণে যদি তিনি বুঝান, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। গোপাল বড় ভাল লোক নন। জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাদ্বারায় গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার উপদেশ দেন। সতী বৃন্দাবলীর ধর্ম্ম নষ্ট করেন। গোপাল ভাল লোক নন; কিন্তু গোপাল দীননাথ, এ কথার অন্যথা করা যায় না। কেবল তাহা নয়, গোপালকে আর কোনরূপে অনুভব করা যায় না। গোপাল সকল দুষ্কর্ম্মশালী, কেবল দীনের অনিষ্টকারী নন। আমরা অপর প্রবন্ধে গোপালের রাজনৈতিক আচরণ প্রচার করিব। বৃন্দাবনের প্রেমাভ্যাস অপর প্রবন্ধে বিকাশ করিব। কিন্তু গোপালের আচরণে দীননাথ ব্যতীত আর কিছুই অমরা বুঝি নাই। অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রূর, অতি কপট, অতি সকল কথাই বলিতে পারিব, কিন্তু দীননাথ নয় বলিতে পারিব না। দীনের দাস, এ কথায় তাহার গুণের ব্যাখ্যা। তাহার জীবনে সকলকে পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, কেবল দীনকে পরিত্যাগ করেন নাই, এমন নহে—দীনের দাসত্ব করিতে দেখিয়াছি।

দীননাথ বা নিষ্কাম একই কথা। পৃষ্ঠাব্যাপী তর্ক ইহার মীমাংসা। আমরা তর্কে অপ্রস্তুত নই। কিন্তু হিন্দুপ্রাণ দীননাথ বা নিষ্কাম সহজেই বুঝিবে, এই বিশ্বাসে ব্যাখ্যা করিলাম না। কৃষ্ণ কে? ইহার উত্তর ব্যাসদেব আঠার পর্ব্বে দিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—কৃষ্ণ দীননাথ!

ফুলের হার।

—*—

ফুল লইয়া সকলে খেলে, বাল্যকালে খেলিয়াছি; দোলায় দুলিতে দুলিতে মনোবিকাশী মাতার প্রেমময়ী হাসি ভুলিয়া, রাঙা ফুলটী ধরিতে যত্ন করিয়াছি; ফুলও দুলিতে দুলিতে হাসিতে হাসিতে কত মত কথা কহিয়াছে; দোলে, আসে, হাসে—ফুলের ভাষা শৈশবকালে বুঝিয়াছি; সে ভাষা এখন জানি না এখন শুনি না, এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ক্রমে মাতার কোল, দোলার দোল ফুরাইল, ধুলা-খেলা, ধুলায় নৃত্য, ধুলা মাখিয়া প্রাণ টলাইয়া, ধূলি ধুসরিত সহবাসীর সহিত প্রাণের

হাসি, পাণের কোন্দল, প্রাণের ভাব—সহসা কুসুম-সৌরভ আসিল, প্রাণ ভরিয়া গেল—ফুল, ফুল, ফুল, ফুল! তুমি এখনও সেই আদরের রাঙা ফুল! তোমায় চাই, তোমায় ধূলা মাখাই; ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মাৎসর্য্য-বিহীন এমন কি আর কাহাকেও দেখিয়াছি।

আর সেভাব নাই, ধূলায় ঘৃণা, ধূলা আর চাই না, কেশবিন্যাস, চিকণ বাস,—ফুল! তুমি এক ভাবেই ফোট। এখনও সহাধ্যায়ী মিলিয়া খেলি, এখনও প্রণয় ভাষায় ভুলি, উচ্চ কামনা, আশার ছলনা হৃদয় নাচাইতেছে; প্রতারণা বিমনা করিতে শিখাইতেছে,—আহা! দেখি দেখি, ফুল! তুমি স্তবকে স্তবকে নানারাগে, অনুরাগে, মধুর অধরে হাসিতেছ; ফুল! তুমি কি বলিতেছ? ভাষা—বুঝি, বুঝি, বুঝি না; মনের কথা—জানি, জানি, জানি না; আহা! তোমার হাসি কি সুধাই প্রাণে ঢালিয়া দিল! অস্থির জীবনপ্রবাহ বহিতেছে, যৌবনে তরঙ্গশালী হৃদয় নাচিতেছে, কি বলি, কি চাই, কোথায় যাই, কেন ধাই,—ফুল! তুমি হাসিলে, গতিরোধ করিলে; প্রেয়সীর হাসি, প্রেয়সীর অধর চুম্বন, মোহিত প্রাণে প্রাণ-বিমোহন নেত্রে নেত্রে বিলোকন, নবভাব, নবপরিবর্ত্তন।—ফুল। তুমি সমভাবে ফুটিতেছ। মানময়ী প্রেয়সী কি চায়? কে তার প্রাণ গায়? ধন, মন, জীবন, যৌবন কার তৃপ্তি লাভ হয়? ফুলের মালা প্রিয়ার গলায় তুলিয়া দিলাম—ফুল! তুমি প্রেমিকের উপহার!

বিষয়-জড়িত, সংসার-তাড়িত, অর্থরণে মত্ত হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি; ফুল! তুমি ফুটিয়াছ—ধন ভুলিলাম, সংসার ভুলিলাম, প্রিয়ার হাসি মনে পড়িল; ফুল-শয্যায় প্রথম চুম্বন হৃদয়ে জাগিল; ফুলের মালা, ফুলময় খেলা—ফুল! তোমায় দেখিলে সকলই ফুলময়! তখনও সেই নীরব ভাষা, এখনও সেই হৃদি-প্রফুল্লকর হাসি—বালক, বিলাসী, বিষয়ী সমান চক্ষে দেখিলাম।

ফুল! তোমার ক্ষুদ্র কলেবরে সৌন্দর্য্য ধরে না! ক্ষুদ্র কায়ে কার সুন্দর ছবি ভাসিতেছে? কারে দেখিয়া বাক্যরসে কবির হৃদয়ে নির্ঝর বহিতেছে? একাকী বিরলে বসিয়া কি চায়, কারে পায়, কারে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া চিত্তে ধারণা করে? কামিনী-বদনে কাহার সহিত তুলনা দেয়? তরুণ তপনে, উষার বরণে মাধুরী থাকিত না, যদি ফুল-কুলরাণী কমলিনী প্রেমভরে, সরোবরে, মৃদুহিল্লোলে না দুলিতে; সলিলে কুমুদিনী হাসাইয়া, নিশাকর প্রেমিক। ফুল! তুমি প্রেমিক হৃদয়ের আদর্শ! নির্জ্জনে, একমনে; ইষ্টদেব ধ্যানে ফুল! তুমি দেবতার রাঙা চরণ! আনন্দময় ঈশ্বরের প্রসন্ন-বদন! ফুল! ফুলই তোমার তুলনা।

গল্প ও প্রবন্ধ সম্পূর্ণ।